

ଶ୍ରୀଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତ

୧୯୭୭

ଭବାନୀପୁର : କଳିକାଟି

প্রাপ্তিস্থান :

৪৫ নং এল্গিন্ রোড, কলিকাতা।

সেন্ট্ মেরী মণ্ডলীর কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক

৪৫ নং এল্গিন্ রোড হইতে প্রকাশিত।

[১ম সংস্করণ (১০০০ কপি) ...১৯২৫]

[২য় ” ” ”) ...১৯২৯]

[৩য় ” (৫০০) ...১৯৩৩]

১৮ নং বুদ্ধাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ

ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং হইতে

ত্রিগোষ্ঠবিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত।

ত্রিষ্ট-সদীতের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়াতে, তৃতীয় সংস্করণ
প্রকাশের প্রয়োজন হইল। যাহাদের রচিত গান এই পুস্তকে সংগৃহীত
ইয়াছে তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ভবানীপুর,
৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৩৩

}

শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী।



বিষয় সূচী

		গীত সংখ্যা ।
প্রাতঃকাল	...	১—৫
সায়ংকাল	...	৬—৯
প্রভুর দিন	...	১০—১৩
আগমনী	...	১৪—২২
খ্রীষ্টের জন্মোৎসব	...	২৩—২৯
এপিফানী ও খ্রীষ্টের পার্থিব জীবন	...	৩০—৩৭
মহোপবাস ও অন্ত্যেষ্টিক্রম	...	৩৮—৫১
খ্রীষ্টের হৃৎযন্ত্রণা ও মৃত্যু	...	৫২—৬৯
খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ	...	৭০—৭৫
পবিত্র আত্মা	...	৮০—৮৩
পুণ্য ত্রিত্ব	...	৮৪—৮৫
খ্রীষ্টীকৃত্য	...	৮৬—৯০
সাধুদিগের পর্ব	...	৯১—৯৬
শম্মোৎসর্গ পর্ব	...	৯৮—১০৮
নববর্ষ	...	১০৯—১১২
রাজ্যবিস্তার	...	১১৩—১১৫
চেতনা ও আহ্বান	...	১১৬—১২৪
প্রশংসা ও ধন্যবাদ	...	১২৫—১৩৯
ধ্যান ও প্রার্থনা	...	১৪০—২২২
আশ্বোৎসর্গ ও নির্ভর	...	২২৩—২৩৮

গীত সংখ্যা ।

সাক্ষা	২৩৯—২৪৮
পবিত্র বাপ্তিস্ম	২৪৯—২৫৩
পুণ্য সহভাগ	২৫৪—২৬৭
পবিত্র বিবাহ	২৬৮—২৭২
পরলোক	২৭৩—২৭৬
শিশুদের গীত	২৭৭—২৮২
প্রশংসা—উপাসনা শেষে	২৮৩



সূচীপত্র

রচয়িতা ।

গীত সংখ্যা ।

অধম পতিত জনে	...	আলাউদ্দিন খাঁ	...	১৪০
অন্তর মম বিকশিত	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৪১
অন্ধজনে দেহ আলো	...	ঐ	...	১৫২
অপার মহিমা তব	...	তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়	...	১২৫
অপূৰ্ণ প্রেমে প্রভু	...	রামচরণ ঘোষ	...	১২৬
অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে	...	ত্রৈলোক্যনাথ সান্তাল	...	৮
অক্ষয় আনন্দ ধামে	...	চণ্ডীচরণ গুহ	...	১৪৪
আকুল আবেগে প্রাণ	...	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	১৯৯
আগুনের পরশমণি	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৮২
আছ হিয়ার মাঝারে	...	(পরিবর্তিত)	...	১৫৩
আজি আজি বিভূরে	...	যতুনাথ সোম	...	২৮৩
আজি এ প্রভাতে জাগ	...	প্রভাকর দাস	...	১০২
আজি এ শিশুর তুমি	...	অমৃতলাল গুপ্ত	...	২৫৩
আজি এসেছি কাতর	...	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	১৪৫
আজি দেবদূত গাইছে	...	দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	২৫
আজি পবিত্র বাসর	...	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১২
আজি প্রণমি তোমারে	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৮৪
আজি প্রশংস তাঁহার	...	স্ববোধচন্দ্র সরকার	...	৮৫
আনন্দধ্বনি জাগাও	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১১২
আমায় কর হে তোমায়	...	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	১৪৬
আমায় শুধু সে শকতি	...	ঐ	...	১৫০
আমার এ জীবনে	...	দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	১৪৯
আমার এ ঘরে	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৮৯
আমার এই যাত্রা	...	ঐ	...	২২৮

আমার কি হবে উপায় ...	ত্রৈলোক্যনাথ সাত্তাল	...	৩৮
আমার গতি কি হবে ...	অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	...	৪৫
আমার জীবন বীণারে ...	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	১১০
আমার প্রাণ তাঁরে চায় ...	অমৃতলাল নাথ	...	১৪৭
আমার মাথা নত , ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৫১
আমার মিলন লাগি ...	ঐ	...	২১
আমার যে সব দিতে ...	ঐ	...	২২৯
আমার বিচার তুমি ...	ঐ	...	৩৯
আমার হিয়ার মাঝে ...	ঐ	...	১৫৪
আমারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ...	অতুলপ্রসাদ সেন	...	২৩০
আমারেও কর মার্জনা ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪৪
আমি অকৃতী অধম ...	রজনীকান্ত সেন	...	২৪৮
আমি ক্রুশধ্বজা স্বক্কে ...	শ্রীশচন্দ্র দে	...	১১৩
আমি চাহি নাকো প্রভু ...	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	১৭৫
আমি দুঃখে সুখে সদা ...	অজ্ঞাত	...	২৪৫
আমি সহজে মিলিত ...	অজ্ঞাত	...	২২
আমি সংসারে মন ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৭২
আহা কিবা সপ্ৰভাত ...	ষাকোব কাস্তিনাথ বিশ্বাস	...	৭৩
আহা ধন্য সেই জা ...	ব্রজলাল গাঙ্গুলী	...	১৭৪
আখিজল মুছাইলে ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১২৯
আধার ঘন কুহেলাবৃত ...	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	২৪৩
উঠ ভক্ত উঠ বীর ...	যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস	...	১০৯
এই ঝঁঝেছ ভাল ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২০৫
এই ত হৃদয়ে রে ...	পুণ্ডরীকানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	১৫৫
এই মলিন বস্ত্র ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৭৬
এই লভিছু সঙ্গ ...	ঐ	...	২৬২
একবার বল যাও ...	অমৃতলাল নাথ	...	৪০
একি মোহন দেউল ...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	১৫৬
এ ঘোর ন্তামসী নিশায় ...	অমৃতলাল নাথ	...	৫২

রচয়িতা বা রচয়িত্রী ।

গীত সংখ্যা ।

এ জগতের মাঝে	...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	১৫৭
এত দিনে এ জীবনে	...	যাকোব কাস্তিনাথ বিশ্বাস	...	২৫৪
এ দীন তোমারে চাহে	...	শ্রীশচন্দ্র দাস	...	৪৮
এনেছি শিশুরে বীণ	...	মুক্তকেশী নাথ	...	২৪৯
এমন সুহৃদ ত্রাতায়	...	লক্ষ্মীনারায়ণ দাস	...	২৩৯
এলাম তব দ্বারে	...	গগনচন্দ্র দত্ত	...	১৩
এবার সেই ভাবে	...	ত্রৈলোক্যনাথ সাত্তাল	...	১৮৫
এস এস হৃদয় মন্দিরে	...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	১৫
এস পুরবাসী	...	(পবিবর্তিত)	...	২৯
এস প্রাণভরা স্তবে	...	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	১০০
এস মন-মন্দিরে	...	রামকৃষ্ণ কবিরাজ	...	১৭
এস মৃত্যু বিজয়ী	...	যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস	...	৭৬
এস সবে জয় রবে	...	লক্ষ্মীনারায়ণ দাস	...	১২৭
এস হে জগতারণ	...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	৭১
এস হে পবিত্র আত্মা	...	ঐ	...	৮১
ঐ আসন তলের	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৮৬
ঐ যে ঐ দেখ রে	...	ঈশানচন্দ্র দাস	...	৫৯
ঐ যে দেখা যায়	...	শ্রীশচন্দ্র দে	...	২৭৫
ও কি নাম শুনিলাম	...	অমৃতলাল নাথ	...	৮৬
ওহে জগত কারণ	...	অতুল প্রসাদ সেন	...	২৭০
ওহে দয়াময় তোমার	...	নীলমণি চক্রবর্তী	...	১৮৭
ওহে ধর্ম্মাত্মন পাপীর	...	অমৃতলাল নাথ	...	৮০
ওহে পতিত পাবন	...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	২৬৩
ওহে পাতকী জন	...	প্যারীমোহন রুদ্র	...	১১৮
ওহে ভক্তের জীবনের	...	(সঞ্জীবনী সুধা সঙ্গীত)	...	১০
কত অজানারে জানাইলে	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৮৮
কতদিনে হবে সে প্রেম	...	(পরিবর্তিত)	...	১২০
কর পিতা আমাদের	...	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	...	২৮১
করি নিবেদন	...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	১৫৮

করে তব মহিমা প্রচার	...	আলাউদ্দিন খাঁ	...	১
কবে এ হৃদয় নাথ	...	অমৃতলাল নাথ	...	১৯২
কাদাল গোঁহের মহান	...	যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস	...	৩৩
কাঁহারে সঁপিব মন	...	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৩৬
কাঁদে ঘীশু পিতা ব'লে	...	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	...	৫৫
কি অপরূপ রূপ নাথ	...	অমৃতলাল নাথ	...	৬০
কি অপূর্ব প্রেম	...	প্রমোদ নাথ	...	৩৭
কি আশ্চর্য্য প্রেম	...	রাজকৃষ্ণ বসু	...	২৪০
কি মধুর নাম তব	...	অমৃতলাল নাথ	...	৮৭
কে আর আছে নাথ	...	ঐ	...	১৯৩
কে জানে কোন্ রূপ ধ'রে	...	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	১৬
কেড়ে লও কেড়ে লও	...	পুণ্ডরীকানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	৫২
কেন পিতা তাজিলে	...	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	...	৬৪
কেন রে ভাবনা	...	মথুরানাথ বসু	...	২২৩
কেন বঞ্চিত হব	...	রজনীকান্ত সেন	...	১৮২
কেন হে কি দোষে	...	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	...	৬৩
কেন হেরি আজ জগত	...	দুর্গাকান্ত চক্রবর্তী	...	৬১
কেমনে ভুলিব তাঁরে	...	অমৃতলাল নাথ	...	২২৪
কে যাবে কে যাবে	...	ঐ	...	১১৯
কেঁদনা আমার তরে	...	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	...	৬৬
কোন আলোতে প্রাণের	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৯২
কুতাজলিপুটে চরণে	...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	১৬০
কুশ আছে সর্বক্ষণ	...	অমৃতলাল নাথ	...	৪১
কুশের সৈনিক তব	...	ঐ	...	১২০
খুলে গেল স্বর্গধামের	...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	২৬০
খোল খোল দ্বার	...	কালীনাথ ঘোষ	...	৫১
খ্রীষ্ট থাক মম সাথে	...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	২৬৪
গেৎশমানী বনে	...	হেমচন্দ্র কবিরাজ	...	৯৩
ঢির তব অনুগামী	...	যাকোব কাস্তিনাথ বিশ্বাস	...	২২৫

ছোট শিশু মোরা	...	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	...	২৭৮
জগত জীবন ধনে	...	প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৬২
জগত যত পার	...	অমৃতলাল নাথ	...	২২৬
জনমিল যীশু পুণ্য	...	ত্রৈলোক্যানাথ সান্নাথ	...	২৩
জয় জয় মৃত্যুঞ্জয়	...	লক্ষ্মীনারায়ণ দাস	...	৭০
জয় জয় রবে গাব	...	শ্রীশচন্দ্র দাস	...	১২৮
জয় নিত্যশ্রয় নিত্যানন্দ	...	দীবেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	১৩১
জয় প্রভু যীশু জয়	...	গগনচন্দ্র দত্ত	...	২৮
জয় যীশু গুণনিধি	...	ত্রৈলোক্যানাথ সান্নাথ	...	১৩৯
জয় রাজ-রাজেশ্বর	...	(গীতাবলী)	...	১৩৩
জাগো সকলে	...	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩
জানি হে যবে প্রভাত	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৭৪
জীবন আমার কর	...	প্রিয়ম্বদা দেবী	...	২৭৯
জীবন যখন শুকায়ে	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৭৭
জীবনে আমার যত	...	ঐ	...	১৭৩
জীবন্ত ঈশ্বর এই	...	দুর্গাচরণ রায়	...	২৪৬
ডাকিছ কে তুমি	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪২
ডেকেছেন প্রিয়তম	...	ঐ	...	১২১
তাই তোমার আনন্দ	...	ঐ	...	২০
তাপিত হৃদয়ে আজি	...	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৫২
তারকার সম তেজে	...	যাকোব কান্তিনাথ বিশ্বাস	...	৯১
তিমিরময় নিবিড়	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৯৩
তুমি এবার আমার	...	ঐ	...	১৯৪
তুমি ধন্ত তুমি ধন্ত	...	চন্দ্রকুমার সরকার	...	১৩৪
তুমি ধন্ত ধন্ত হে	...	(পরিবর্তিত)	...	৯৭
তুমি মম পালক	...	রজনীকান্ত গুহ	...	১৩৭
তুমি হে ভরসা মম	...	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৩১
তুমি হে স্বর্গীয় মামা	...	ভবানীচরণ চৌধুরী	...	২৫৫
তোমায় ছেড়ে কোথায়	...	ব্রজলাল গাঙ্গুলী	...	১৬১

তোমায় ভুলিতে পারি না ...	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে ...	১৯৮
তোমার অসীমে প্রাণ ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৭৩
তোমার পতাকা যারে ...	ঐ ...	২৫০
তোমারি ইচ্ছা হউক ...	ঐ ...	১৪২
তোমারি গেহে পাশ্চিছ ...	ঐ ...	২৮০
তোমারি নাম বলবো ...	ঐ ...	৮৯
তোমারি প্রেম সত্য ...	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে ...	২২০
তোমারি মধুর রূপে ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৯৮
তোমারে ছাড়িয়ে প্রসাদ ...	আলাউদ্দিন খাঁ ...	১৯৫
তোমারে না পেলে ...	ঐ ...	১৯৭
তোমারেই করিয়াছি ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৬২
তোমারেই যেন সবার ...	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে ...	১০৭
তোরা শুনিব নি কি ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৪
ত্রাণ যদি পাবে ...	শিবনাথ শাস্ত্রী ...	১১৭
থাক মম সাথে ...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৬
দয়া দিয়ে হবে গো ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪৩
দয়াল যীশু হে ...	(পরিবর্তিত) ...	১৬৩
দাও হে আমার ভয় ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৬৪
দিবা অবসান হ'লো ...	অমৃতলাল গুপ্ত ...	৯
দীনবন্ধু করুণাসিদ্ধ ...	(পরিবর্তিত) ...	২৬৫
হুইটা হৃদয়ে একটা ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৭১
হুঃখে অনাহারে বিপদ ...	অজ্ঞাত ...	২০০
হুঃখের বেশে এসেছ ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২০১
হুজনে যেথায় মিলিছে ...	ঐ ...	২৬৮
দেখরে পাপীর তরে ...	লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ...	৫৬
দেখিয়া ধর্মের ঘরে ...	ত্রৈলোক্য নাথ সান্মাল ...	৩৬
ধন্য জৈবর নন্দন ...	রামধন মুখোপাধ্যায় ...	১৩৫
ধন্য দয়াময় প্রভু ...	ত্রৈলোক্যনাথ সান্মাল ...	৬৫
ধন্য ধন্য ধন্য আশ্রি ...	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০৫

ধন্য যারা শুদ্ধ চিত	...	ত্রৈলোক্যানাথ সাত্তাল	...	৩৫
ধর্ম তোমার ত্যাগ	...	ষতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস	...	১০৮
ধায় যেন মোর সকল	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৩৮
নাথ তুমি সর্বস্ব	...	ত্রৈলোক্যানাথ সাত্তাল	...	২৩২
নামে কত সুখা	...	কালীনাথ ঘোষ	...	২০
নিকটে দেখিব তোমারে	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৬৫
নিশীথ শয়নে ভেবে	...	ঐ	...	২০২
নীল নিবিড় নীরদ	...	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	২৪
পরম মঙ্গলদাতা	...	ভবানীচরণ চৌধুরী	...	৮৩
পর্যাণে পর্যাণে মিলে	...	(পরিবর্তিত)	...	৭২
পসারিয়া ছুই বাহু	...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	১৬৬
পাদ প্রান্তে রাখ সেবকে	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২০৩
পিতা দেখ চাহি	...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	২৬৬
পিতার ছায়ারে দাঁড়াইয়ে	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৬১
পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ	...	ঐ	...	১৯
পেলেম জীবন বীণুর	...	বিন্দুনাথ সরকার	...	২৪৪
প্রতিদিন আমি হে	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৫
প্রভু আমার প্রিয়	...	ঐ	...	২০৪
প্রভু এস হে হৃদি	...	কুঞ্জবিহারী দেব	...	২০৬
প্রভু কি আর কহিব	...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	৬৯
প্রভুপদ সেবা সম	...	(পরিবর্তিত)	...	১৬৭
প্রভু পবিত্রতা দাও	...	কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	...	১৪৬
প্রভুর স্বরূপ দেখিল	...	ষতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস	...	৩৪
প্রভু হউক ব্যাপ্ত	...	(গীতাবলী)	...	১১৫
প্রভু হে আনিলে যে	...	শিবনাথ শাস্ত্রী	...	১১১
প্রসন্ন বদনে প্রিয়	...	ত্রৈলোক্যানাথ সাত্তাল	...	২০৭
প্রাণ ভরিয়া তুষা	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৬৮
প্রাণ ভ'রে আজি	...	(পরিবর্তিত)	...	১৩০
প্রাণারাম প্রাণারাম	...	মনোমোহন চক্রবর্তী	...	১৭৮

ফিরে যেও না যেও না	...	আলাউদ্দিন খাঁ	...	২৫৯
ফুল হৃদয় আজিকে	...	শ্রীশচন্দ্র দাস	...	১০১
ভজরে প্রভু দেব দেব	...	কালীপ্রসন্ন বিজ্ঞান	...	১২২
ভয় করিলে যারে	...	অক্ষয়কুমার ত্রিষ্টদাস	...	২১০
ভয় হ'তে তব অভয়	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৫১
ভবভয়হারী কাঞ্চাল	...	যহুনাথ সোম	...	৪৭
ভুবনেশ্বর হে	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৬২
ভুলিতে কি পারি তাঁরে	...	যাকোব কাস্তিনাথ বিশ্বাস	...	২৪১
ভোর হইল ভান্স	...	গগনচন্দ্র দত্ত	...	২
মম আশা ওহে নাথ	...	অমৃতলাল নাথ	...	২১১
মম ত্রাণ ভান্স যীশু	...	যাকোব কাস্তিনাথ বিশ্বাস	...	৭
মরি কি করুণা তব	...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	৯৪
মহানন্দে ভক্তবৃন্দ	...	শ্রীশচন্দ্র দাস	...	৭৪
মিটল সব ক্ষুধা	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৫৭
মোরে ডাকি ল'য়ে যাও	...	ঐ	...	১৮৩
যদি এ আমার হৃদয়	...	ঐ	...	২১৩
যদি তোমার দেখা	...	ঐ	...	১৮০
যদি হয় সম্ভব	...	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	...	৫৪
যর্দনের তীরে এলেন	...	ঐ	...	৩২
যায় যদি যাক প্রাণ	...	আলাউদ্দিন খাঁ	...	২২৭
যীশু এস আমার অন্তরে	...	রামচরণ ঘোষ	...	১৮
যীশু কর হে মোরে	...	যহুনাথ সোম	...	১৭২
যীশু করুণা কর কিঞ্চিত	...	ঈশানচন্দ্র দাস	...	২১৫
যীশু কি দিয়ে শোধিব	...	যহুনাথ সোম	...	২৩৭
যীশু তুমি জীবন সঞ্চল	...	দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	১৮১
যীশু দেও হে চরণ	...	হৃদয়নাথ চাকলাদার	...	২১৬
যীশু পরম ধন	...	যাকোব মণ্ডল	...	১২৩
যীশুর শোণিত স্রোতঃ	...	অমৃতলাল নাথ	...	২৫৮
যে তরগীথানি ভাসালে	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৬৯

রচয়িতা ।

গীত সংখ্যা ।

যেদিন তোমায় অভয় ...	শ্রীশচন্দ্র দাস	...	১৩২
যেদিন তোমারে হৃদয় ...	রঞ্জনীকান্ত সেন	...	২১৪
যেন জীবনে মরণে ...	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	১৪৮
যে হাতে লইলু এবে ...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	২৬৭
রক্ষা কর হে ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪২
রাখ হে অধীনে নাথ ...	অমৃতলাল নাথ	...	২১২
রেখো হে মগন মোরে ...	উমেশচন্দ্র দাস	...	১৪৩
বড় আশা করে ...	(পবিবর্তিত)	...	৪
বড় সাধ মনে ...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	২৩৩
বন্দনা করে বিশ্ব ...	ঐ	...	৭২
বরষ আশিস্ বারি ...	রসময় বিশ্বাস	...	১০৩
বরিষ ধরা মাঝে ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২২২
বল জগতে আনন্দ ...	দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	২৭
বল দাও মোরে বল ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২১৭
বল রে বিপথগামিন্ ...	অমৃতলাল নাথ	...	১১৬
বসে আছি হে কবে ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০৬
বাজরে হৃদয় বীণে ...	অমৃতলাল নাথ	...	১০৪
বাহিরে দাঁড়ায়ে ও কে ...	ঐ	...	১২৪
বিরাজে অদূরে স্বরগ ...	মদনমোহন বিশ্বাস	...	২৭৬
শিশু-প্রেমী যীশু ...	বিনোদ বিহারী রায়	...	২৭৭
শুন নারী নর যীশু ...	দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	...	২৬
শুনেছে তোমার নাম ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০১
শোণিত রঞ্জিত বসনে ...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	৫৭
সকলই তাজিয়ে আমি ...	যতুনাথ সোম	...	২৩৪
সকল বাসনা নাশ ...	আলাউদ্দিন খাঁ	...	১২৬
সত্য মঙ্গল প্রেমময় ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৩৮
সদা তুমি আছ কাছে ...	কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	...	২১৮
সব দুঃখ যীশুর কাছে ...	অমৃতলাল নাথ	...	২৪২
সব সুন্দর, সব সুন্দর ...	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	১৩৬

সবারে তারিতে যীশু	...	(গীতাবলী)	...	২৫৬
সবে তাঁরা মিলে গাহে	...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	৯৬
সবে বল যীশু জয়	...	অমৃতলাল নাথ	...	৭৭
সংসার যবে মন কেড়ে	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৬৯
সাধ মনে যীশু	...	(পরিবর্তিত)	...	১৭০
সাধে তোমায় দয়াময়	...	অজ্ঞাত	...	৫০
সুখে থাক আর সুখী	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৭২
সেথা গিয়াছেন তিনি	...	শ্রীশচন্দ্র দাস	...	৭৮
স্মরিলে তোমারে হৃদি	...	গোপালচন্দ্র দত্ত	...	২১৯
সঁপিছু সকলি যীশু	...	যত্ননাথ সোম	...	২৩৫
হরষিত মনে ভক্ত	...	মদনমোহন বিশ্বাস	...	১১৪
হায় কবে যাবে	...	(পরিবর্তিত)	...	৯৫
হায় কি হলো	...	দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	৬৭
হে ধন্য ঈশ্বর তনয়	...	ভবানীচরণ চৌধুরী	...	৭৫
হে মম জীবনস্বামি	...	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	৯৯
হে যীশু আজিকে তোমারি	...	ঐ	...	৩০
হে রাজার রাজা	...	যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস	...	৩১
হে বরণ্য একে তিন	...	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৮৪
হে সখা মম হৃদয়ে	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২০৮
হের গো জননী	...	মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	...	৫৮
হের হের নারী নর	...	দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	৬৮
হৃদয় আসনে বসায়	...	(পরিবর্তিত)	...	১৭১
হৃদয় উচ্ছ্বাস পূরিত	...	ধীরেন্দ্রলাল পাণ্ডে	...	৮৮
হৃদয় বেদনা বহিয়া	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২২১
হৃদয় মাঝে আসি যীশু	...	শ্রীশচন্দ্র দাস	...	২৪৭
হৃদয়ে দাও প্রীতি	...	কাশীচন্দ্র ঘোষাল	...	২৮২
হৃদে হেরুব আর	...	কুঞ্জবিহারী দেব	...	১১

শ্রীষ্ট সঙ্গীত

প্রাতঃকাল

১

মিশ্র ভৈরো—বাঁপতাল ।

করে তব মহিমা প্রচার

তরুণ অরুণ ভাতি, শিশির উষার ।

অনন্ত সুনীলাকাশে তোমারি জ্যোতিঃ বিকাশে,

প্রকৃতি জাগিয়া উঠি করে নমস্কার ।

মন্দ মারুত করে তব যশঃ গান, বিহগ বিটপী 'পরে ধরে তব তান,

মোহিত গগন গিরি গাহিছে গুণ তোমারি,

ধরণী কুসুমাজলি দেয় উপহার ।

যামিনী দিবসে ডাকি তব গুণ গায়, দিগন্ত ব্যাপিয়া যায় অব্যক্ত ভাষায়,

আমিও তাদের সনে গাইব আনন্দ মনে

তোমারি প্রেমের গাথা হে শ্রীষ্ট আমার !

ঐষ্ট-সঙ্গীত

২

ভৈরো—ঠুংরী।

ভোর হইল ভানু প্রকাশিল, উঠ বীণ গুণ গাও রে,
ঘোড়করে বীণ পদ ধরে সঙ্গীতে পূজহ তাঁহারে ।
মধুর স্বরে পাখী শাখী 'পরে আনন্দে বিভূষণ গায় রে,
উঠ উঠ সব অলস মানব স্তব কর ত্রাণনাথ বীণুর রে ।
মুদিয়া নয়ন পাপে অচেতন থাকিবে কতকাল হয় রে,
অন্তর আঁধার করহ অন্তর বীণ ত্রাণভানু হেরে ।

৩

আসোয়ারী—ঝাঁপতাল ।

জাগো সকলে । (এবে) অমৃতের অধিকারী
নয়ন খুলিয়া দেখ, করুণানিধান, পাপতাপহারী ।
পূরব অরুণ জ্যোতিঃ মহিমা প্রচারে, বিহগ বশ গায় তাঁহারি ।
হৃদয় কবাট খুলি দেখে যতনে, প্রেমময় মূর্তি জনচিতহারী ;
ডাকরে নাথে বিমল প্রভাতে পাইবে শান্তির বারি ।

৪

কীৰ্ত্তন ।

বড় আশা ক'রে, প্রভু তব ঘরে, এসেছে অধম জন ।
রূপ নিরখিবে, নয়ন জুড়াবে, গলিবে পাষণ মন (তোমার রূপ হেরে) ।
ঘূর্চিবে যাতনা, পূরিবে বাসনা, জুড়াবে পাপ-দহন (তোমার পুণ্য রক্তে) ।
দেহ মন দিয়া, তোমারে সেবিয়া, লভিবে অক্ষয় ধন (দীন হৃদয় মাঝে) ।
তুমি প্রেমমণি, তুমি রত্ন খনি, তুমি হে হৃদি-ভূষণ (হৃদয় রতন তুমি) ।
নেত্রের কঙ্কল, আত্মার সঞ্চল, তুমি হে প্রাণ-রমণ (ওহে ক্রুশবাহী) ।
ওহে দীনবন্ধু, তব কৃপাবিন্দু, কর কর বরিষণ (পাপী হৃদয় মাঝে) ।
পুণ্য রক্ত দিয়ে, এ দাসে কিনিye, রাখ হে দীনশরণ (ঐ চরণ তলে) ।

৫

কাফি—ঝাঁপতাল ।

প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !
করি ঘোড়কর, হে ভুবনেশ্বর, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !
তোমার অপার আকাশের তলে, বিজনে বিরলে হে,
নত্ন হৃদয়ে নয়নের জলে, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !
তোমার বিচিত্র এ ভব-সংসারে, কৰ্ম্ম-পারাবার পারে হে,
নিখিল ভুবন লোকের মাঝারে, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !
তোমার এ ভবে মম কৰ্ম্ম যবে সমাপন হবে হে,
ওগো রাজ-রাজ একাকী নীরবে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !

সায়ংকাল

৬

মিশ্র কেদারা—তেওরী ।

থাক মম সাথে সন্ধ্যা-তমঃ গাঢ় এবে হৃদে এস মম,
রক্ষ তুমি নিরাশ্রয় জনে দীননাথ ! দয়া কর দীনে ।
সংসারের মিথ্যা মোহ যত সকলি শীঘ্র হইবে গত, •
যাহা দেখি সকলি অনিত্য—থাক সাথে ওহে ধ্রুব নিত্য ।
বিঘ্ন মাঝে রক্ষ তুমি মোরে, তুমি ছাড়া পাপ অন্ধকারে
কে দিবে আলো, কে নিবে পথে, প্রভু থাক সদা মম সাথে ।
তুমি যদি সঙ্গে থাক তবে নাহি ডরি পাপ শত্রু সবে, •
সর্ব্ব শোক হুঁঃখ পদে দলি, প্রসাদে তব, যাব হে চলি ।
ধ'র ক্রুশ কাছে মৃত্যু দিনে, রাখ তব উজ্জল কিরণে,
চল হে নিয়ে স্বরগ পথে, জীবনে মরণে থেকো সাথে ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

৭

সিদ্ধ—কাওয়ালী ।

মম ত্রাণ-ভানু যীশু দয়াময় হে !
তুমি যদি রহ কাছে নাহি নিশা ভয় হে ।
তব মুখ স্নান কর হেরি যেন নিরন্তর,
দিবানিশি মম হৃদে রহিও উদিত হে ।
পাপতমঃ ত্রাস্তি যত কর নাথ তিরোহিত,
তব প্রীতি-করে পূর পাতকী হৃদয় হে ।
যবে মম এ নয়ন হবে নিদ্রাতে মগন,
তোমাতে বিশ্রাম যেন লাভ মম হয় হে ।
নিশিদিন মম সাথ রহ ওহে ত্রাণনাথ,
জীবনে মরণে যেন পাই প্রীচরণ হে ।

৮

পূরবী—আড়া ।

অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সরল ব্যাকুল অন্তরে,
হৃদয়ের ধন সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে ।
এই যে সংসার ধাম নহে নিরাপদ স্থান,
যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমেষে হরণ করে ।
মুক্তি পথে নিরন্তর হও সবে অগ্রসর,
সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য পশ্চাতে চেওনা ফিরে ।

৯

পূরবী—আড়া।

দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন—
উত্তরিতে ভবনদী ক'রেছ কি আয়োজন ?
আয়ু-স্বর্ঘ্য অন্ত যায়, দেখিয়ে দেখনা তায়,
ভুলিয়ে মোহ মায়ায় হারায়েছ ভক্তজ্ঞান।
নিজ হিত যদি চাও তাঁহার শরণ লও,
ভবকর্ণধার যিনি পাপ-সস্তাপ-হরণ।

প্রভুর দিন

১০

কীর্তনাম—একতাল।

ওহে ভক্তের জীবনের জীবন একবার দয়া ক'রে এস এস হে !
তোমার কাকাল তোমায় ডাকে এস এস হে । (এস হে কাকাল শরণ)
তোমার ভক্ত সমাজের মাঝে এস এস হে ! (এস হে ভক্তের জীবন)
এসে তাপিত প্রাণ শীতল কর এস এস হে । (এস হে শান্তিদাতা)
এসে পতিতে পবিত্র কর এস এস হে ! (এস হে পতিত পারন)
এস নয়ন ভ'রে তোমায় দেখি এস এস হে ! (এস হে রূপের সাগর)
এস তোমায় দেখে প্রাণ জুড়াই এস এস হে ! (এস হে মনোমোহন)
এসে তোমার প্রেমে মাতাও সবে এস এস হে ! (এস হে প্রেমময়)

হৃদে হেরব আর অভয় চরণ পূজ্ব হে !
আজি ভাই ভগ্নি মিলে প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি দিব
তোমার অভয় পদে হে ।
তোমার দরশনে দীনবন্ধু ! পাপ-মুক্ত হ'ব,
প্রাণ শীতল হ'বে হে ।
তোমার গুণরীশি মনে করি আনন্দে মাতিব,
গুণের সীমা নাহি হে ।
তোমার বীণা নাম মধুর নাম সকলে গাইব,
আশা মিটাইব হে ।
তোমার পবিত্র শোণিতে সবে পরিস্কৃত হব,
পাপ হৃদয় ধু'ব হে ।
তোমার স্নমধুর ক্রুশের কথা সবে শুনাইব,
সবে মাতাইব হে ।
আমরা ধন মান দেহ প্রাণ চরণে সঁপিব,
চিরকালের মত হে ।
চিরদাস হয়ে চরণ-তলে পড়িয়ে রহিব,
এ জনমের মত হে ।

১২

সুরট মল্লার—একতালা ।

আজি পবিত্র বাসর, অবসর পেয়ে নর

এস সরল হৃদয়ে ডাকি ক্রপাময়ে ভকতি ভরে করি যোড়কর ।

পাপীর কারণে প্রাণ তাজি যিনি পুনশ্চ সজীব হ'লেন মৃত্যু জিনি'

ত্রাণাধার তিনি ; যদি কর স্তুতি খণ্ডবে দুর্ন্যতি,

অগতির গতি সেই নরেশ্বর ।

বিষম বিষয় করি পরিত্যাগ পরমার্থ তত্ত্বে কর অনুরাগ,

হইয়া সজাগ থাক সচেতনে পরম যতনে,

পতনে কি ভয় ? হও অগ্রসর ।

গ্রীষ্টের চরিত্র কর অনুধ্যান পাইবে বাহাতে সুগথ সন্ধান,

এই সুনিধান ; প্রভু ক্রপাবলে তারেন দুর্কলে,

ভক্তে যদি ডাকে ভক্তি পুরঃসর ।

১৩

হুর—পুণ্যোতে এই বেলা ।

এলাম তব দ্বারে, ভিক্ষার ঝুলি প্রভু দেও পুরে,

মোদের যত প্রয়োজন আছে তব ভাণ্ডারে ।

যীশুর রক্তে ক্রীত ধন আছে সব অগণন,

কর আজি বিতরণ নির্ধনে দয়া ক'রে ।

দুঃখী কাকাল যত জন কর তাদের ধনবান,

হয়ে প্রফুল্লিত মন প্রশংসিবে তোমারে ।

ধনবান হব ব'লে এসেছি মোরা সকলে,

দয়ার ভাণ্ডার দাও হে খুলে, তৃপ্ত কর দান ক'রে ।

আগমনী

১৪

সিন্ধু বারৌয়া—৪৭ ।

তোরা শুনিম্ নি কি, শুনিম্ নি তাঁর পায়ের ধ্বনি ?

ঐ যে আসে, আসে, আসে !

যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী সে যে আসে, আসে, আসে ।

গেয়েছি গান যখন তত আপন মনে ক্ষেপার মত,

সকল সুরে বেজেছে তাঁর আগমনী ; সে যে আসে, আসে, আসে !

কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে সে যে আসে, আসে, আসে !

কত শ্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে সে যে আসে, আসে, আসে !

হুঃখের পরে পরম হুঃখে, তাঁরি চরণ বাজে বৃকে,

সুখে কখন বুলিয়ে দেয় সে পরশমণি !

সে যে আসে, আসে, আসে !

১৫

ভৈরবী—একতালা ।

এস এস হৃদয় মন্দিরে,

শূন্য মম মলিন অন্তরে ।

অসীম প্রেমে আসিলে নেমে মানব দেহে অবনী 'পরে,

স্থগিত ক্রুশে চোরের বেশে সহিলে মৃত্যু পাণ্ডার তরে ।

হে বীণা ত্রাতা মুক্তিদাতা ! পবিত্র স্তব্ধ কর হে ঘোরে,

তোমার আত্মা শক্তিদাতা বরিষ মম হৃদয় 'পরে ।

১৬

মিশ্র কেদারা—একতালা ।

কে জানে কোন্ রূপ ধ'রে সে আসবে হৃদয় ছয়ারে,
কোন্ সুরে প্রাণ উঠ'বে ভ'রে পরাণ-প্রিয়ের বক্ষারে !

আসতে পারে কান্দাল বেশে

পরের অভাব নিয়ে,

হয়ত রে সে ডাক্বে এসে

বজ্র আঘাত দিয়েঃ

আত্মক নাকো যে বেশ ধ'রে

নির্ভয়ে ধরিস্ তাঁরে—

চায় সে শুধু পেতে তোরে

ধরা দিয়ে আপনারে ।

হৃয়ারখানি খুলে তাঁরে

বসিয়ে হৃদি মাঝারে

চরণ ছটা দিস্নরে ভ'রে

চুষনে আঁখির ধারে ।

১৭

খান্জাজ—আড়খেমটা ।

এস মন মন্দিরে যীশু হে !

বিদরে হৃদয় প্রভু তোমায় না হেরে ।

এস এস প্রভু এস, আমার হৃদয়ে ব'স,

প্রেমফুলে নয়নজলে পূজি তোমারে ।

তৃষিতা হরিণী প্রায় ব্যাকুল যে এ হৃদয়,

দেখা দাও দয়াময় আসি সত্বরে ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

তুমি মন ত্রাণেশ্বর, ভক্তবৃন্দের মনোহর !
তুমি পরম সুন্দর ! দেখে মন হরে ।
তব রূপ সদা হেরে ভাসি তব প্রেম পাথারে,
ভব-ভয় যাব ত'রে তোমার নাম ক'রে ।

১৮

কীর্তন—একতালা ।

বীণা এস আমার অন্তরে—

জুড়াব প্রাণ তোমাতে হেরে ।

তোমার মোহন মুরতি হেরে যাবে হৃৎকান্ড অন্তরে ।
আমার তাপিত প্রাণ শীতল হবে পেলে তোমায় অন্তরে ।
তোমার বিচ্ছেদে নরক যাতনা ভোগে পাপী অন্তরে ।
তোমার সহবাসে স্বর্গ-সুখ হয় এই সংসারে ।
বীণা তুমি যথা স্বর্গ তথা—এস আমার অন্তরে ।

১৯

ইমন কল্যাণ—চৌতাল ।

পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এস মনোরঞ্জন ।
আলোকে আঁধার হোক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু কর পূর্ণ
কর গভীর দারিদ্র্য ভঞ্জন ।
সকল সংসার দাঁড়ায়ে সরিয়া তুমি হৃদয়ে অসিচ্ছ দেখি',
জ্যোতির্ময় তোমার প্রকাশে শশী তপন পায় লাজ,
সকলের তুমি গর্ব ভঞ্জন ।

২০

মিশ্র জয়জয়ন্তী—দাদরা ।

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেছ নীচে ;
 আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে ।
 আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
 মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধ'রে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে ।
 তাই ত তুমি রাজার রাজা হ'য়ে, তবু আমার হৃদয় লাগি'
 ফিরুচ কত মনোহরণ বেশে, প্রভু নিত্য আছ জাগি'
 তাই ত, প্রভু, যেথায় এল নেমে তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
 মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে ।

২১

বাহার-বাগেলী—তেওরা ।

আমার মিলন লাগি তুমি আস্ছ কবে থেকে,
 তোমার চন্দ্রস্বৰ্ণ্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে ।
 কত কালের সকাল সাঁঝে তোমার চরণ ধ্বনি বাজে,
 গোপনে দূত হৃদয় মাঝে গেছে আমায় ডেকে ।
 ওগো পথিক আজ্জকে আমার সকল পয়াণ ব্যোপে,
 থেকে থেকেই হরষ যেন উঠ'ছে কৈপে কৈপে ।
 যেন সময় এসেছে আজ, ফুরালো মোর যা ছিল কাজ,
 বাতাস আসে হে মহারাজ, তোমার গন্ধ মেখে ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

২২

বাউলের সুর—টিমে তেতালা ।

আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে
যদি ডাকে সে একবার আশ্রয় কাতর প্রাণে ।
অহঙ্কারী পাপী যারা, ওরে আমার দেখা পায় না তারা,
দীন জনার বন্ধু আমি সকলে জানে—
ওরে ভগ্ন হৃদয়বাসী আমি সকলে জানে ।

* * * * *
দিবানিশি জেগে থাকি, আমায় কখন কে ডাকে তাই দেখি,
শুনিলে ক্রন্দন পাপীর থাকতে পারি নে ।

খ্রীষ্টের জন্মোৎসব

২৩

ঝিঁঝিঁট—একতালা ।

জনমিল যীশু পুণ্য শিশু আজি ধরাতে,
স্বর্গলোকে জয় গীত গায় দূতদলে ।
আহা কি রূপের ভাতি, তরুণ অরুণ কান্তি,
অন্ধকার মাঝে যেন রত্ন মণি জলে ।
মেরী জননীর আঁধি ভাসে প্রেম-জলে
দেখাইতে মহেশ্বরে মানব সকলে ।
শিখাইতে ধর্মনীতি, শত্রুরে করিতে প্রীতি,
নাশিতে পাপ কুরীতি পুণ্যের অনলে ।
হায় কবে যীশু মশী আমার ভিতরে পশি'
করিবেন লীলা বসি' হৃদয় কমলে ।

২৪

মিশ্র ।

নীল নিবিড় নীরদ ভেদি' ছুটল মঙ্গল গাথা—
উজলি' অম্বর নবীন বরণে, অনল-লেহিত-কনক কিরণে,
ঘোষিল উচ্ছে অমরবৃন্দ মশীহ জনম কথা ।
কলুষ-মলিন আঁধার ভুবনে উদিল ত্রাণ-তপন,
হেররে পাপি, কেন নিরাশ, লভিবে নব জীবন ।
ত্যজি' অমর বিভব, অমর গোরব, পুণ্য অমর ভবন,
ভুবনভার কলুষ নাশিতে, আশ্রিত জনে জীবন দিতে,
লভিলা জনম এ মর-ভবনে পাতকী-বান্ধব জন ।
আজি ভবভয়হর তারণগুরু ডাকিছেন দীন জনে—
কেবা আছ কার বিফল জীবন, নিরাশা-পীড়িত আকুল পরাণ,
এস শান্তি উৎস ফুটিবে তোমার নিরাশ মলিন প্রাণে ।

২৫

থাধাজ—সুর ফাঁকতাল ।

আজি দেবদূত গাইছে মধুর স্বরে—
সনাতন হৃৎস্বরগ যীশুধন জন্মেছেন আজ অবনী 'পরে
পূর্ণ গগন গভীর রবে বলে উচ্চৈঃস্বরে,
জগতে শান্তি, মানবে প্রীতি, হোক আজ ধরণী 'পরে ।
শান্তির রাজা যিনি শান্তি-আকর,
পুণ্যময় যিনি পুণ্যের আধার,
জীবন দেন যিনি মৃত জনারে,
আলোক দেন যিনি ঘোর আঁধারে,
পূজ সেই রাজ-রাজে আজি ভক্তিভরে ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

২৬

ভৈরবী—একতাল।

শুন নারী-নর বীণ ত্রাণেশ্বর জন্মেছেন আজ এ ধরাধামে ।
দায় শত শত আকুলচিত তাঁহার অমৃত-সদনে ।
গাইছে দূর্তেরা হ'য়ে মাতোয়ারা, বলিছে সবারে এই বাণী তারা-
ধরাতলে শাস্তি, নরকূলে প্রীতি হোক নিতি নিতি এই ভুবনে ।
এস গো ভগিনী, এস রে ভাই, তাঁর চরণতল ঘেরিয়া দাঁড়াই,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমেতে মিলায়ে, প্রাণ খুলে তাঁর বশোগীত গাই,
যাঁর আগমর্মে প্রাণ জাগিল, যাঁহার পরশে পাষণ গলিল,
হেরি অনিমেঘে সেই ঈশস্নুতে হৃদয়-নিভৃত কাননে ।

২৭

কীর্তন ।

বল জগতে আনন্দ-সমাচার—
হবে হবে রে পাপীর উদ্ধার ।
দেখ জ্ঞানের চক্ষেতে, বিধির বিধান মতে,
ঐষ্ট বীণ জন্মিলেন এই ধরাতে,
পাপী ত'রে যাবে কুপায় তাঁর ।
স্বর্গদূতেরা সব গায়, অতি মধুর ভাষায়—
শাস্তি প্রীতি মানবেতে হউক ধরায়'
বাধ পরস্পরে প্রেমে তাঁর ।
মেরী জননীর কোলে এক ক্ষুদ্র গোশালে
যাব-পাত্রে সেই শিশু আশ্রয় নিলে,
জগৎ ভেসে গেল কুপায় তাঁর ।
পাপী কে কোথায় আছ, আজ ছুটিয়া এস,
হিংসা ঘেঁষ ভুলে গিয়ে তাঁর চরণে বস,
হোক প্রেমে প্রেমে একাকার ।

২৮

ভৈরো—ঠুংরী ।

জয় প্রভু যীশু ! জয় প্রভু যীশু ! জয় জয় সত্য সনাতন !
জগত-তারণ করণ-কারণ আইলে এ মর্ত্য ভুবন ।
অদ্ভুত মহিমা জগতে প্রকাশিলে, কে পারে করিতে বর্ণন
সহস্র রসনা করিলেও ঘোষণা শেষ না হয় কখন ।
ভকত-প্রাণ, ভকত-জ্ঞান, ভকতের অমূল্য ধন,
পতিত-পাবন, ভকত-ভূষণ, ধন্য ঈশ্বর-নন্দন ।

২৯

মিশ্র—কাওয়ালী ।

এস পুরবাসী শাস্তি প্রেম ত্রাণাভিলাষী—
আজি এ শুভদিনে কিবা বহিছে করুণা রস মধু ধারা,
শীতল বিমল ভগবত-করুণা-রস-মধু ধারা ।
শূন্য হৃদয় ল'য়ে নিরাশার পথ চেয়ে বরষ কাহার কাটিয়াছে,
শুন গো কাঞ্চাল-জন, দয়াল যীশুর আবাহন 'এস এস আমার কাছে' ।
কার অতি দীন হীন বিরস বদন ওগো ধূল্য ধূসর মলিন বসন,
'দুঃখী কেবা আছে শুন গো বারতা, ডেকেছেন তোমারে জগতেব ত্রাতা ।

এপিফানী ও ঐষ্টের পার্থিব জীবন

৩০

মিশ্র—একতালা ।

হে যীশু আজিকে তোমারি চরণে এসেছি করিতে দান,
যা' দিয়েছ তুমি এনেছি সকলি—তবু মন জ্ঞান প্রাণ ।
নাহিক মোদের কুন্দুরু, কাঞ্চন, নাহি গন্ধরস, নাহি কোন ধন,
নাহিক প্রতিষ্ঠা, নাহি বশঃ মান, নহি গো প্রতিভাবান—
তোমারি যা' দান তোমারি চরণে এনেছি করিতে দান ।
হৃদয় ভরিয়া এনেছি ভকতি, পরাণ পুরিয়া এনেছি প্রতীতি,
আনিয়াছি প্রীতি, ধরমের মতি, এনেছি ভগন মন—
যা' কিছু দিয়েছ এনেছি আজিকে তোমারে করিতে দান ।
দীন মোরা তাই দীন আয়োজন, এস প্রভু এস কর হে গ্রহণ,
মোদের জীবন, মোদের পরাণ, লও হে করিয়া তব,
তোমার যা' কিছু দাও আমাদের, দাও হে জীবন নর ।

৩১

মালকোষ—একতালা । .

হে রাজার রাজা ! পর্ণকুটীরে যেদিন তুমি গো মেলিলে আঁখি,
হর্ষে ভরিল ভুবন, বাঁধিলে স্বরগে মর্ত্যে প্রেমের রাখী ।
অনন্ত স্বর্গ ভাণ্ডার লুটি' বিতরিলে সবে প্রেমের স্নুধা,
মিটায়ে পাপীর প্রাণের পিয়াস, নিবারি' বিশ্ব মরম ক্ষুধা ।
সে উৎসব রাতে অমৃত চন্দ্রে কোটি তারকায় রচিল ভূষা,
প্রণাম করিল চরণপ্রান্তে খেত কিরীটিনী কনক উর্ধা ।
ভিখারিণী মার স্নেহের ছলল, মিলেনি তোমার নবনী ক্ষীর,
তোমারি লাগিয়া ঝরিত কেবলি মায়েয় বৃকের অমৃত নীর ।

৩২

বিভাস—একতালা ।

যর্দনের তীরে এলেন ধীরে ধীরে যীশু দেবরাজ পুণ্য অবতার—
বিলম্বিত কেশ, মনোহর বেশ, যেন দিব্য মেঘ বিহীন-বিকার ।
তাজি গৃহবাস আত্মীয় স্বজনে, যুড়িয়ার বনে যোহন সন্দনে,
বালকের মত হ'য়ে অবনত, বলেন দেও মোরে জল-সংস্কার ।
অবগাহনাস্তে উঠিলেন যবে, হ'ল দৈববাণী সুগভীর রবে—
“ইনি মম প্রিয় পুত্র, ইহাতেই পরম সন্তোষ আমার,”—
বহিল তখন শ্রোতঃ আনন্দের, পবিত্রাত্মা নামে রূপে কপোতের,
আকাশ ভূতল করিয়া উজল, খুলে গেল স্বর্গধামের দ্বার ।

৩৩

ইমনকল্যাণ—একতালা ।

কাকাল গেহের মহান্ অতিথি ! হে রাজার রাজা ! হে দীন নিঃস্ব !
প্রণত আজি গো চরণে তোমার তকতি-মুগ্ধ নিখিল বিশ্ব ।
হে নবীন যতি ! গেহ তেয়াগিয়া ফিরিলে না তুমি কানন মাঝে,
সাধনা তোমার কৰ্ম্মক্ষেত্রে বিকাবে আপনা সবার কাজে ।
ব্যথিত আর্ন্ত দেখেছ যেখানে সেথায় আপনা মরম পাতি'
তুলিয়া ল'য়েছ বেদনার ভার, হে কল্পণাময় ! . দিবস রাতি ।
অশ্রুশলিন ধরার মাঝারে বিশ্ব ভুলানো তোমার হাসি
মর্মের কারা দিয়াছে উজলি ছড়ারে শুভ্র স্রবমা রাশি ।

প্রভুর স্বরূপ দেখিল যেদিন শিষ্য আঁখিতে তাহার জাগিল পরম দৃশ্য,
 আনন্দ ব্যাখ্যায় ভরিল তাহার বিশ্ব, কহিল সে নতশিরে—
 হে আমার রাজা যেথায় পুরালে আশ বিকাশি আপনা, সেথায় করিব বাস,
 সেথা মন্দির গড়ি তোমাতে বসাবে দাস, ঘরে নাহি যাবে ফিরে ।
 করুণার হাসি হাসিয়া প্রেমের রাজ কহেন শিষ্যে—আমার এ মোহন সাজ
 নিত্য না রবে, আমার হবে না কাজ সাজিলে নিতি এ রূপে ।
 যেতে হবে যেথা অশ্রুবেদনা জাগে, যেথা নিখিলের প্রীতি ধূলিকণা স্নেহ মাগে
 মন্দির রবে পূর্ণ বন্দনা রাগে ব্যর্থ আরতি-ধূপে ।

প্রভুর চরণে শিষ্য ফিরালো আঁখি—

আমারে তোমার সাথে লহ প্রিয় ডাকি’

শূন্য মন্দির, একমনে আমি গো থাকি

বিরহী হিয়ারে ধ’রে ।

(আমি) রচিব তোমার আসন ভূবন ভরি’,

(আমি) পূজিব তোমার বিশ্ব মূর্তি গড়ি’,

(আমি) নিখিলের সব ধূলা মাঝে রব পড়ি’,

তোমার চরণ ’পরে ।

ধন্য যারা শুদ্ধচিত্ত, দীন শোকাক্ত বিনীত,

পাবে তারা দীপ দরশন ।

ধরমের লাগি যেই ছুঃখ পায় ধন্য সেই,

পুরস্কার পাবে সেইজন ।

এপিকানী ও গ্রীষ্টের পার্থিব জীবন

প্রাণ দাও পরহিতে, আন স্বর্গ পৃথিবীতে,
চাহ যদি অনন্ত জীবন ।
দ্বিজাত্যা বিখ্যাসী হও, পুনরায় জন্ম লও,
আমিত্বের করিয়া নিধন ।
যারা ঘৃণা নিন্দা কবে করহ তাদের তরে-
প্রার্থনা পিতা ঈশ সদনে ।
প্রেমে পুণ্যে হ'য়ে পূর্ণ অসম্ভাব কর চূর্ণ,
যথা পূর্ণ পিতা স্বর্গধামে ।

৩৬

মিশ্র কেদারা—কাওয়ালী ।

দেখিয়া ধর্মের ঘরে লোকে বিকি কিনি করে
ধরিলা ভৈরব মূর্তি যীশু দেবরাজ ।
কুর করি দেয় ঠেলি বিক্রয়-আধার ফেলি,
বলে—হায় ধর্মগৃহে এই কিবে কাল !
আমার পিতার ঘর রে অধম পাপী নর
চোরের আশ্রয় সম করিয়া ফেলিলি ?
দূর হ' পাষাণ মতি, হবে কি তোদের গতি ?
ধর্মের মন্দির হট্টমন্দির করিলি ।

৩৭

মল্লার—আড়ধেমটা ।

কি অপূর্ব প্রেম প্রকাশিলে—
পাপীজনে উদ্ধারিতে পরাণ নপিলে ।
নর-দেহ গারণ করি, ভ্রমণে অবতরি,
সর্ব-সুখ পরিহরি, দরিদ্র হ'লে ;
হায় মরি কি প্রেম, কিবার্চ্য প্রেম !
রাজপদ অগ্রাহ করি নৃত্যধর হইলে । (ওহে তারক)

ঐষ্ট-সঙ্গীত

পক্ষী বাসা পায় বৃক্ষে, শৃগাল গর্ভে থাকে স্নেহে,
কিন্তু মন্তক কর্ত্তে রক্ষে স্থান না পেনে ;
হায় মরি কি প্রেম, কিবাশ্চর্যা প্রেম !
স্বর্গের ঈশ্বর হ'রে তুমি দানরূপী হ'লে । (ওহে তারক)
জ্ঞান দিতে নরগণে, ভ্রমণ কৈলে স্থানে স্থানে,
ক্ষুধার তৃষ্ণায় নিজ প্রাণে কাতর হ'লে ;
হায় মরি কি প্রেম, কিবাশ্চর্যা প্রেম !
প্রেমপ্রাণে মৃতজনে নবজীবন দিলে । (ওহে তারক)
কীটস্ত কীট মর্ত্ত নরে জীবন-মুকুট দিবার তরে,
কণ্টক-মুকুট নিজ শিরে, বহন করিলে ;
হায় মরি কি প্রেম, কিবাশ্চর্যা প্রেম !
গলগথা হইতে প্রেমের নদী বহা'লে । (ওহে তারক)

মহোপবাস ও অনুতাপ

৩৮

আলেয়া—আড়াঠেকা ।

আমার কি হবে উপায়, দয়াময় ! বুঝা দিন যায়,
অকৃতী অধম আমি অতি ছরাশয় ।
জ্ঞানরূত অপরাধে বঞ্চিত তব প্রসাদে,
গভীর বিবাদে তাই মলিন জন্ময় ।

নিজ দোষে বারম্বার করিয়াছি পাপাচার,
 এখন কলঙ্কভারে অবসর প্রায় ;
 আপন কুকর্মফলে দিবানিশি মরি জ্বলে,
 অনলে পতঙ্গে যেমন জীবন হারায় ।
 সহেনা সহেনা আর, শীঘ্র কর হে উদ্ধার,
 বিলম্বে মরিবে প্রাণে তোমার দুর্বল তনয় ।

৩৯

কেদারা—তেওরা ।

আমার বিচার তুমি কর, তব আপন করে—
 দিনের কর্ম আনিহু তোমার বিচার-ঘরে ।
 যদি পূজা করি মিছা দেবতার,
 শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার,
 যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো 'পরে
 আমার বিচার তুমি কর, তব আপন করে ।
 লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি হুঃখ,
 ভয়ে হয়ে থাকি ধর্মবিমুখ,
 পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ কণেক তরে,
 তুমি যে জীবন দিয়েছ আশ্রয়
 কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তার,
 আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে,
 আমার বিচার তুমি কর, তব আপন করে ।

৪০

পাহাড়ী—আড়াঠেকা ।

একবার বল যীশু, বল বল এ পাপীয়ে—
 ‘ক্ষমিলাম পাপ তব, যাও সুখে নিজ ঘরে’ ।
 কুষ্ঠরোগে এ অন্তর হ’য়েছে হে জ্বর জ্বর,
 শুনেছি তব রুধির হৃদি-কৃত সুস্থ করে ।
 হরিতে কলুষ রাশি হইয়াছ যীশু মশী,
 নিঃপ্রতাপ প্রকাশি’ নাশ পাপ অন্ধকারে ।
 ওহে নাথ দয়াময় দেহ দীনেরে আশ্রয়,
 নহিলে তো প্রাণ যায়, কে আর পাপীয়ে তারে ।
 সুপবিত্র কর মন, প্রদান নব জীবন,
 ত্রাণধনে ধনবান কর যীশু কাদালেয়ে ।

৪১

গারা—কাঁপতাল ।

ক্লেশ কাছে সর্বক্ষণ রাখ হে আমার,
 সদাই প্রেমের শ্রোতঃ বহিছে ষথায় ।
 পাপ ভয়ে অবিরত আছি প্রভু সশঙ্কিত,
 তোমার ক্লেশ-শোণিত কেবল সহায় ।
 পাপ হ’তে রক্ষা পেতে ভ্রমেছি সর্বজগতে,
 এসে ক্লেশ নিকটেতে, পেয়েছি অভয় ।
 পাপময় পৃথিবীতে, পরীক্ষা তব চতুর্ভিতে,
 রাখ নাথ যত্ননেতে ক্লেশের তলার ।

* * * *

৪২

খাষাজ্ঞ—খামার ।

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে

তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে ?

নয়ন-সহিলে ফুটেছে হাসি, ডাক শুনে সবে ছুটে চলে

তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে ।

ফিরিছে যারা পথে পথে, ভিক্ষা মাগিছে ধারে ধারে,

শুনেছে তাহারা তব করুণা, হুঃখী জনে তুমি নেবে তুলে

তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে ।

৪৩

ভৈরবী—একতাল।

দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে,

নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে ।

তোমায় দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালী,

পরান আমার পারিনে তাই পায়ে ধুতে ।

এত দিন ত ছিল না মোর কোনো ব্যথা,

সর্ব্ব অঙ্গে মাথা ছিল মলিনতা,

আজ ঐ শুভ্র কোলের তরে ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে,

দিয়োনা গো দিয়োনা আর ধুলায় শুতে ।

৪৪

তৈরবী—খাঁপতাল ।

আমারেও কর মার্জনা, আমারেও দেহ নাথ অমৃতের কণা ।
গৃহ ছেড়ে পথে এসে বসে আছি ম্লান বেশে,
আমারো হৃদয়ে কর আসন রচনা ।
জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান,
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান ;
আপনি ডুবেছি পাপে, কাঁদিতেছি মনস্তাপে,
শুনগো আমারো এই মরম বেদনা ।

৪৫

মুলতান—একতাল ।

আমার গতি কি হবে
যদি পাতকী বলিয়া ত্যজিবে তবে ?
পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ, কোথা শাস্তিদাতা কর শাস্তি দান,
আর এ যাতনা সহেনা সহেনা অনাথশরণ হে ।
ওহে তোমার হাতে করি আত্মসমর্পণ, রাখ আর মার বা ইচ্ছা এখন,
আমি কার কাছে বাব, কোথা আর কাঁদিব, শূন্য দেখি জিভুবন ;
দাও হে দণ্ড তোমার বিচারে বা' হয়, খণ্ড খণ্ড কর এ পাপ হৃদয়,
তোমার হাতে ম'লে এ মহাপাতকী নবজীবন পাবে ।

৪৬

ভৈরবী—একতালা ।

প্রভু পরিভ্রতা দাও মোরে,
যেন কুচিন্তা সকল, ভীষণ করল,
এ দীনের প্রাণ বিনাশ না করে ।

যে চিন্তা যে ভাব দূর করিবারে সতত বাসনা করি হে অন্তরে,
সে চিন্তা সে ভাব কেমনে প্রবেশে বৃদ্ধিতে পারি না, হৃদয় আগারে ।
হ'য়েছি কাতর, ওহে দয়াধার, কলঙ্কিত চিত্ত তুমি পুত্র কর,
তুমি মম বল, তুমিই সম্বল, তোমা ভিন্ন দাস কিছু নাহি পারে ।
পাপের শক্তি হ'তে দাও মুক্তি, বাড়াইয়া দেহ প্রেম ও ভক্তি,
যেন দিন দিন তোমারি অধীন হই প্রভু, এই বাসনা অন্তরে ।

৪৭

ভীমপল্লী—টিমেতেতালা ।

ভবভয়হারী কাদালকাণ্ডারী
হুর্গতিনাশন বীণ হে !

প'ড়েছি বিপদে দেহ স্থান পদে
পদাশ্রয় বিনা নাহি গতি হে ।

পরীক্ষা তরঙ্গ দেখিয়ে আতঙ্ক
হ'য়েছি হৃদি মাঝারে—

আকুল হ'য়েছি ডরে,

পুরাণো তরঙ্গী, বাহিতে না জানি,
দেহ যুগল চরণ তরি হে ।

লোভ মোহ আদি হইয়াছে বাদী,
কুসঙ্গ হিন্দোলে হানে—

পলকে প্রমাদ গনি,

পঞ্চেন্দ্রিয় তায় যথা তথা যায়,
হও তুমি মম কাণ্ডারী হে ।

৪৮

রাজবিক্রয়—ধামার ।

এ দীন তোমারে চাহে হে জগত-ত্রাতা,
তোমারে জানাতে চাহে মরমের ব্যথা ।
প্রাণ চায় দিতে তার ও চরণে সব ভার,
আনিতে ফিরায়ে পুনঃ প্রাণে প্রফুল্লতা ;
মুছাতে এ অশ্রুধার কেহই নাহি গো আর,
হৃদয়ে জাগিছে তাই এই ব্যাকুলতা ।
ক্রুশোপরে প্রাণদানে বাঁচায়েছ পাপিগণে,
জাগায়ে দাওগো প্রাণে নব সজীবতা ;
বিষম এ পাপভার যেন গো রহে না আর,
অন্তরে জাগিছে শুধু এই আকুলতা ।

৪৯

আসোয়ারী—চৌতাল । .

রক্ষা কর হে—

আমার কৰ্ম্ম হইতে আমায় রক্ষা কর হে ।
আপন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে,
আপন চিন্তা গ্রাসিছে, আমায় রক্ষা কর হে ।
• প্রতিদিন আর্মি আপনি রচিয়া জড়াই মিথ্যা জালে,
ছলনা ডোর হইতে মোরে রক্ষা কর হে ।
অহঙ্কার হৃদয়দ্বার র'য়েছে রোধিয়া হে,
আপনা হ'তে আপনায় মোরে রক্ষা কর হে ।

৫০

আলোয়া—বৎ ।

সাধে' তোমায় দয়াময় জগতে বলে !
তুমি পাপী ব'লে তাজিয়াছ কারে কোন্ কালে ?
বখন আমি যে দিকে চাই, সর্বদা ত/দেখিতে পাই
(আমায়) কুপথ হ'তে দয়া ক'রে টানিছ কোলে ।
ঘোর পাপের পাপী যারা নিমেষেতে তরে তারা
তোমার ঐ শ্রীচরণে শরণ নিলে ।

৫১

ভৈরবী—একতালা ।

খোল খোল দ্বার, খোল একবার, পাপী এসেছে দ্বারে,
পাপী ডাকিছে, পাপী কাদিছে পাপ তাপ ভারে ।
'আঘাত কর খুলিব দ্বার' ব'লেছ ব'লেছ কতবার,
(তবে) খোল খোল দ্বার, ডাকি বার বার, আঘাত করি দ্বারে ।
রেখনা রেখনা বাহিরে আর, ডেকে লও লও ভিতরে এবার,
আমার গুণে নয়, নিজগুণে তোমার, দয়া কর পাপী ব'লে ।
তোমার চরণে পাপের ভার নামায়ে করিব নমস্কার,
(ঐ) চরণে চাহিয়ে, মহিমা গাহিয়ে, ব'সে রব একধারে ।

শ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু



৫২

গারা ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

এ ঘোর তামসী নিশায়, কে তুমি বিজন বনে ?
দহিতেছে কলেবর দীর্ঘ শ্বাস হতাশনে ।
ও চাক নিশ্চল কায় কেন ধুলাতে লুটায় ?
দেখে ক্লদি ফেটে যায়, করে অশ্রু ছ'নয়নে ।
নিদায়ে খেদের মত বরিছে রুধির শ্রোতঃ,
আহা মরি কেন এত সহিছ দুঃখ জীবনে ।
উর্দ্ধে করি নেত্রপাত, জুড়িয়া যুগল হাত,
কেন বলি পিতঃ পিতঃ ডাকিছ কাতর মনে ।
তারিতে পাতকীকুল যদি হে এত ব্যাকুল,
ওহে অকুলের কুল, তার এ অধম জনে ।

৫৩

দেওগিরি—একতাল।

গেৎশিমানী বনে, বিজন কাননে, প্রভু কি কারণে
বসেছ একাকী,
কিসের লাগিয়ে নগর ত্যজিয়ে এখানে আসিয়ে
মুদিয়াছ আঁধি ?
তিস্ত পানপাত্র দেখি তব গাত্র শিহরয়ে সত্য,
ওহে জ্ঞানপতি,
তাহারি কারণ হয়ে ক্ষুণ্ণ মন আসিরা বিজন,
ভাবিতেছ নাকি ।

মম পাপ তরে, নিজ কলেবরে, এত কষ্ট ধ'রে,
করি'ছ ক্রন্দন ;
আহা নাথ মম, মম পাপ ক্ষম, পাপী আমি সম
কারে নাহি দেখি ।
ওহে পাপ-হারি ! তব ছঃখ স্মরি চক্ষে বহে বারি,
স্মরিতে নারি ;
অভাজন আমি, দয়া কর স্বামী, মম জাতা তুমি,
তব পদে থাকি ।

৫৪

বিভাস—একতালা ।

যদি হয় সম্ভব হে প্রাণবল্লভ ! এই পানপাত্র কর স্থানান্তর,
কিন্তু নয় আমার, হউক তোমার ইচ্ছা পূর্ণ যোর ছঃখের ভিতর !
দেহ মন প্রাণ সকলি তোমার, যাহা ইচ্ছা কর বলিব কি আর,
দাও হে কেবল শাস্তি ধৈর্য্য বল, কৃতাজ্ঞলিপুটে যাচি এই বর ।

৫৫

স্মরট-জয়জয়ন্তী—বাঁপতাল ।

কাদে বীণ পিতা ব'লে একাকী বিজন বনে,
রক্ত ঘর্ম্ম ছুটে দেহে, ধারা বহে ছ'নয়নে ।
অদূরে ব'সে নীরবে শিষ্য সহচর সবে, নিদ্রাতারে অবশাজ,
নিরাশ বিষম মনে ।
উদ্ভাস পবন বহে স্বন স্বন গিরিশিরে, কাদিছে অগ্নিত তরুরাজি
নিশির শিশিরে,
শশাক শোকে মলিন, আকাশ তারকাহীন, আকুল পরাণ তাঁর
কাদিছে সঘনে ।

বীট-সঙ্গীত

নুটায় ধরনী, কয়—যতপি সম্ভব হয়, বাঁচাও আমারে পিতা
লইলু চরণাশ্রয়,
কিন্তু যাহা ইচ্ছা হয় তাই কর ইচ্ছাময়, হউক তোমার জয়
জীবনে মরণে !

৫৬

আলোয়া—একতালা ।

দেখ রে পাপীর তরে কাঁটার মুকুট মাথাতে,
ক্রুশ-ভারে অবনত পথ বাহি' যাইছে ।
তিরস্কার অপমান সবে তাঁরে করিছে,
সদ্দুকী ফরীশিগণে ব্যঙ্গ করি' হাসিছে ।
যিনি এক নিমিষেতে পারেন সৃষ্টি নাশিতে,
পিতার ইচ্ছা পালিতে নব্র ভাবে সহিছে ।

৫৭

মিশ্র ।

(১) প্রশ্ন ।

শোণিত-রঞ্জিত বসনে কে	চলে ধীরে নত মস্তকে ?
ক্রুশ কাঁধে ল'য়ে চলে ধীরে	হুঃখ বোঝা ব'য়ে কাতরে ?
ছুতলে পড়িল ক্রুশভারে,	উঠিতে নারিল বুঝিরে ;
পথে কত লোকে চলে হেসে,	শিষ্যান ধন্ত ক্রুশ পরশে ;
কেবা বল মোরে ক্রুশ ব'য়ে	চলে হুঃখ ধীরে সহিয়ে ।

(২) উত্তর ।

চাহে জৈশ-নর যীশু পানে,	চল সাথে ধীর গমনে,
গলে না কি তব প্রাণমন	হেরি' যীশু-ক্রুশ বেদন ?
ক্রুশে ক্ষণ তরে চাহ তবে,	যদি তাঁরে ভালবাসিবে,
ভব-সুখ আজি, ধন-আশা	তবে এস ত্যজি' লালসা ।

(৩) ক্রুশ কাহিনী ।

হে মানবপুত্র, ক্রুশোপরে,	আর্দ্র তব গাত্র রুধিরে,
সিংহাসন তব ক্রুশকাঠে,	শোভিছে কণ্টক কিরীটে,
মস্তক আনত বক্ষোপরে,	প্রেকে কর পদ বিদরে,
তব আর্ন্তরবে হৃৎখন্ডরে,	ধরা বৃষ্টি ডুবে আঁধারে,
দ্বিবালোক নিভে অন্ধকারে,	বন্ধু শিষ্য এবে স্রুদরে ;
বল, প্রভু, কেন দীন হ'লে,	মম তরে প্রাণ ত্যজিলে ?

(৪) ক্রুশ বার্তা ।

আমি স্বর্গ ছেড়ে ধরা 'পরে,	হে প্রিয় তরা'তে তোমায়ে,
পাপ তাপ শীর্ণ তব প্রাণে	দিতে প্রেম পুণ্য জীবনে,
প্রাণ ত্যজি আমি তব ভরে	যেন মোরে তুমি চাহরে ;
চল সাথে মম, শান্তি পাবে,	শক্তি পুণ্য প্রেম লভিবে ।

(৫) সঙ্কল্প ।

তোমারি পশ্চাতে, পথে তব,	আঁধারে আলোতে চলিব,
তব মুখ পানে চেয়ে র'ব,	যা' দিবে জীবনে সঁহিব,
জানিব পরাণে হৃৎকথা তব	ক্রুশ হৃষ্টমনে বহিব,
বাসনা ত্যজিব, সুখ-আশা,	রাখি প্রেমে তব ভরসা ;
হে সখা, প্রভু হে, চিরতরে	রেখ তব পথে পাপীরে ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

৫৮

কীর্তন ।

হেরগো জননি, তোমার বাছনি আজিকে ক্রুশের 'পরে
সহিছে যাতনা মরম বেদনা তরা'তে পাতকী নরে ।

(তুমি) কেঁদোনাকো আর মুছ অশ্রুধার পাষাণে বাঁধ গো হিয়া
(আর কেঁদো না)

হেরগো তপন উদিল নূতন আঁধারের বুক চিরিয়া ।
দানবের সঙ্গে যুঝি' রণরঙ্গে বিজয়ী তনয় তব
টুটিল কারার অর্গল এবার মুক্ত হ'ল বন্দী সব ।
তুমি ভাগ্যবতী, তোমার সমুত্তি খুলিলা স্বরগ দ্বার ;
চির যুগ ধরি' পাপী নরনারী বাখানিবে প্রেম তাঁর ।

(মাগো) ঘোহনের সনে মানবের কাণে বল শুভ-সমাচার ।
পুল্ল রক্তপাতে নামিল মরতে স্বরগের সুধাধার ।

৫৯

মিশ্র ললিত—ঠুংরি ।

ঐ যে ঐ দেখরে কালুতেরি 'পরে ভগ্ন-কলেবর পরমেশ কুমারে !
ফিসের কারণে সহেন পরাণে বিষম যাতনা—বল কার তরে ?
শোণিতের স্রোতঃ বহে অবিরত, বিদ্ধ হস্ত পদ অয়স-কীলকে,
বড়শা সুধার বিদ্ধ কঙ্কে তাঁর, কণ্টক-মুহূট শোভে শিরোপরে ।
কাতর নয়নে চেয়ে তব পানে কহেন যনে যনে—ভুল না আশারে,
মরিলাম আমি, রক্তে ভিজে ভূমি, যেন বাঁচ তুমি, এই বাসনা রে ।

খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু

৬০

বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা ।

কি অপরূপ রূপ নাথ ধ'রেছ আজ ক্রুশোপরে ;
এ হেন মোহন মূর্তি দেখেছে কে চরাচরে !
ঝরিছে ভালে রুধির, কন্টকে শোভিছে শিয়,
ভাতিছে সুন্দর কর লোহিত কমলাকারে ।
জিনি' তরুণ তপন ও চারু মুখ-বরণ !
হেরে যুগল চরণ রক্ত জবা লাজে মরে ।
বহিছে রুধির স্রোতঃ বক্ষ হ'তে অবিরত,
কোপীনে বপু ভূষিত ক'রেছ মন হরিবারে ।
হেরে 'ও মুখ-সরোজ দিননাথ পেয়ে লাজ
লুকায়েছে ঘন মাঝ, শিহরিছে ধরাধরে ।
ফেরে না নয়ন মম হেরে রূপ অল্পপম,
হেন স্বার্থহীন প্রেম কে আর হৃদয়ে ধরে !

৬১

ভৈরবী—একতারা ।

কেন হেরি আজি জগত আঁধার, দিবালোকে হ'ল নিশার সঞ্চার ;
প্রাণসখা বৃষি নরদেহ তাজি' করেছেন প্রয়াণ পিতার আগার ।
সেই দুঃখে রবি মনের ব্যাঘাত, মেঘ আবরণে লুকায়েছে কায়,
কাঁদিছে রমণী, কাঁদিছে ধরণী, এলি এলি ধ্বনি শুনিয়া জাতার ।
নর-পাপ তরে আসিলে ধরায়, নর-পাপ তরে সঁপিতেছ কায়,
নর-পাপ তরে ক্রুশের উপরে, নর-পাপ তরে ঘাতনা অপার ।
আদম-জীবনে নরের মরণ, যীশুর মরণে নরের জীবন,
জীবের জীবন পতিত-পাবন বিতর জীবন, জীবন-আধার ।
যে শোণিত-স্রোতঃ বহে অবিরত, কালভেরী গিরি করি উছলিত,
ডুবাও আমারে সে স্রোতঃ মাঝারে, বহাও অন্তরে স্রোতঃ অনিবার ।

৬২

সিদ্ধ—আড়াঠেকা ।

জগতজীবন ধনে কে' দিল রে ক্রুশোপরে,
তঁার এ হুঃখ যাতনা সহেনা মম অন্তরে ।
যাব সেথা আমি যাব, সে ক্রুশ তুলিয়া লব,
যে পথে গিয়েছেন যীশু যাব সেই পথ ধ'রে ।
তাঁা বিনা ভব সংসার সকলি দেখি অসার,
ব্যাকুলিত মন, আর রহিতে পারি না ঘরে ।

* * * *

৬৩

সিদ্ধ—ঠুংরি ।

কেন হে, কি দোষে ক্রুশোপরে—

ওহে যীশু, প্রেমময়, দেখে শোকে হৃদয় বিদরে ।

যে পদ-পাহুকা-বন্ধন, খুলিতে না পারি' ধোহন বিনয়ে করিত ক্রন্দন,

হায় ! সে পথে শেল বিদ্ধ করে ।

আহা কেন অকারণ অপমান, নির্ধ্যাতন, বাসন, বধ, বন্ধন কিসের তরে,

ফাটে বুক পিপাসায়, ঘন ঘন খাঁস বয়, তিলে তিলে প্রাণ যায়,

সর্বান্তে রুধির-ধারা ঝরে ?

কাঁদে মেরী মাতা হেরি' পুত্রের নিধন, অধীর হইয়া' শোকে কাঁদে শিথগণ,

পরিয়া শোক-বসন কাঁদে নিখিল ভুবন, আঁধারে ধরা মগন,

উঠে হাহাকার চরাচরে ।

খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু

৬৪

আলোয়া—তেওট ।

কেন পিতা ত্যজিলে আমায় ?

জর জর তনু ক্রুশ বেদনায়—

আমি নিরখি' তব মুখ সহিলু সব দুঃখ

এখন তোমার বিচ্ছেদে যে মোর প্রাণ যায় ।

দেখ সর্বাস্থ ভাসে কৃধির ধারায়, কণ্ঠ শুকাইল জল পিপাসায়,

পিতা তোমারি অনুরোধে, শেল বিদ্ধ হুই হাতে, কণ্টক মুকুট পরিলু মাথায় ।

এখন দাসের প্রার্থনা ঐ চরণে, ক্ষম ক্ষম পিতা সব শত্রুগণে,

এরা করিছে যে কুকর্ম্ম জানে না তার মর্ম্ম ;

আহা ! কি হবে বল ইহাদের উপায় ।

৬৫

কীর্তন ।

(তেওট) ধন্য দয়াময় প্রভু পতিত-পাবন !

ভব-ভয়-ভঞ্জন ! ভূভার-হরণ ! জগত-জীবন !

(থয়রা) আহা আমাদের লাগি' হ'য়ে সর্বত্যাগী দিলে আত্মবলিদান ;

(স্বার্থ পরিহরি) সহিয়া যাতনা, মরম বেদনা,

ক্রুশে ত্যজিলে পরাণ । (চোর দহ্য সনে)

কাঁটার মুকুট শিরে গেলে ধীরে ধীরে, কালভেরী মহাশ্মশানে ;

(বীশু, তোমার প্রাণে কতই সয় হে) কাঁধে ক্রুশভার,

দুঃখের অবতারণা ! আঁখি দুটি স্বর্গপানে । (লোহিতবরণ)

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

(হায়) যে করকমল চরণ যুগল পরশে পাতক হরে ;
(কত তাপিত প্রাণ শীতল হয় রে) শেল হানে তায়, হায় হায়, হায়,
সোণার অঙ্গে রক্ত ঝরে । (প্রাণ কেঁদে উঠে)
হায় এত জেনে শুনে, তব প্রেমগুণে কেন মজিল না প্রাণ ;
(নরাদম আমি) হৃদয় ভরিয়া পবিত্র শোণিত
কেন না করিহু পান । (গতি কি হইবে)
(তেওট) কবে তব ক্রুশ মাথায় ল'য়ে তব পথের পথিক হ'য়ে অপমান স'য়ে
(প্রেম দিয়ে) আমরা বলিব “তোমার ইচ্ছা হউক পূরণ” ।

৬৬

ললিত—কাওয়ালী ।

কেঁদ না আমার তরে ওহে ভ্রাস্ত নর নারী শোক-ভগ্ন অন্তরে,
আপনা, আপনার জন্ত কর এখন ক্রন্দন, তোমাদের ভাবি হৃৎখে
আমার হিয়া বিদরে ।
পক্ষিমাতা রাখে যথা নিজ শাবক সকলে যতনে অতি সাবধানে
ঢাকি' পক্ষ পুটতলে,
আমিও তেমনি ক'রে তোমাদের বক্ষে ধ'রে রেখেছিহু মায়ে'র মত,
ডালবেসে সমাদরে ।
পিতার আদেশ মতে এসেছিহু এ জগতে পুত্রধর্ম শিখাইতে
যতেক অবাধ্য নরে ।

খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু

৬৭

ঝিঁঝিট—একতালা ।

হায়, কি হ'লো, কোথা চলি' গেল মম হৃদিভূষণ—
প্রাণের পুতলি মম নয়ন মনোরঞ্জন ?
ছিলেন দরিদ্রা রমণী, পুত্রধনে হলেম ধনী,
অকালে হারাতে হ'ল প্রাণের তনয় ধন ।
গর্ভে ধারণ করি' যাঁরে ধন্ত হ'লেম এ সংসারে
সে পুত্রের মরণ হেরে শূন্য হেরি ত্রিভুবন ।
কালনিশি নীলাশ্বরে গ্রাসে মধ্যাহ্ন ভাস্করে,
কোথা আমি, কোথা মম—কোথা সে জীবন ধন ?

৬৮

কীর্তন ।

হের হের নর নারী জগতত্রাতারে,
সঁপিছেন দেহ প্রাণ ক্রুশের উপরে ।

শোভিছে শিরেতে তাঁর মুকুট কাঁটার, তবুও প্রেমেতে ভরা আনন তাঁহার ;
হস্ত পদ বিদ্ধ তাঁর সৌহ শলাকায়, কুক্ষিদেশ ছিন্ন তাঁর তীক্ষ্ণ বরশায় ;
এ ঘোর যাতনা মাঝে কাতর বচনে করিছেন নিবেদন পিতার চরণে,—
“ক্ষম পিতা, ক্ষম এদের শত অপরাধ না বুঝে ঘটালে এরা হেন পরমাদ ।”
দম্ভারে কহেন তিনি আশ্বাস বচনে, “পরম দেশে আজিই তুমি যাবে মম সনে ।”
কহেন মাতারে তাঁর দেখায়ে ঘোহনে, “হের তব পুত্র, নারি, থাক তারি সনে ।”
“কেন পিতা বল তুমি ত্যজিলে আমার, জর জর দেহ মম ক্রুশ-বেদনায় ।
‘তৃষ্ণার্ক্ত হ'য়েছি’ আমি কর তৃষ্ণা দূর, মানব হৃদয় প্রেমে কর ভরপুর ।
যে কার্য সাধিতে পিতা পাঠালে আমার ‘সমাপ্ত হইল’ এবে তোমার কৃপায় ।
তব করে আত্মা মম করি সমর্পণ—এতদিনে ধন্ত হ'ল আমার জীবন ।”

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

৬৯

কীর্তন ।

প্রভু কি আর कहিব আমি হে, (আমার কি বলবার আছে)
আজি এ অন্তিমে পাপী নরাধমে চরণে রাখ হে তুমি ।
(মহাপাতকী বলে' ত্যজ না হে)—(কাতরে করুণা মাগি)
জীবন ভরিয়া পাপ আচরিহু চাহিনি তোমার পানে,
(হ'য়ে) সুখ মদে মত্ত নিষ্ঠুর উন্মত্ত গরবে গর্বিত প্রাণে ।
মোহ আধারে পাপ বিকারে অশুচি হ'য়েছি আমি,
তব স্নেহনীরে ধুইয়ে আমারে পবিত্র করহে স্বামী ।
(ওহে অগতির গতি)

জীবনের খেলা ফুরাল এ বেলা আসিছে রজনী ঘোর,
(এবে) ঘুচাইয়া ভয় ওহে কুপাময়, ক্ষমহে পাতক মোর ।
দেওহে অভয় যীশু দয়াময় পূর্ণ কর মনস্কাম,
(তবে) সফল হইবে মানব জনম বাইব তোমার ধাম ।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ

৭০

কীর্তন—একতালা ।

জয় জয় মৃত্যুঞ্জয় প্রভু যীশু হে পতিত পাবন !
পতিত-পাবন অধম-তারণ, পতিত-পাবন কাদাল-শরণ !
তুমি পাপিকুলে উদ্ধারিতে সহিলে মরণ, (দয়াময় হে)
তুমি কণ্টক-মুকুট শিরে ক'রেছ ধারণ ।
তুমি অপার পাপ-সাগরে, পাপীর তরে, (প্রেমময় হে)
তুমি প্রায়শ্চিত্ত পুণ্য-সেতু ক'রেছ স্থাপন ।

ঐশ্বর্য পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ

তুমি প্রেম-ধন বিতরণে, দীনগণে, (দীননাথ হে)
তুমি চিরস্বামী করিয়াছ ওহে নারায়ণ !
তুমি পিতৃবাক্য প্রচারিতে, 'আসি' জগতে, (প্রেমময় হে)
তুমি পাপী তাপী করগ্রাহী ক'রেছ গ্রহণ ।
তুমি বলিরূপ উপহারে, ক্রুশোপরে, (দয়াময় হে)
তুমি পাপি-ত্রাণ হেতু রক্ত ক'রেছ সেচন ।

৭১

আনন্দ ভৈরবী—একতালা ।

এস হে জগতারণ

এ জগৎ পুণ্য আলোকে কর প্রদীপ্ত ।

নর দেহ ধরি সারাটি জীবন ভরি

দেখালে আদর্শ পুণ্য চরিত

শিখালে করিতে ক্রমা, করিলে ক্রমা,

বিকাশিলে কতরূপে প্রেম মহিমা ;

পিতৃ ইচ্ছা সাধনে

শত দুঃখে রহিলে অটল চিত্ত ।

গহন মরণ-কূপে পশিয়া প্রেমে,

নিখিল পাপ ব্যথা বহি মরমে ;

নব অরুণ সম

উদিলে দিব্য দেহে হে সত্যজিত ।

আজি দ্বিধাজন তব চরণে নত,

বিজয়-গীতি গানে স্বর্গ মুখরিত ;

ওহে অনাথ শরণ

বিলাও জগতে পুণ্য জীবনামৃত ।

৭২

কীর্তন ।

(আজ) পরাণে পরাণে মিলে হৃদয় মন প্রাণ খুলে গাও সবে ভাই,
আজ দাওরে সেই মৃত্যুজ্বিতের প্রেমের দোহাই ।

(মনের সাধে সবে মিলে)

বল, ডাকিলে হে জগন্নাথ যেন দেখা পাই ।

(সবাই মিলে বল বল রে)

বল, দীনবন্ধু ভবসিদ্ধ যেন তরে যাই ।

(চরণতরী দিও দিও হে)

বল, তোমা বিনা পাপীতাপীর আর গতি নাই ।

এস প্রাণ খুলে সবাই মিলে জয় গীতি গাই !

৭৩

বিভাস—আড়াঠেকা ।

আহা কিবা স্নপ্ৰভাত হের রে নয়ন !

মৃত্যুঞ্জয় আজি মৃত্যু করিলা দমন ।

ধন্য ধন্য তব নাম, ধন্য যীশু গুণধাম,

নরকুলে দিলে নাথ অনন্ত জীবন ।

বিশ্বময় জয়ধ্বনি, উঠেছেন গুণমণি,

মরণ সে পরাজিত লজ্জিত এখন ;

নাহি আর তার বল, সে যে তাঁর পদতলে,

দুরন্ত বিপক্ষ আজি হইল দমন ।

ওহে খ্রীষ্টভক্ত সব কর মহানন্দ রব,

হের যীশু ত্রাণপতি মৃত্যুঞ্জয় এখন ;

কি ভয় কি ভয় আর, হ'ল মুক্ত স্বর্গদ্বার—

জয় জয় জয় যীশু পতিত-পাবন ।

৭৪

আলোয়া—একতালা ।

মহানন্দে ভক্তবৃন্দ করগো শ্রবণ—
উঠেছেন যীশু আজি ত্রাণের তপন ।
সমাধি পারেনি তাঁরে রাখিবারে চিরতরে
পাতালের জয় আর নাহিক এখন ।
হৃষ্যভরে দূতগণ করে তাঁর জয়গান—
জয় জয় জয় যীশু ঈশ্বর নন্দন !
নরপাপ-বিমোচন-কার্য্য করি' সমাপন
লভিলে গৌরব নাম “পাতকী তারণ” !
ধন্য তুমি প্রিয় ভ্রাতা ! ধন্য মম মুক্তিদাতা !
তোমার করুণা বিন্দু করি আকিঞ্চন ।
দেহ দাসে পদাশ্রয়, গাহিব তোমার জয়,
তোমারি সেবায় প্রভু সঁপিব জীবন ।

৭৫

ইমন কল্যাণ—ধ্রুপদ ।

হে ধন্য ঈশ্বর তনয়, তুমি যীশু মৃত্যুঞ্জয়,
ভকত জীবন, হে যীশু !
যীশু তুমি ঈশ-মেঘ হৈলা বলিদান,
তর প্রায়শ্চিত্তে নর পায় পরিজ্ঞাণ ;
সমর্পিয়া নিজ প্রাণ নরে কৈলা জীবন দান,
পাপ মৃত্যু শয়তান করিলা দমন—
শক্তি অল্পপম, হে যীশু !

ঐষ্ট-সঙ্গীত

মরণান্তে ধরাগর্ভে তোমার শয়ন,
পরলোকে তব আত্মা করিল গমন ;
দুর্বল অজ্ঞান অরি দিল শিলা তদুপরি,
যতনে মুদ্রাঙ্ক করি', রাখে সেনাগণ—
কিবা মহাভয়, হে যীশু !
করিল প্রস্তুত দূর দিব্য দূতগণ,
ভয়ে হ'ল সশঙ্কিত সে প্রহরী জন ;
করি' নাশ মৃত্যু-পাশ মুক্ত কৈলা পাপ-দাস,
করে সবে জয়োল্লাস, হরষিত মন
ধরাবাসিগণ, হে যীশু !
মুক্ত কৈলা স্বর্গদ্বার ভক্তের কারণ,
তোমাতে বিশ্বাসী পায় অনন্ত জীবন ;
পাপ পক্ষে হ'য়ে মৃত, তোমাতে পুনর্জীবিত,
তব সেবায় আনন্দিত থাকে যেন মন,
এই নিবেদন, হে যীশু !

৭৬.

মিশ্র থাথাজ—কাওয়ালী ।

এস মৃত্যু বিজয়ী ! জীবন সারথি !

হে মহাব্রত ! অনাথ গতি ! °

এস বরণ্য ! এস মানবেশ ! এস রাজ-রাজ ! এস গো যতি ।
আন পরসাদ বহি' রিক্ত হৃদয়ে—চরণে তোমার করিগো নতি ।

৭৭

কিং'কিট—ঠুংরি ।

সবে বল বীণ জয়,

যত দিন দেহে প্রাণ রয় ।

কাঁপায়ে মেদিনী স্বরগ পাতাল সুগভীর জয় নাদে,

স্বাবর জঙ্গম ভূধর সাগর একতানে সবে গাও বীণ জয় ।

যাঁহার করুণা স্বরগ কবাট, দ্রবন্ত কলুষহারি,

ক্লেশ কাঠি বীর মহিমা গরিমা, ঘরে ঘরে গাও তাঁরে বীণ জয় ।

মরণ-যাতনা পরলোক-ভয় যে জন সদা সংহারে,

সবে মিলে তাঁরে মাতি' প্রেমানন্দে প্রশংস ব'লে বীণ মৃত্যুজয় ।

কাঁপুক দেবল, শুহুক বিদল, দেখুক স্বরগ দূত,

নরকযোগ্য মানব নিকর গাহিছে পেয়ে ত্রাণ বীণ জয় ।

৭৮

[মিশ্র]

সেথা গিয়াছেন তিনি বিজয় মণ্ডিত পুণ্য অমর ধামে,

অগ্রে গিয়াছেন সেথা, তোমার কারণে

রচিত আসন, নিজ রক্ত দানে,

জিনিয়া মরণে মরণজয়ী—অগ্রে সে অমর ধামে ।

আজি বিশ্বাজেন তিনি জিনিয়া সমর সেই উজ্জল দেশে,

সেথা লক্ষ কর্তে জয়ধ্বনি হয়,

বিষাদের তথা নাহি পরিচয়,

প্রীতির সহিত প্রেমের মিলন নিত্য রহে সে দেশে ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

সেখা যাবে শেষে তুমি জীবন-অন্তে, জীবন সমর জিনি'—
শুধু ধীশু প্রেম-বলে জিনিবে সমর,
অমৃত পিয়িয়ে হইবে অমর,
জ্যোতির্শ্বর পাশে শোভিবে উজ্জল—উজ্জল তারকা যিনি ।

৭৯

বড় হংস সারঙ্গ—চোতাল ।

(তাঁহারে) বন্দনা করে বিশ্বভুবন, দেবমানব পূজে চরণ,
আসীন সেই মৃত্যুহরণ স্বর্গে পিতার দক্ষিণে ।
কুমারীসুত পতিতপাবন, নিখিল ব্যাধি কলুষ নাশন,
মৃত্যু আহবে জিনি' মরণ, উখিত দিব্য জীবনে ।
সর্ব্ব অঙ্গে তাঁর সংগ্রাম ক্ষত, শোভে নিরোপরে রাজ্য কিরীট,
ভেদি' হৃদয় প্রেম স্রোতঃ ধাইছে ভূভার হরণে ।
প্রেমে যে দেহ ক্রুশে বিদ্ধ, ভীষণ হুঃখে যে বলি সিদ্ধ,
সে আত্মযজ্ঞ পরম শুদ্ধ, অর্পিত পিতার চরণে ।
শাস্ত পুণ্য সে বলিগুণে নামিছে কৃপা পাণ্ডীর গ্রাণে
শুদ্ধ হৃদয়ে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে পাপ বন্ধনে । '

পবিত্র আত্মা

— :: —

৮০

দেওগিরি—একতালা ।

ওহে ধর্ম্মাঅন্ পাপীর জীবন, এস হে এখন আমার অন্তরে ;
না হেরে তোমায় প্রাণ জলে যায়, দেখা কৃপাময় দেহ সম্বরে ।
ভিতারীর মত এসেছি হেথায়, রিক্ত হস্তে নাথ ক'রো না বিদায়,
হও হে সদয়, প্রভু দয়াময়, শাস্তিধন ভিক্ষা দেহ এ'কিকরে ।
মন মাঝে আছে যত অন্ধকার, সে সকলই তুমি কর ছারখার,
ওহে দীপ্তিময়, দীপ্তির আশায় এসেছে এ পাপী তোমার দ্বারে ।
শুনিয়াছি তুমি ভক্তদেব'পরে এসেছিলে নাথ অগ্নি রূপ ধ'রে,
সেই রূপে আজ কর আগমন জীবন দিতে এ অধম পামরে ।

* * * *

৮১

ভজন—ঝাঁপতাল ।

এস হে পবিত্র আত্মা, জীবন শক্তি দাতা,
সকল মঙ্গল কারণ হে,
এস দীনবৎসল, দুঃখীর সাহসনা বল,
সকল দুর্গতি বারণ হে ।
এস হে শুভ জ্যোতিঃ, তব রশ্মি-ভাতি
অন্তরে কর বিকীরণ হে,
দুঃখতি দূর কর, দেহ শুভমতি,
পাপ বন্ধন কর মোচন হে ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

‘অনন্ত প্রেম স্রোতঃ নিত্য উৎসারিত,
স্বজন-পালন-কারণ হে,
পিতা-পুত্র-জীবন তুমি হে আত্মন,
চিন্তমাঝে রচ আসন হে ।
বরিষ জ্ঞান তব স্বর্গীয় বিভব,
ত্যাগ ভকতি প্রীতি ধন হে,
দেহে হৃদয়ে মনে, তব রূপা গুণে,
খ্রীষ্টরূপ কর মুদ্রণ হে ।

৮২

মিশ্র—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে—
এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে ।
আমার এই দেহখানি তুলে ধর,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর,
নিশি দিন আলোকশিখা জ্বলুক গানে,
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে ।
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারারাত ফোটাক্ তারা নব নব ;
নয়নের দৃষ্টি হ’তে ঘুচে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দে’বে আলো,
ব্যথা মোর উঠবে জ’লে উৰ্দ্ধ পানে,
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে ।

৮৩

আলোয়া—একতালা ।

পরম মঙ্গলদাতা পবিত্র আত্মন !
 স্বর্গ হ'তে নরপুরে কর আগমন ।
 তুমি দীনের শরণ, তুমি আকিঞ্চনের ধন,
 আঁধার হৃদয় তুমি কর উদ্দীপন ।
 শান্তির আধার তুমি, আত্মার আনন্দভূমি
 ভ্রাস্তি-নাশন তুমি, হুঃখ নিবারণ ।
 দুর্কালে সবল কর, অবাধ্যের কাঠিন্য হয়,
 পথভ্রান্ত জনে করাও সুপথে গমন ।
 তুমি সকলের সার, তোমা বিনা সব অসার,
 কায়মনোবাক্য মোর কর সংশোধন ।

পুণ্য ত্রিষ্

—৩—

৮৪

ঝিঁঝিট-খাশ্বাজ—একতালা ।

হে বরেণ্য, একে তিন, তিনে এক সনাতন !
 তুমি আদি অন্তহীন, তুমি নিত্য নিরঞ্জন,
 তুমি ভ্রাস্তি বিনাশন, তুমি নর-নিস্তারণ !
 তুমি জগত-জীবন, তুমি হরিত-মোচন,
 তুমি কলুষনাশন, তুমি পতিতপাবন !
 তব করুণা অসীম, তুমি অনন্ত মহিম,
 তব প্রেম অল্পপম, তুমি হুঃখ-নিবারণ !

শ্রীষ্ট-সঙ্গীত

৮৫

বেহাগ—একতালা ।

আজি প্রশংস তাঁহায়—

যিনি স্রষ্টা পাতা ত্রাতা পূত আত্মা

বন্দে দূতবন্দে সতত যাঁহায় ।

পিতা রূপে যিনি দিলেন জনম, স্নেহে সর্বজনে করেন পালন,
সম্পদে বিপদে করেন রক্ষণ থাকি সতত সহায় ।

পুত্র রূপে যিনি নর-অবতার, নরারি দুর্জনে করিতে সংহার,
পাপী নরকূলে করিতে উদ্ধার ক্রুণীর মরণে সঁপিলেন কায় ;
পবিত্রাত্মারূপে যাঁর আগমন মানস তিমির করিতে হরণ,
ভকত হৃদয় যাঁহার আসন, যিনি শান্তির নিলয় ।

শ্রীযীশু নাম

—ঃ*ঃ—

৮৬

বারেঁয়া—মধ্যমান ।

ওকি নাম শুনিলাম, প্রাণ জুড়াল,
কে জানে এ নামেতে এত অমৃত ছিল !
যীশু ব'লে ডাকি যত মন হয় প্রফুল্লিত,
নীরস হৃদয়ে কত আশা-ফুল ফুটিল ।
ভব-ভীতি দূরীভূত, পুলকে পুরিল চিত,
ভয় পেয়ে রিপু যত কোথা পলাইয়ে গেল ।
হৃদয়ের ছতাশন নিমিষে হ'ল নির্বাণ,
প্রেমে বিকশিত মন পাপ-শৃঙ্খল ছিঁড়িল ।
অপরে রসনা মম যীশু নাম অবিশ্রাম,
পূর্ণ হবে মনস্কাম, পাইবে মোক্ষ-ফল ।

৮৭

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা ।

কি মধুর নাম তব হে যীশু করুণাকর !
জুড়ায় তাপিত হৃদি, বিনাশে কলুষ-ভার !
আখি-নীর মুছাইতে, হৃদি-কৃত শুকাইতে,
পাপ-ভ্রা নিবারিতে, যীশু নাম কি চমৎকার !
কাকাল-হৃদয়ধন, অন্ধের নয়নাঞ্জন,
দুঃখীর মনোরঞ্জন, পাপীর কণ্ঠের হার ।
ও নাম পশিলে কাণে, বন্দী শৃঙ্খল ছেঁড়ে টেনে,
স্বর্গ মর্ত্য ত্রিভুবনে এমন নাম কি আছে আর !
গাও সবে তালে তালে যীশু যীশু যীশু ব'লে,
বাপুক ও নাম ভ্রমণে, শুধুক পাপী নারী নর ।

৮৮

মিশ্র ।

হৃদয়-উচ্ছ্বাস-পূরিত ললিতছন্দে গাহ আজি যীশু গান !
বিশ্বজন-বিনোদন মোহনমঞ্জে গাহ আজি যীশু গান !
চিত-সঙ্কিত-বাহিত চির-গৌরব-ভূষিত সেই নাম গান !
নির্ধন, ধনী, অবোধ, জ্ঞানী, সংসারী, ধ্যানী, ক্ষুদ্র কি মহীমান,
দেশ বিদেশে বাস প্রবাসে উড়াও জয় নিশান !
কর সকল কণ্ঠে সকল রাগে যীশু নাম গান !
সব-সম্পাপ-পাপ-নাশী অবিনাশী গাহ সেই ত্রিষ্ট নাম !
চিরশান্তি-উছলিত সুরভিত গাহ সেই ত্রিষ্ট নাম !
সুখ দুঃখ কি শোকে, সদা সম্পদে বিপাকে সেই নাম গান !
মৃদু-মধুর-নিঃশব্দে একতানে গাহ সেই পুণ্য গান !
জলদ-গম্ভীর-নিঃশব্দে মহোজ্ঞাসে গাহ সেই পুণ্য গান !
মহা-মহিমা-মণ্ডিত দূত-সেবিত-পূজিত সেই নাম গান !

৮৯

ভাটিয়াল—কাওয়ালী ।

তোমারি নাম ব'ল্বো, আমি ব'ল্বো নানা ছপে—
ব'ল্বো একা ব'সে আপন মনের ছায়াতলে ।
ব'ল্বো বিনা আশায়, ব'ল্বো বিনা ভাষায়,
ব'ল্বো মুখের হাসি দিয়ে, ব'ল্বো চোখের জলে ।
বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাক্বো তোমার নাম,
সেই ডাকেতে শুধু শুধুই পূর্ববে মনস্কাম :
শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে,
ব'ল্বতে পারে এই স্নেহেতে মায়ের নান সে বলে ।

৯০

কীর্তন ।

(যীশু) নামে কত সুখা কত মধু কতই আরাম !
আছে যার নামে ভক্তি (সে) জানে নামের শক্তি,
ভক্তিভরে নিলে সে নাম কবে কারে বাম ?
কার হুঃখ যায় নি ঘু'চে ? কার অশ্রু যায় নি মুছে ?
কার মনে যায় নি থেমে পাপের সংগ্রাম ?
বড় বেজন শ্রান্তক্লান্ত, যার হৃদয় অশান্ত,
বলুক দেখি পায় নি সে কি নামেতে বিশ্রাম ?

সাধুদিগের পর্ব

৯১

দেওগিরি—একতাল।

তাবকার সগ তেজে অল্পম দাঁড়ায়ে কাহারো জঁখর সদন ?
চাঁকদরশন, মানসমোহন, কাঞ্চন কিরীট শিরে সুরশোভন ?
শূল পরিচ্ছদে হ'য়ে সুরশোভিত, আসন সমীপে করেন সঙ্গীত,
অতুল কিরণ বলসে নয়ন ! কাহারো যে এঁরা, জান কি রে মন ?
বীশ্বর সেবক আই সাধুগণ, বীশ্ব তরে ভবে করি' প্রাণপণ,
ভীষণ সংগ্রাম করি' অবিশ্রাম বিজয়-কিরীটে ভূষিত এখন ।
ভবে যত দুঃখ অকথ্য অপার বাণিত করিত প্রাণে অনিবার,
যাতনা অশেষ হ'য়েছে নিঃশেষ, নাহি শোক বাথা নাহিক ক্রন্দন ।
মম ভাগ্যে নাথ হবে কি সে দিন, যবে সাধুসহ হব সুরাসীন,
তব গুণগান, বীশ্বকৃত ত্রাণ, সহস্র বদনে করিব কীর্তন ?

৯২

বাউলের সুর ।

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে তুমি ধরায় আস !
সাদক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো ধরায় আস ! :
এই অকূল সংসারে, দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা বজ্রারে,
গোর বিপদ মাঝে কোন জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস ।
তুমি কাহার সন্ধান, সকল সুখে আগুন জেলে বেড়াও কে জানে !
এমন ব্যাকুল ক'রে কে তোমারে কাদায় ঘারে ভালবাস ।
তোমার ভাবনা কিছু নাই—কে যে তোমার সাথের সাথী
ভাবি মনে তাই,
তুমি মরণ ভুলে কোন অনন্ত প্রাণ সাগরে আনন্দে ভাস ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

৯৩

মেঘ—ঝাঁপতাল ।

তিমিরময় নিবিড় নিশা, নাহিরে নাহি দিশা,
একেলা ঘন ঘোর পথে পাহু, কোথা যাও ?
বিপদ দুঃখ নাহি জান, বাধা কিছু না মান,
অন্ধকার হ'তেছ পার, কাহার সাড়া পাও ?
দীপ হৃদয়ে জলে, নিভে না সে বায়ু বলে,
মহানন্দে নিরন্তর এ কি গান গাও ?
সমুখে অভয় তব, পশ্চাতে অভয় রব
অন্তরে বাহিরে কাহার মুখ চাও ?

৯৪

সাহানা—ঝাঁপতাল ।

মরি কি করুণা তব হে বীণু করুণাময়,
তব প্রেম রূপাঙ্গনে মহাপাপী সাধু হয় ।
অতি দীন অভাজনে লহ তুমি বুকে টেনে,
তব প্রেম-সুধা পিয়ে, বিভোর পরাণে,
আপনা পাসরি প্রভু হয় সে তোমাময় ।
সংসার দুঃখ বেদনা, অভাব নিন্দা তাড়না,
সহে নিত্য নতশিরে মরণ যাতনা,
তব সম নগ্ন হ'য়ে ক্রুশে বিদ্ধ রয় ।
এ হেন বৈরাগ্য বীৰ্য্য, সুবিপুল প্রেম ধৈর্য্য,
রচয়ে মরত ধামে তব স্বর্গরাজ্য,
তারি কণামাত্র দীনে দাও হে দয়াময় ।

৯৫

খাস্বাজ—কাওয়ালী ।

হায়, কবে যাবে অভিমান, ওহে ভগবান,
তুণের চেয়ে নত হব, সহিষ্ণু তরুসমান,
তোমার প্রসাদে হবে স্তুতি নিন্দা সমজ্ঞান ।
যেমন পবিত্র বীণ্ড দেবরাজ মেঘ শিশু
নীরবে সহিল কত নিখ্যাতন অপমান ।
পিতর ঘোহন আদি আরো কত ব্রহ্মবাদী
স্বর্গরাজ্য তরে যঁরা ত্যজিল পরাণ ;
হইয়ে তাঁদের মত প্রেমানলে শুদ্ধচিত
করিব আনন্দে নিত্য আপনারে বলিদান ।

৯৬

সাহানা—রাঁপতাল ।

সবে তাঁরা মিলে গাহে—জয় প্রভু বীণ্ড জয় !
শুধু বীণ্ড পানে চাহে—জয় প্রভু বীণ্ড জয় !
অশ্রধাবা গেছে মুছি', পাপ হুঃখ গেছে ঝুচি',
বীণ্ড প্রেমে মত্ত তাঁরা, প্রেম গানে আত্মহারা !
তাঁর পানে চেয়ে গাহে— জয় প্রভু বীণ্ড জয় !
সাধুর জীবন দাতা ! পাপী তাপী পরিত্রাতা
রোগ শোক হুঃখানলে পাপলিপ্সা যাক্ জ্বলে,
সাধুসঙ্গে জীবনান্তে স্থান দিও পদপ্রান্তে ।

শাস্ত্রাঙ্গ সর্গ পর্ব

—:~:—

৯৭

কেদারা—ঝাঁপতাল ।

তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম, ধন্য তোমার জগৎ রচনা ।
একি অমৃত রসে চন্দ্র বিকাশিলে, এ সমীরণ পুরিলে প্রাণ হিল্লোলে ।
একি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে, ভরিলে ধরা বিচিত্র শস্য সম্ভারে ।
একি গভীর বাণী শিখালে সাগরে, কি মধু গীতি তুলিলে নদী কল্লোলে ;
একি মোহন রূপ জগতে দেখালে, বিদারি' হৃদয় তব পাতকী তরা'তে ।

৯৮

ঝাঁকিট—চৌতাল ।

তোমারি মধুর রূপে ভ'রেছ ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন ।
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি,
পূর্ণিমা প্রসন্ন রাতি, ক'রে
রূপরাশি বিকশিত-তত্ত্ব কুসুম বন ।
তোমা পানে চাহি সকলে সুন্দর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমারে ঘিরিয়া ফিরে নিরন্তর,
'তোমার প্রেম চাহি ।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে,
গগন পূর্ণ প্রেম গানে,
তোমার চরণ ক'রেছে বরণ নিখিল জন ।

নববর্ষ

—:~:—

৯৯

মিশ্র ভৈরবী—একতাল।

হে মম জীবনস্বামি !

আজি ভকতিপ্লুত হৃদয়ে এসেছি প্রণাম করিতে তেঁমারে !
কত সুখ কত শান্তি দিয়েছো, কতই রেখেছো আদরে,
সারাটি বরষ কত ভালবেসে করুণা ক'রেছ আমারে—
প্রাণ আজি তাই আপনা হ'তেই লুটায়ে নমিছে তোমারে ।
শত বাধা যবে রোধিয়াছে পথ, নিরাশা এসেছে জীবনে,
বেদনা যখন বেজেছে বক্ষে, আঁধার হেরেছি নয়নে ;
তখনি আশার জ্যোতিঃ বিকাশি' দূর ক'রে দেছে। আঁধারে,
বিদূর' ব্যথায়, বেদনা যুচায়ে সজীব ক'রেছে আমারে—
রুতজ হৃদয় তাই আজি কোটি প্রণাম করিছে তোমারে ।

১০০

ইমন কল্যাণ—তেওরা ।

এস প্রাণ-ভরা স্তবে ভাই ভগ্নী সবে করি তাঁর জয় গান,
যাঁর করুণা-পীযুষ সারাটি বরষ ক'রেছি সকলে পান ।

জীবনের শত হরষ বিবাদে,

উৎসাহে সুখে দুঃখে অবসাদে,

শত রূপে যাঁর শত স্নেহধার ক'রেছে সরস প্রাণ ।

এস রুতজ হৃদয়ে প্রেম ভক্তি ভরে

ভাই ভগ্নী মিলি' প্রণমি তাঁহারে

আমাদের যিনি ত্রাতা গুরু স্বামী শ্রীযীশ মহীয়ান ।

১০১

ভীমপলশ্ৰী—একতাল।

ফুল-হৃদয় আজিকে সবার—এসেছি বরষ পবে
তব গুণ-গান করিতে হরষে আনন্দে তোমার দ্বারে।
তোমার অনন্ত করুণাধারা জানে শুধু তারা পেয়েছে যারা,
দেয় কত আশা কত যে ভরসা আসে গো হৃদয় 'পরে—
পেয়েছি সকলে আসিয়াছি তাই নমিতে আনন্দ ভরে।

১০২

কাফি—ঝাঁপতাল।

আজি এ প্রভাতে জাগো বিশ্ব সাথে
ভুবন ভরিয়া সঙ্গীতে,
এ নব বরষের কল্যাণ সম্ভার
জাগিয়া উঠুক ছন্দেতে !
তরুণ বরষের অরুণ উদয়ে প্রথম প্রভাতে গৈ,
নব অরুণিমা জনগণচিতে জাগায়ে নবীন সঙ্গীতে।
নবকর্ম্মরাজি মঙ্গল সম্পূট
ভুবনেশ কল্যাণাশিসে রে
ভরি' লও পাত্রে—বরি নববর্ষে
দীক্ষার মঙ্গল মন্ত্ৰেতে !
সংশয় সঙ্কট সব অপরাধ কর দূর বিধাতা হে,
কর দূর বাসনা মিথ্যারি ছলনা, তোলো জয়গাথা সঙ্গীতে।

রাজ্য বিস্তার

—:~:—

১০৩

সাহানা—কাওয়ালী ।

বরষ আশিস্ বারি
আজি অবিরত ধারে বীশু সবার উপরি ।
কি উপহার দিব আজি গুণধাম !
এই এনেছি ভগন চিত—লহ পাপহারি ।
জ্বাল প্রেম-অগ্নি সকল হৃদয়ে,
সবে পরসেবা তরে যেন প্রাণ দিতে পারি ।
তবে বলে কর সবে বলবান,
মোরা জীবন সংগ্রামে যেন জয়ী হ'তে পারি ।
পূর্ণ কর সবে পবিত্র আত্মায়,
যেন ভারতেরে তব প্রেমে মাতাইতে পারি ।

১০৪

সিন্ধু—ঠেকা ।

বাজ্র হৃদয় বীণে অবিশ্রান্ত বীশু ব'লে,
নাচ ওরে আত্মা মম সেই সঙ্গে তালে তালে ।
প্রেম সুধা ক'রে পান মাত রে আমার প্রাণ !
কর ঈশ-গুণ গান ওরে মন কুতূহলে ।
যে প্রেম ঈশনন্দনে দেখালেন গেৎসিমানে
সেই প্রেম নানা তানে প্রকাশ জগতীতলে ।
ক্রুশের যাতনা যত, রে মম কঠিন চিত,
প্রেমে হ'য়ে বিগলিত জানাও পাতকীকূলে ।
যে শোণিতে পরিস্কৃত হ'ল তব পাপ যত
সে শোণিতের গুণ কত বল রে হৃদয় থলে ।

*

*

*

ঐষ্ট-সঙ্গীত

১০৫

ঝিঁঝিট—একতালা ।

‘অন্ত ধন্ত ধন্ত আজি দিন-আনন্দকারী !
সবে ‘মিলি’ তব সত্য ধর্ম ভারতে প্রচারি ।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশি দিশি তব পুণ্যনাম,
‘ভক্তজন সমাজ’ আজি স্তুতি করে তোমারি ।
নাহি চাহি ধন-জন-মান, নাহি প্রভু অস্ত্র কাম,
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী ।
তব পদে প্রভু লইলু শরণ, কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইলু যখন—জয় জয় তোমারি ।

১০৬

আলৈয়া—একতালা ।

ব’সে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী,
কবে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্ত ধর্মী ।
কবে প্রাণ জাগিবে, তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি’ সবার হৃদয় চাহিবে,
নরনারী-মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি’ ।
কেহ শুনে না গান, জাগে না প্রাণ, বিফলে গীত অবমান,
তোমার বচন করিব রচন সাধা নাহি নাহি ;
তুমি না কহিলে কেমনে কব প্রবল অজেয় বাণী তব
তুমি ধা’ বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি,
তব নামে আমি সবারে ডাকিব, হৃদয়ে লইব টানি’ ।

১০৭

ইমন কলাণ—তেওরা ।

তোমারেই যেন সবার মাঝে আমার সকল কাজে প্রচারি—
তোমারই আড়ালে গোপনে আমারে যেন হে সত্বে রাখিতে পারি ।
তোমারে জগতে দেখাতে গিয়ে আপনারে যেন নাহি দেখাই—
তোমার বারতা শুনাতে যেন আমার কথাটা নাহি শুনাই ।
গৌরব সদা তোমারই হোক স্বর্গ মর্ত্য ব্যাপিয়া—
আমি যেন শুধু ভূতোর মত রহি দাস্ত্রকর্মে যাপিয়া ।

১০৮

মিশ্র ।

ধন্য তোমার ত্যাগ ও ভালবাসা, আমরা তোমার ভক্ত নিঃশ্ব,
মিলেছি আমরা তোমারি আভানে আপন করিতে সকল বিশ্ব ।
বিশ্বে তুমি করিয়াছ ঘর, সব মানবেরে ডেকেছ তাই,
জ'হাত বাড়ায়ে বৃকের মাঝারে রাজা কাঙ্ক্ষার ক'রেছ ঠাই,
পাণীয়ে টেনেছো মঙ্গল কোলে, পাপেরে রেখেছো বোজন দূরে,
গাহিলে পুণ্য-ঈশ্বর গীতিকা সম্ভক রাগে দীপক সুরে ।
মৃত্যু দানব দলনে বিশ্ব অস্ত্র মাগিল তোমারি কাছে, '
কে জানিত এত করুণার বৃকে এমন বজ্র লুকানো আছে :
মরণ আহবে আহতি দিয়েছ উরুর অস্থি বৃকের রক্ত,
বিজয় অর্থা সাজিয়েছে তাই মন্দিরে তব অমৃত ভক্ত ।
প্রাচী তোমারে করে নমস্কার, প্রতীচি তোমারে আপন, কহে,
সারা জগতের ব্যথিত গো যারা, তোমারি চরণে লুটায় রহে ;
চাহ নাই সেবা—বাপের ঘরের সব ছেলেদের চেয়েছো ইষ্ট,
সব ভাইদের বড় ভাই তুমি, লহ গো প্রণাম হে দেব জীষ্ট ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

১০৯

মিশ্র ।

উঠে উঠে, উঠে বীর,

ঐষ্ট চরণে প্রণত করিয়া শির,

প্রেমের মন্ত্র, সেবাব্রত লহ, সকল ধরিত্রীর ।

যেথায় বেদনা বাজে সেথা বুক দিবে পাতি’,

তোমার প্রাণের আলো উজলিবে মোহ-রাতি ;

আনন্দ আনন্দ, ঘুচাও বন্ধ, মুছাও অশ্রু-নীর ।

গুরু প্রণামী দিতে কি দান এনেছো আজ ?

সন্ন্যাসী সে যে গুরু, ভিখারীর মহারাজ,

সব যে সে চাহে, ভক্তেরা গাহে বিজয় বৈরাগীর ।

১১০

মিশ্র বেহাগ—একতাল ।

আমার জীবন বীণারে

তুমি এমনি ক’রে বাঁধ যেন তোমারই সুর ঝঙ্কারে,

শুধু তোমার সুরই ঝঙ্কারে ।

আমি বিশ্বমাঝে এ বিনা ল’য়ে

সদা ফিরবো সবার দ্বারে দ্বারে, মধুর তোমার নাম গেয়ে,

তোমার জুফের কথা প্রেম বারতা

বলবো ডেকে সবারে,

যেন আমার মতন অধম যে জন—

পায় সে প্রভু তোমাতে ।

১১১

কাফি—একতালা ।

প্রভু হে আনিলে যে কাজ করিতে প্রাণ তাতে দিলেম কই ?
আমি ভুলেও নারিহু আপনা ভুলিতে, এ ক্ষোভে কথা কারে কই !
কোটি নর নারী ভারতে আঁধারে হারায়ে তোমায়ে কঁাদে ওই,
পেয়ে তব জ্যোতিঃ এ কি হে করিহু, আপনি তাহারে আনরি রই !
নারিহু ভুলিতে মান অভিমান, আগ্রহ জড়তা গেল কই ?
ঘোর স্বেচ্ছাচারে বাড়াহু আমারে, আমি হে আমারি, তোমার নই
নব অগ্নি-দীক্ষা দাও হে আগারে, সে আগুনে পুড়ে তোমারি হই,
জ্বালাই আগুন ভারত কাননে, আপনা হারায়ে তোমাবে লই ।

১১২

মিশ্র কেদারা—একতালা ।

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে !

কে আছ জাগিয়া পূর্বে চাহিয়া ?

বল সম্মুখে নিদ্রামগনে—

দেখ তিমির রজনী যায় অই, হাসে উষা নব জ্যোতির্ময়ী,
নব আনন্দে, নবজীবনে, ফুল কুসুম, মধুর পবনে, বিহগকুলকুজনে ।
হের আশার আলোকে জাগে, শুকতারা উদয়-অচল পথে,
কিরণ কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ রথে,
চল ঘাই কাজে মানব সমাজে, চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে ।
বায় লাজ ত্রাস, আলস বিলাস, কুহক মোহ যায়,
অই দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ-স্বপন প্রায় ;
ফেল জীর্ণ চির পর নব সাজ, আরম্ভ কর জীবনের কাজ
সরল সবল আনন্দ মনে, অমল অটল জীবনে ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

১১৩

মিশ্র—ঠুংরি ।

‘আমি ক্রুশ-ধ্বজা স্বক্কে নিয়ে গেয়ে বেড়াব—
মধুর বীণা নামে নিজে মেতে ধরা মাতাব ।
গেয়ে আমি ক্রুশ গান জাগাইব মৃত প্রাণ,
বীণুর ক্রুশ তলে দলে দলে সবে আনিব ।
বিদল বিপক্ষ মাঝে যাব আমি ক্রুশ-সাজে,
আমি ক্রুশে গাঁথা জগজ্জাতা সবে দেখাব ।
দিতে-হে পাপীয়ে ত্রাণ সঁপিলেন যিনি প্রাণ,
সেই বীণা নামে মহানন্দে জগৎ জিনিব ।

১১৪

কীর্তনাজ—থেম্‌টা ।

হরষিত মনে ভক্ত ক্রুশ কাঁধে লও,
যে পথে গিয়াছেন বীণা সেই পথে ধাও,
‘ফিরি’ সবার দ্বারে দ্বারে ক্রুশ-সঙ্গীত গাও ।
‘অপূর্ব ক্রুশের কথা সবারে শুনাও,
প্রেমময়ের প্রেম-ফল পাপীয়ে বিলাও ।
নিজে মাতি’ বীণা-প্রেমে অপরে মাতাও,
আশাহীনে সযতনে ক্রুশের কথা কও ।
ক্রুশে বিদ্ধ শাস্তি-রাজে পাপীয়ে দেখাও,
ক্রুশে প্রাণ ক্রুশে ত্রাণ—ঘরে ঘরে গাও ।

১১৫

মিশ্র ।

প্রভু, হউক ব্যাপ্ত তোমার সত্য জীবন মরণে,
সর্বদেশে সর্বকালে সকল ভুবনে ।
সবে আসে যেন তব পাশে পুঙ্খিতে তোমায়,
লভে প্রসাদ, লভে শান্তি, ওহে দয়াময় !
পবিত্র হইয়ে তব প্রেম কিরণে ।

চেতনা ও আহ্বান

—:~:—

১১৬

পাহাড়ী—আড়াঠেকা ।

বল রে বিপথগামিন্ আছে কি না আছে মনে
আমার ক্রুশের তলে যে কথা ছিল দুজনে ?
প্রথম প্রণয় ভুলে সেবিছ দেখি ছাবলে,
হয় না কি কোন কালে মম প্রেম তব মনে ?
আমার যত বেদনা ভুলেও কি মনে পড়ে না ?
শোধেছি তোমার দেনা নিজ দেহ বলিদানে ।
উষার শিশির সম শুকাইল তব প্রেম,
তবু দেখিছ না ভ্রম মুদি' আঁখি এইক্ষণে ?
কোথা সে নিশার গীত, কোথা সে প্রফুল্ল চিত্ত ?
এবৈ বলি—কেন এত ভ্রমিছ দুঃখিত মনে ?
ফির ফির ভ্রাস্ত নর, আসিয়া আঘাত কর,
আমার প্রেমের দ্বার খুলে দিব সমুত্তরে ।

১১৭

কীর্তন—একতালা ।

ত্রাণ যদি পাবে প্রাণ দিতে হবে,
নতুবা এ জালা যাবে না । (শুধু কথায় কিছু হবে না রে)
ও ভাই প্রেমের অনলে নিজে না দহিলে
সে দ্বারে পশিতে পাবে না । (আছতি না দিলে রে)
সেই শান্তি ধামে একা যায় না যাওয়া
একা ডাকিলে দেখা হবে না । (সবে মিলে চলরে)
তাই প্রেম ডোরে বাঁধ পরস্পরে
বেঁধে কর রে সত্যের সাধনা ।
তোদের প্রাণে প্রাণে শক্তি জেগে উঠুক
দূরে থাক্ সব পাপ বাসনা । (পতিতপাবন নামে)

১১৮

লক্ষ্মী গজল—ঠুংরি ।

ওহে পাতকী জন লহ তাঁর শরণ
পাপী তাপী কাবণ যার অবতরণ ।
যিনি গৌরবধূত, পরমেশ্বরুত,
দিব্য দূত অমৃত পূজে যার চরণ ।
যিনি স্বর্গ ত্যাগি' নর-দুঃখ-ভাগী,
নর মুক্তি লাগি' হন ক্রুশে নিধন ।
যিনি কত অজ্ঞান মৃত নর সন্তান
করি' দীপ্তি প্রদান দেন নিত্যজীবন ।
যীশু প্রেমসাগর ! যীশু পুণ্য আকর !
যীশু ত্রাণ-ভাস্কর ! স্বথশান্তি-নিদান !

১১৯

বাহার—কাওয়ালী ।

কে যাবে কে যাবে সিয়োনে পিতার ভবনে ?
 ভেসেছে ত্রাণের তরি পাপীদের কারণে ।
 ছাড় ভাই ধ্বংস-দেশ, ত্বর করি' চলে এস,
 পাপ হুংথ হবে শেষ, চল যাই সিয়োনে ।
 বিনামূল্যে করেন পার প্রেমী যীশু কর্ণধার,
 কেন কাল বিলম্ব কর, যাবে না কি সিয়োনে ?
 ত্রাণ তরি চ'লে গেলে কাঁদিবে বসিয়ে কূলে,
 ফিরিবে না আর ডাকিলে, চ'লে যাবে সিয়োনে ।
 যখন তোমার পিতা জিজ্ঞাসিবেন তব কথা,
 বলিব কি এ বারতা—আসবে না সে সিয়োনে ?

১২০

ঝি'ঝি'ট—আড়াঠেকা ।

ক্রুশের সৈনিক ! তব এ ভাব কেমন ?
 বহিতে চাহনা ক্রুশ, এ কি মহা বিড়ম্বন !
 বিনা যুদ্ধে অকাতরে, ফুল শয্যায় শয়ন ক'রে,
 কে কবে স্বরগপুরে পেয়েছে জয়পত্র দান ?
 কাঁটার মুকুট না পরিলে স্রবর্ণ মুকুট ভালে
 পায় কি কেউ কোন কালে, শুনিয়াছ কি কখন ?
 ক্রুশের সৈনিক বারা, নিজ রুধিরেতে তারা,
 ক'রেছে প্লাবিত ধরা, হেসে দিয়াছে জীবন ।
 যীশু-ক্রুশ পানে চেয়ে তাজ মান লাজ ভয়ে,
 নিজ ক্রুশ স্বন্ধে ল'য়ে আনন্দে কর বহন ।

১২১

সাহানা — ঝাঁপতাল ।

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে ?
ডাফিতে এসেছি তাই, চল স্বরা ক'রে ।
তাপিত-হৃদয় যারা মুছিবি নয়ন-ধারা,
ঘুচিবে বিরহতাপ কতদিন পরে ।
আজি এ আকাশ মাঝে কি অমৃত বীণা বাজে !
পুলকে জগৎ আজি কি মধু-শোভায় সাজে !
আজি এ মধুর ভবে মধুর মিলন হবে,
তঁাহার সে প্রেমমুখ জেগেছে অন্তরে ।

১২২

ঝিঁঝিট—একতাল ।

ভজরে প্রভু দেব দেব সব হিত-কারী যে ।
মননে পাপ তাপ যায়, অন্তর হুঃখ-হারী রে !
বঁাহার দয়ার নাহিক পার, অবিরত শ্রোতঃ বহিছে যার,
তঁাহারে সঁপিলে মন প্রাণ কি ভয় তোমারি রে !
তঁাহারি প্রীতি কুসুম কাননে, তঁাহারি শক্তি অসীম গগনে,
হেরিলে পুলকে পুরয়ে কায়, উথলে প্রেম-বারি রে !
অমৃত জলেরি সেইত সাগর, কেন কাছে থাকি তুষার কাতর,
অনায়াসে পান কর রে সে জল, চরম শাস্তি-কারী রে !

১২৩

বাউলের সুর—একতালা ।

যীশু পরম ধন !

তঁারে যত্ন কর আমার মন ।

প্রভু ছাড়িলেন স্বর্গস্থান, আইলেন মর্ত্য ভুবন,

ও মন তোমারি কারণ,

তিনি নরের জন্ত নরদেহ করিয়াছিলেন ধারণ ।

ও মন তোমার পাপের জন্তে গেংশিমানী বাগানে

কত দুঃখ তাঁর প্রাণে,

ও মন তোমার মহাপাপের জন্ত ক্রুশে করিলেন প্রাণ সমর্পণ ।

* * * *

যে জন বিশ্বাসে করে সাধন সে পাইবে খ্রীষ্টধন,

সে ধন অমূল্য রতন,

ঐ ধন অনন্তকাল থাক্বে রে মন, তার ক্ষয় নাহি হ'বে কখন ।

* * * *

১২৪

মিশ্র ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

বাহিরে দাঁড়ায়ে ওকে আঘাত করিছে দ্বারে ?

ভিজিছে 'মস্তক কেশ তীব্র নিশার শিশিরে ।

হাতে পায়ে ক্ষত চিহ্ন, প্রেমে মুখ পরিপূর্ণ,

সহস্রের অগ্রগণ্য বাকোতে অমৃত ঝরে ।

মধুর আহ্বান তাঁর তুচ্ছ করি' কত বার

ব'লেছ মুখের উপর—নাহি সময় যাও ফিরে ।

উঠ, খুলে দাও দ্বার, দূর কর নিদ্রাভার,

পূজ যুগল পদ তাঁর, তত্ত্ব মন সহকারে ।

যদি তিনি দুঃখ-ভরে দ্বার হ'তে যান ফিরে,

তখন পড়িবে ফেরে, কাঁদিলে পাবে না তাঁরে ।

প্রশংসা ও ধন্যবাদ

১২৫

আলোয়া—একতালা ।

অপার মহিমা তব, নাহিক হে তুলনা,
অতুল তোমার প্রেম কে করে হে বর্ণনা ।
তুমি নিজ পুত্র দিলে তারিতে পাতকী দলে,
দিয়াছ সকলি প্রভু করিয়া ত করুণা ।
'শোক হুঃখে অভিভূত ছিলাম যখন পিতঃ
তোমারই প্রেম-বাহু ত ক'রেছে হে সাশ্রনা ।
তোমার ত্রীমুখ-জ্যোতিঃ দেখিয়াছি দিবারাতি,
রক্ষিয়াছ নাথ তুমি হ'তে বিপদ যন্ত্রণা ।
ষাগ যজ্ঞে 'নহ প্রীত, তব যজ্ঞ চূর্ণ চিত,
লহ আজি তাহা পিতঃ, পূর্ণ কর কামনা ।

১২৬

কীর্তনাজ—একতালা ।

অপূর্ব প্রেমে প্রভু এ জগৎ মাতালে,
তুমি প্রেম-বলে ধরাতলে বিজয়ী হইলে ।
তুমি প্রেম ক'রে, (বীণ হে, ও আমার দয়াল বীণ)
তুমি প্রেম ক'রে নরের তরে এ ভবে আইলে ।
তুমি ভবে এসে, (বীণ হে, ও আমার দয়াল বীণ)
তুমি ভবে এসে, কত ক্লেশে জীবন যাপিলে ।
তুমি পাপীর তরে, (বীণ হে, ও আমার দয়াল বীণ)
তুমি পাপীর তরে ক্রুশোপরে মরণ ভুগিলে ।

আমার প্রেম তরি, (যীশু হে, ও আমার দয়াল যীশু)•

তুমি প্রেম-তরি, প্রেম করি' পাপী পার করিলে ।

আমার প্রেম রতন, (যীশু হে, ও আমার দয়াল যীশু)

তুমি প্রেম রতন, তোমায় রতন ক'রব সর্বকালে ।

তোমার প্রেমরসে, (যীশু হে, ও আমার দয়াল যীশু)

তোমার প্রেমরসে বঙ্গদেশে মাতাও সকলে ।

১২৭

বসন্ত বাহার—কাওয়ালী ।

এস সবে জয় রবে যীশু-গুণ করি গান—

মহীয়ান যীশু অমর প্রধান,

পাপীর প্রাণ বাঁচাইতে ক্রুশে দিয়াছিলেন প্রাণ !

কাননবাসী মুনি ঋষি অনাহারে দিবানিশি

করি' ধ্যান তত্ত্ব নাহি পাইল যাহার,

সেই আরাধ্য যীশু হ'য়ে কুমারী-কুমার

মুক্তি-পথ প্রকাশিলেন সহ করি' অপমান ।

দূত-সেবা ত্যজ্য করি', স্বর্ণ-সুখ পরিহরি,

দেখাষ্টেন প্রেম যীশু অতি চমৎকার !

নরে তারিবারে অবনীতে অবতার,

ত্রাণ-কার্য সমাপিলেন নিজ রক্ত করি' দান ।

ব্রীষ্ট-সঙ্গীত

১২৮

মিশ্র ভীমপলশী—একতালা ।

জয় জয় রবে গাব তব গুণ, তুমি গম পরিভ্রাণ,

(আমি) জীবনে মরণে বীণ কভু ছাড়িব না তব প্রেম-গান ।

যদি অনাদরে করে ব্যবহার

সবে মোর প্রতি কারণে তোমারে,

(আমার) হৃদয় তবুও রহিবে অটল, ছাড়িবে না তব প্রেম-গান ।

(আমি) জানি মাত্র বীণ তোমারে আপন,

তোমা হ'তে প্রিয় নাহি কোন জন,

(আমি) তোমাতে পেয়েছি অনন্ত আশ্রয়, তব প্রেম নহে বর্ণিবার ;

ব্যর্থ নহে মোর জীবন ধারণ,

তোমাতে আমার অনন্ত জীবন,

(আমি) ধরিয়া বক্ষে ধরা-ক্লেশ ভার গাহিব তব প্রেম-গান ।

১২৯

রামকেলি—কাওয়ালী । .

আঁখি জল মুছাইলে প্রভুগো, অসীম স্নেহ তব,

ধন্য তুমি হে ধন্য ধন্য তব করুণা ।

অনাথ যে, তারে তুমি মুখ তুলে চাহিলে,

মলিন যে তারে বসাইলে পাশে,

তোমার দুয়ার হতে কেহ না ফিরে

যে আসে অমৃত পিয়াসে ।

দেখেছি আজি তব প্রেম মুখ হাসি,

পেয়েছি চরণ ছায়া,

চাহিনা আর কিছু, পূরেছে কামনা,

যুচেছে হৃদয় বেদনা !

১৩০

কীর্তন ।

প্রাণ ভরে আজি গান কর,
 ভবে ত্রাণ পাবে আর নাহি ভয় ।
 ও ভাই শুন সমাচার—পাপীদের ভার
 লয়েছেন আপনি দয়াময় । (আর ভয় নাই রে)
 প্রভুর প্রেম রাজ্য দেখ প্রকাশিল,
 তাঁর করুণা নামিল ধরায় । (পাপী উদ্ধারিতে)
 এমন কৃপা ফেলে কেন দূরে গেলে,
 বল কোথা আর জুড়াবে হৃদয় ;
 আজ নয়ন ভরে প্রভুর রূপ হেরে
 সবে গাওরে খুলিয়ে হৃদয় । (জয় বীণ বলে)

১৩১

টোড়ী ভৈরবী—একতাল ।

জয় নিত্যশ্রয় নিত্যানন্দ জয় জয় ঈশনন্দন !
 সৃজন-পালন-তারণ-কারণ দাস-ত্রাস-হরণ !
 আশ্রিত-জন-শরণ তকত-হৃদি-রঞ্জন !
 অনাথরক্ষ করুণাসিদ্ধ জয় জয় জগজীবন !
 প্রীতি-শান্তি-আধার বিশ্ব-ভূপ সারাৎসার !
 হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু জয় জয় মনোমোহন !

ঐষ্ট-সঙ্গীত

১৩২

মিশ্র ।

যেদিন তোমার অভয় চরণে লয়েছি শরণ মানব-ত্রাণ,
আসিল চিন্তে সে কি আনন্দ, আসিল শান্তি, জুড়াল প্রাণ !
তোমার বির্মল প্রেমের প্রভায় ঘুচিল নিরাশা-আঁধার-রাতি,
গাহিল হৃদয় 'জয় বীণ জয়', পাতকি-তারণ, ত্রাণের জ্যোতিঃ !
ধন্য তোমার করুণা অপার, তুমি যে হৃদয়-সবিতা-রাজ,
তোমার অমল-কিরণ-সম্পাত হরিল হৃদয়-তিমির আজ ।
উজল তোমার শীর্ষ-কিরীট, হস্তে তোমার তারকা সপ্ত,
কণ্ঠে তোমার ত্রাণের বারতা, করুণা-আলোকে ভুলোক দীপ্ত,
বিশ্ব তোমার প্রেমেতে রচিত, সিদ্ধ ঘোষিছে মহিমা উক্তি,
বক্ষে বহিছে অমিয়-প্রবাহ, ডাকিছ মানবে দিতে গো মুক্তি !
বহিব হরষে ক্রুশটি আমার, তোমার পদাঙ্ক লক্ষ্য করি,
স্বর্গ-গৌরব বিজয় মুকুট শোভিবে এ শিরে বিশ্বাস ধরি,
ক্লান্তি আমার ঘুচাবে স্নেহে, চলিব তোমার নামটি স্মরি,
হেঁরিব নয়নে চির-মধুময়, ভকত-বাসনা সিয়োনপুরী ।

১৩৩

মিশ্র খান্সাজ—কাওয়ালী ।

জয় রাজ-রাজেশ্বর সর্বগুণাকর !
জয় প্রভু বীণ মহিমা তোমার !
জয় জয় শান্তিদাতা ! জয় পাতকী ত্রাতা !
জয় বীণ তব প্রেম অপার !
সিয়োন সন্তানগণ কর নৃত্য জয়গান,
করহে প্রভুর নাম ভুবনে প্রচার ।

১৩৪

খান্নাজ—ঠুংরি ।

তুমি ধন্য তুমি ধন্য মানব পাপ তাপ হারী,

মানব তারণ করিলে সাধন বহু ছঃখ ধরি'—

তোমার প্রণিপাত করি ।

সংসার সম্পদ জন, বিদ্যা বুদ্ধি আদি ধন,

বিফল সকল মানব-সন্তাপ করিতে হরণ,

বিনা তব শাস্তি ধন ।

(তব) অপার প্রেম-সলিলে ভকতি ভরে ডুবিলে

ছঃখ যায়, সুখ উপজয়, নিবায় পাপ অনলে,

তপ্ত মন শাস্তি জলে ।

তুমি পরম সুন্দর, তোমার মহিমা সুন্দর,

প্রেম সুন্দর, করুণা সুন্দর, সুন্দর সকলি তোমার,

তোমায় হেরি বারে বার ।

১৩৫

উম্মন কল্যাণ—ধ্রুপদ বা পঞ্চম সোয়ারী ।

ধন্য ঈশ্বর-নন্দন, পাপ-বিনাশ-কারণ,

অধম তারণ হে যীশু হে ।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি যীশু দয়াবান,

সর্বব্যাপী সর্বদর্শী সর্বশক্তিমান ;

প্রকাশিয়া নিজ দয়া, নর অবতার হইয়া

এ জগতে আসিয়া দিলে দরশন,

পতিত-পাবন হে যীশু হে ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

সত্য দয়া ক্ষমা এই ত্রিগুণের আধান,
অনাদি অনন্ত যীশু সকলের প্রধান ;
পিতৃ-বক্ষস্থল ত্যাগি' পাপিষ্ঠ নরের লাগি'
হইয়া প্রভু অমুরাগী লভিলে নিধন,

প্রায়শ্চিত্ত-কারণ হে যীশু হে ।

তুমি ভূত তুমি ভব্য তুমি বর্তমান,
তুমি ত্রিলোকের পতি স্বয়ং সনাতন ;
কে জানে তোমার মৰ্ম্ম, তুমি জগতের ধৰ্ম্ম,
তুমি খ্রীষ্ট পূর্ণ ব্রহ্ম, করণ-কারণ,

পাপ-বিমোচন হে যীশু হে ।

কাতর কিস্করে কর করুণা প্রদান,
অন্তে যেন শান্তিধামে পাই নিত্য স্থান ;
আমি অতি মূঢ়মতি, কি জানি স্তব মিনতি,
স্বৰ্গ-দূত তব স্তুতি করে অমুরূপ,

দেহি ধৰ্ম্ম মন হে যীশু হে ।

১৩৬

সিদ্ধ—কাওয়ালী ।

সব সুন্দর তব সুন্দর হে !

হে চিরসুন্দর ! হে চিরমধুর ! হৃদয় সখা যীশু হে !

জীবনের সুখে, জীবনের দুঃখে,

আশা নিরাশায়, আধারে আলোকে,

তোমার সহায় মধুর আশ্রয়—সুন্দর বড় সুন্দর হে !

পাপের ভীষণ তরঙ্গ ভঙ্গে
পড়ি' যবে প্রভু মরি আতঙ্কে,
তোমার চাহনি অভয় বাণী—সুন্দর বড় সুন্দর হে !
সুন্দর তব শাসন করুণা,
সুন্দর তব সাস্থনা তাড়না,
প্রেম উপদেশ, মঙ্গল আদেশ—সুন্দর বড় সুন্দর হে !

১৩৭

ঝাঁঝিট—ঠুংরি ।

তুমি মম পালক, প্রভু দয়াময় হে,
তোমার প্রসাদে কোন অভাব না রয় হে ।
আত্মার বল তুমি, তুমি ধর্ম্মে গুরু,
সকলি তোমার মহা-মহিমার জয় হে ।
মরণের অন্ধকার উপত্যকা মাঝে
চলিতে চলিতে কভু হব না হে ভীত ;
তুমি মম সঙ্গে আছ অবিচ্ছেদে,
তোমার শাসন-দণ্ড সাস্থনা অক্ষয় হে ।
তুমি কর স্নেহ-সিক্ত উত্তম মন্তকে,
'পরিপূর্ণ সুখ শান্তি দিতেছ পলকে ;
আজীবন তব দয়া লভিব হে আমি,
ধাকিব তোমার গৃহে নাহিক সংশয় হে ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

১৩৮

ইমান কল্যাণ—তেওরা ।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি ঐবজ্যোতিঃ তুমি অন্ধকারে,
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ হুঃখ জালা সেই পাসরে,
“সব হুঃখ জালা সেই পাসরে ।

তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে, তুমি জানাও যারে সেই জানে ।
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে ।

১৩৯

ভৈরবী—ঠুংরি ।

জর যীশু গুণনিধি ভক্ত-চিতহারী, দেব মানব-কুলপাবন—
চরিত নিষ্পল, সুন্দর কোমল, দীন-জন হুঃখনাশন ।
পাপ অপরাধ দেখি জগতে দহিল তব প্রাণ মন,
বিষম সে ভার, ঘোর ছরাচার, মস্তকে করিলে ধারণ ।
পথে পথে বনে বনে, পতিত অধম সনে ভ্রমিলে দীনের মতন,
পর হুঃখে হুঃখী হ’য়ে, সব সুখ তেয়াগিয়ে, শিখালে চরম সাধন ।
ক্ষুধা নিদ্রা গৃহবাস পরিহরি সেবিলে পিতার চরণ,
(আহা) তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক ব’লে চিরদিন করিলে

আত্ম বিসর্জন ।

সুকুমার শিশু যথা মারিলে না কহে কথা, তেমনি তোমার আচরণ,
(আহা) অনায়াসে শত্রু করে ধরা দিলে আপনাবু ক্রুশাঘাতে
বধিতে জীবন ।

পশু তব পুণ্য নাম, অহুপম গুণগ্রাম, স্মরণে ঝরে ছনয়ন,
তোমার চরিতামৃত হউক মম শোণিত বল বুদ্ধি জ্ঞান প্রাণ মন ।

ধ্যান ও প্রার্থনা

—:~:—

১৪০

বেহাগ—তেওরা ।

অধম পতিত জনে কেন ভালবাস এত ?
থাক তারি কাছে কাছে নিশিদিন অবিরত ।
যে তোমায় সদা ভুলে যায়
প্রেমময় তুমি ভোলো না ত তায় !
প্রেম-ডোনে বেঁধে তারে কর চির অম্লগত !
পাপে যে হ'য়েছে মলিন,
নাহি ভক্তি, শ্রীতি, ধরম-বিহীন,
প্রেম-নীরে ধুয়ে তারে ক্ষম তার পাপ বত ।
পেয়ে তোমার দয়া অম্লক্ষণ
মোহাবেশে তবু রহে অচেতন,
মধুর স্বরে জাগাও তারে ক'রে তুমি প্রেম কত ।

১৪১

ভৈরবী—একতালা ।

অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে,
নির্মল কর, উজ্জল কর, সুন্দর কর হে ।
জাগ্রত কর, উত্তত কর, নির্ভয় কর হে,
মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় কর হে ।
যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, মুক্ত কর হে বন্ধ,
সঞ্চার কর সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ ;
চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত কর হে,
নন্দিত কর, নন্দিত কর, নন্দিত কর হে ।

১৪২

ভৈরবী—একতালা ।

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী ।
তোমারি প্রেম স্রবণে রাখি, চরণে রাখি' আশা,
দাও হৃৎথ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি ।
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে, জেনেও জানি না,
ঐ মঙ্গল রূপ ভুলি, তাই শোক-সাগরে নামি ।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাসুখ পূর্ণ,
আমি আপন দোষে হৃৎথ পাই বাসনা-অন্তুগামী ।
মোহ-বন্ধ ছিন্ন কর কঠিন আঘাতে,
অশ্রুসলিল-ধোত হৃদয়ে থাক দিবস যামী ।

১৪৩

গিশ বেলাওল—ঝাঁপতাল ।

রেখ হে মগন মোরে সতত তোমার কাজে,
রাখিবে হে যতদিন তোমার ভুবন মাঝে ।
তব রক্তে করি' স্নান, প্রেম সূধা করি' পান,
বিলাব তোমার নাম ভারত ভবন মাঝে ।
প্রেম-অমৃত সাগরে ডুবিব ডুবাব' পরে,
ঘোষিব সদা তোমারে আমার সকল কাজে ।

১৪৪

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী ।

অক্ষয় আনন্দধামে চলরে পথিক মন,
পাইবে শাস্তত সুখ, জুড়াবে দগ্ধ জীবন ।
সে বড় পবিত্র দেশ, নাহি পাপ তাপ'লেশ,
প্রেমানন্দ সমাবেশ, সকল শোকভঞ্জন ।
শান্তি নামে পুণ্য নদী বহিতেছে নিরবধি,
রবে না মনের ব্যাধি করিলে অবগাহন ।
অজস্র অমিয় সুধা বাহা পূরে পাবে সদা,
ঘুচিবে আত্মার ক্ষুধা সে সুধা করি' স্বেদন ।

১৪৫

বেহাগ—তেওরা ।

আজি এসেছি কাতর প্রাণে ভিক্ষা মার্গতে গো !
করুণ নয়নে চাহ দীন পানে করুণা-স্বামী গো !
শুনেছি তোমার দ্বার হ'তে চ'লে যায় না ভিখারী
কিরে কোন কালে,
এসেছি ছুটিয়া সে আশার বলে তোমারি চরণে গো !
সংসার বাঁধনে বড়ই বেঁধেছে, প্রলোভনে মোরে বড়ই ঘিরেছে,
পাপের দাহনে বড়ই জ্বলিছে দগ্ধ হৃদয় গো—
তুমি এ বাঁধন দাও হে ছিঁড়িয়া, এ মহা যাতনা দাও ঘুচাইয়া,
তব স্নেহ কোলে লও হে টানিয়া অধম পাপীরে গো !
চাই শুধু তব শ্রীমুখ দেখিতে, স্নেহ-সুধা মাখা বচন শুনিতে,
শ্রীপদপ্রাক্তে পড়িয়া থাকিতে জীবনে মরণে গো—
চাহি নাকো আমি যশঃ মান ভার, চাহি নাকো প্রভু
কোন কিছু আর,
তুমি আছ যার কি অভাব তার—তুমি যে সকলি গো !

১৪৬

মিশ্র—একতালা ।

আমায় করহে তোমাময় !
 তোমার আমার এই মিলনের মাঝে
 কোন বাধা, যেন কোন ব্যবধান, কোন কিছু আর নাহি রয় ।
 ঘুচে যাক্ সব সন্দেহ আঁধার,
 ঘুচে যাক্ যত মনের বিকার,
 যাহা কিছু মোরে টেনে রাখে দূরে
 সব ঘুচে হোক্ লয় ।
 তব ইচ্ছা হোক্ প্রতিজ্ঞা আমার,
 মনোসাধ হোক্ অনুজ্ঞা তোমার,
 তব প্রেম ধ্যানে, তব গুণ গানে,
 হোক্ এ জীবন মধুময় !

১৪৭

বিতাস—আড়াঠেকা ।

আমার প্রাণ তাঁরে চায়
 লৌহ শলাকার চিহ্ন যার হাতে পায় ।
 যার বিশ্ব ওষ্ঠাধরে ত্রাণ-মধু সদা ফরে,
 পাপীর প্রাণ স্নিগ্ধ করে যাহার প্রণয় ।
 যাহার প্রেম সলিলে কঠোর অন্তর গলে,
 পাপীর কারণে জলে যাহার হৃদয় ।
 যার আলিঙ্গন পেয়ে ভক্তগণ নিরতয়ে,
 প্রেমে পুলকিত হ'য়ে সঁপেছিল কার ।
 যীশু তরে মম প্রাণ কাদিতেছে অনুক্ষণ,
 প্রেমেতে পীড়িত মন, ব্যাকুল হৃদয় ।

১৪৮

কাফি—একতালা ।

যেন জীবনে মরণে তোমারি চরণে পড়িয়া থাকিতে পাই—
এই বর আজি দাও মোরে স্বামী, এই বর আমি চাই ।
সংসার তাপে হুঃখ বেদনায় যেন গো এ প্রেম নাহি শুকায়,
তোমা ছাড়া যেন কভু প্রিয়তম অন্ত পানে মন নাহি ধায় ।
তোমারি কার্য্যে তোমারি সেবায় এ জীবন যেন ব্যয়িত হয়,
তোমারি আদেশ পালনই প্রভু যেন সদা মম লক্ষ্য হয় ।

১৪৯

মিশ্র খান্ধাজ—একতালা ।

আমার এ জীবনে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
তোমাতে আমি যে চাই গো--
সুখে হুঃখে শোকে আধারে আলোকে
মোর প্রাণে তুমি থেকো গো !
প্রলোভন যবে ঘেরিয়া আমারে
ল'য়ে যেতে চায় তোমা হ'তে দূরে,
তব অভয় বাণী প্রাণের তিতরে
শুনিতে যেন পাই গো !
সুখের মাঝারে আমি তোমায় চাই,
দুঃখে যেন গো কভু না ডরাই,
যাহা দিবে তুমি ল'য়ে যেন তাই
তোমা পানে চেয়ে রই গো !

১৫০

ভীমপলশ্রী—একতালা ।

আমার শুধু সে শক্তি দিও হে—
যেন ভুলে কোন দিন তোমার বিচার
অবিচার নাহি ভাবি হে !
সুখ পেয়ে যদি তোমারে হারাই,
সুখে মোর কাজ নাই হে,
আমায় হুঃখ দিও—শুধু তার সাথে যেন
তোমারে হৃদয়ে পাই হে !
বাহা কিছু মোরে টেনে ল'য়ে যায়
তব পথ হ'তে বিপথে,
কঠিন আঘাতে দূর ক'রে দিও,
রক্ষিও মোরে তা' হ'তে ;
যদি বাধা লাগে, তোমার পরশ
বেদনা ভূলায়ে দিবে হে—
যা' ঘটে ঘটুক, শুধু যেন স্বামী
আস্থা টুকু নাহি টুটে হে ।

১৫১

ইমন মল্যাণ—তেওরা ।

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে,
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে ।
নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে ।
আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে,
তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে ;
যাচি হে তোমার চরম শাস্তি, পরাণে তোমার পরম কাস্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়-পদ্মদলে ।

১৫২

ধুন—ঠুংরি ।

অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ,
তুমি করুণামৃতসিদ্ধ, কর করুণা-কণা দ্বান ।
শুষ্ক হৃদয় মম কঠিন পাষণ সম,
প্রেম সলিল ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান ।
যে তোমাতে ডাকে না হে, তা'রে তুমি ডাকো ডাকো,
তোমা হ'তে দূরে যে যায় তা'রে তুমি রাখো রাখো ;
তৃষিত যে জন ফিরে তব সুধা সাগর তীরে*
জুড়াও তাহারে স্নেহ নীরে, সুধা করাও হে পান ।

১৫৩

কাফি—চৌতাল ।

আছ হিয়ার মাঝারে তবু ভুলে থাকি,
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতিঃ,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে ।
অকুলের কূল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে ।
কাদাল সখা বীণ ! তুমি যার প্রভু
তার কি ভাবনা এ ভব সংসারে ।

১৫৪

কীর্তন ।

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, দেখতে আমি পাই নি,
 আমি বাহির পানে চোখ মেলেছি হৃদয় পানেই চাইনি !
 আমার সকল ভালবাসায়, আমার সকল আঘাত সকল আশায়
 তুমি ছিলে আমার কাছে, আমি তোমার কাছে বাইনি !
 তুমি মোর আনন্দ হ'য়ে ছিলে আমার খেলায় ;
 আনন্দে তাই ভুলে ছিলাম, কেটেছে দিন হেলায় ;
 গোপন রহি গভীর প্রাণে, আমার জুখ-সুখের গানে
 স্মর দিয়েছ তুমি, আমি তোমার গান ত গাই নি ।

১৫৫

কীর্তন ।

(লোফা) এই ত হৃদয়ে রে এই ত হৃদয়ে
 আমার প্রাণসখা সদা বিরাজিত রে ।
 আমি যখন ডাকি, (ডাকি) প্রেমভরে, (তোমায় দেখ'ব বলে হে)
 দেখি আছ হৃদয় আলো ক'রে রে । (প্রাণের মাঝে প্রাণসখা)
 (দশকুলী) তুমি আছ নাথ মম হৃদয়ে আমি দেখি না বারেক চেয়ে,
 মোহে মগন নিশিদিন, (চেয়ে দেখিনা দেখিনা সখা তোমার
 অতুল শোভা)
 আমি চাহি দারাসুত পানে, চাহি ধন উপার্জনে,
 তাহে নহে তিরপিত মন । (শান্তি তাহে যে নাই হে—শান্তি
 নিলয় ছাড়ি)
 যদি মধুর পিয়াসা নাথ জলে নিবারণ হ'ত
 (তবে) খাইত না অলি মধুগানে । (এত ব্যাকুলিত হ'য়ে হে)
 আমার প্রাণের পিয়াসা নাথ কিছুতেই যুটিবে না ত
 তব প্রেম মকরন্দ বিনে ।

(খয়রা) তাই বলি হে প্রভো ! হৃদয় কানন মাঝে
 বিহর নাথ নিশিদিন হে । (আমার হিয়াবন আলো করি)
 প্রেম তটিনী তটে, ও পদপল্লব নিকটে
 (আমি) বৈঠিব আনন্দে নাথ, হবে কি হেন সুদিন হে ।
 তুলি স্নললিত তান আমি ডাকিব তোমারে হে ;
 অমনি প্রাণসখা দিবে দেখা হৃদয় মাঝারে হে ।
 (আমার হিয়াবন আলো করি)

১৫৬

কীর্তনভাঙ্গা সুর—ঝাঁপতাল ।

এ কি মোহন দেউল গড়িলে মরু প্রান্তরে !
 শীতল অঙ্গনে যাত্রী সংসার জালা পাসরে ।
 এ দেউল রচনা তরে হ'লে বিদ্ধ ক্রুশোপরে,
 দেহ ঐশ্বর্য অকাতরে বিসর্জিলে প্রেমভরে ।
 সে প্রেম সন্তাপহারী, ভক্তচিতে অবতরি
 গড়ে যুগ যুগ ধরি' দেউল জীবন্ত প্রস্তরে ।
 আছে হেথা উৎসারিত, অনন্ত জীবন স্রোতঃ,
 হ'য়ে তাহে নিমজ্জিত পাপীজনে মৃত্যু তরে ।
 দেউলো শোভিছে বেদী, হত যাহে নিরবধি
 মেঘশিশু পুণ্যজ্যোতিঃ তরা'তে পাতকী নরে ।
 সে উৎসৃষ্ট দেহরক্ত তোম্বনেতে পরিতৃপ্ত
 ক্ষুধিত যতেক ভক্ত তব স্তুতি গান করে ।

খীষ্ট-সঙ্গীত

১৫৭

বিভাস—একতালা ।

এ জগতের মাঝে তব বীণা বাজে,
ডাঁকিছ মানবে তুমি অবিরত ;
সাগরে কান্তারে পর্বত শিখরে তব প্রেম গীতি ধ্বনিছে নিয়ত ।
তব প্রেম বীণা গগনে পবনে, পত্রে পুষ্পে ফলে বিহগ কুঞ্জে,
পিতৃমাতৃ স্নেহে সখার নয়নে,
দম্পতি প্রণয়ে হ'তেছে বাক্কত ।
সে প্রেম আহ্বান ভকতের প্রাণে জাগাইছে বাণী গভীর নিঃশ্বনে,
পশিয়া মানব হৃদয় অঙ্গনে
উদাসী করিছে নরনারী চিত ।
মানবের সহ মিলন পিয়াসে হ'লে অবতীর্ণ মানবের বেশে,
নিখিলের ব্যথা বহিয়া নিঃশেষে,
মানবের পাপে হ'লে ক্রুশে হত ।
হে মৃত্যুবিজয়ী, তোমারি জীবনে কর সঞ্জীবিত দীন অভাজনে,
নাশ পাপতৃষা অমৃত সিঞ্জে
ধরাতলে স্বর্গ কর প্রতিষ্ঠিত ।

১৫৮

স্বরট মল্লার—একতালা ।

করি নিবেদন ধরি' শ্রীচরণ, ওহে দীননাথ যীশু দয়াময়,
তোমার পরশে প্রেম সুধারসে দেহমন যেন অভিভূত রয় ।
আমিষ্ট আমার করিয়া নিধন, কর প্রভু মোরে তোমারি বাহন,
হৃদয় মাঝারে তোমারি আসন করহে রচনা করণাময় ।

নয়নে শ্রবণে কর অধিষ্ঠান, রসনায় কর তব বাণী দান,
হস্ত পদ দিয়ে স্বকার্য্য সাধিয়ে তোমাতে আমারে করহে লয় ।
দেহ প্রভু দীনে প্রেম আলিঙ্গন, হৃৎখ্যাখ্য তব করিব বরণ,
তব ক্রুশ-জ্বত করহে মুদ্রিত দেহে চিতে প্রাণে, এই অমুনয় ।

১৫৯

মূলতান—৪৭ ।

কেড়ে লও কেড়ে লও আমারে কাদায়ে
(আমার) হৃদয় নিভূতে, নাথ, বাহা আছে লুকায়ে ।
ধনজন যৌবন, পাপ পূর্ণ এই মন,
বার লাগি যেতে নারি তোমার ঐ আলয়ে ।
এ সব নাশ হে তুমি, কৃপা করি' হৃদয় স্বামী,
দেহ হে জনমের মত তব প্রেমে মাতায়ে ।

১৬০

ইমন কল্যাণ—

কুতাজ্জলিপুটে চরণে তোমারি
মাগি ভিক্ষা প্রভু পতিতপাবন,
চাহি না ঐশ্বর্য্য ধনজন রাজ্য,
রহি যেন সদা দীন অভাজন ।
হৃৎখ্যাখ্য মোরে দিও দয়া ক'রে
সুখ নিদ্রা ঘোরে রেখ না মগন ।
তব আলিঙ্গনে প্রেম হৃতাশনে
দেহে হৃদি যেন, হে পাপ নাশন ।

১৬১

বাউল—থেমটা ।

তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব, এমন আর কেবা আছে,
তুমি যেমন পাপীর বন্ধু, এমন সুহৃদ কে বা আছে ।
যখন পাপ-সাগরে প'ড়ে থাকি অন্ধকারে,
তখন আমার করে ধ'রে, উদ্ধারে আর কে বা আছে ।
যখন শূন্য হৃদয়ে কাঁদি ব'সে নিরাশ হ'য়ে
তখন প্রেমভরে আশ্বসিয়ে চক্ষের জল দেও গো মুছে ।
এত ভালবাস তুমি, (তবু) তোমাকে না চিন্লাম আমি,
ছেড় না ছেড় না তুমি, থেক আমার কাছে কাছে ।

১৬২

আলোয়া—কাঁপতাল ।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ঞ্জবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহার ।
যথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়ন জলে ঢালো গো কিরণ ধারা ।
তব মুখ সজোপনে, আগিতেছে সদা মনে,
তিলেক বিচ্ছেদ হ'লে না দেখি কুল কিনারা ;
কখন বিপর্যে যদি, যাইতে চাহে এ যদি,
অমনি ও মুখ হেরি, সরমে সে হয় সারা ।

১৬৩

কীর্তন ।

দয়াল যীশু হে, যীশু আমার, আমায় কেন ডাক সখা বলে আর,
 (আর ডেকোনা ডেকোনা, ডেকোনা হে) (অমুন ক'রে সখা বলে)
 আমায় অমন ক'রে, আমার নামটি ধ'রে দয়াল ডেকোনা ডেকোনা হে,
 তোমার মধুমাথা স্বর শুনে আমি লাজে মরে যাই প্রাণে হে ।
 কনু্য সাধনে যাহার হৃদয় সতত মগন রয় হে,
 তার কি গুণে ভুলিয়ে, দয়াল যীশু যীশু আমার,
 তুমি সখা বলে ডাক তায় হে । (একি ভালবাসী)
 যে জন মোহ মদে মত্ত সদাই উন্মত্ত গরবে গর্বিত রয় হে,
 তার স্মরি কিবা গুণ, যীশু ত্রাণধন, তুমি সেধে ভালবাস তায় হে ।
 আমি বুঝিছ এখন পতিতপাবন তোমার প্রেমের রীত,
 যে জন চাহে না তোমারে চাও তুমি তাকৈ, ডাকিয়া কর স্নহদ ।
 যদি ছাড়িবে না দীনবন্ধু দেখাতে ঐ প্রেমসিদ্ধ,
 তবে প্রেমে বন্দী কর মোরে । (আর ছেড়না ছেড়না হে)

১৬৪

মিশ্র—ঠুংরি ।

দাও হে আমার ভয় ভেঙ্গে দাও,
 আমার দিকে ও মুখ ফিরাও ।
 পাশে থেকে চিন্তে নারি কোন্ দিকে যে কি নেহারি,
 তুমি আমার হৃদবিহারী হৃদয় পানে হাসিয়া চাও ।
 বল আমায় বল কথা, গায়ে আমার পরশ কর,
 দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমায় তুমি তুলে ধর ।
 যা বুঝি সব ভুল বুঝি হে, যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে,
 হাসি মিছে কান্না মিছে, সাম্নে এসে এ ভুল ঘুচাও ।

শ্রীষ্ট-সঙ্গীত

১৬৫ .

রামকেলী—কাওয়ালী ।

নিকটে দেখিব তোমায়ে করেছি বাসনা মনে,
চাহিব না হে চাহিব না হে দূর দূরান্তর গগনে ।
দেখিব তোমায় গৃহ মাঝারে, জননী স্নেহে ভ্রাতৃপ্রেমে,
শত সহস্র মঙ্গল বন্ধনে,
হেরিব উৎস-মাঝে মঙ্গল কাণ্ডে, প্রতিদিন হেরিব জীবনে ।
হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্তি তব শোকে দুঃখে মরণে,
হেরিব সজনে নরনারী মুখে, হেরিব বিজনে বিরলে হে,
গভীর অন্তর আসনে ।

১৬৬

দেশ—আড়াঠেকা ।

পসারিয়া দুই বাহু ওই কে ডাকিছে,
স্নেহ-কাতর চোখে চেয়ে রয়েছে ?
কণ্টক বিঁধিছে শিরে, হস্তে পদে রক্ত ঝরে,
নিখিল মানব তরে প্রাণ সঁপিছে ।
বিষয়বাসনাবিষে জর জর প্রাণ—
মরীচিকা পানে ছুটি দিবা অবসান ; •
জুড়াও তৃষিত হিয়া, প্রভু, পদছায়া,
তব কৃপাবারি আশে, পাপী এসেছে ।

১৬৭

কীর্তন ।

প্রভু-পদ সেবা সম আর কি সুখ আছে রে ?

কি ছার সংসার সুখ সেই সুখরাশি কাছে রে ! (এককারু ভেবে দেখ রে)

রসনা সে রস যদি বারেক চাখয় রে ;

(তবে) অন্য রস আশ, না থাকে পিয়াস, পরাণ মগন হয় রে । (সেই সুখহ্রদে)

সে প্রেম রসেতে মজি আপনা পাসরি রে ;

দেখ যত সাধু জনে, সে পদ সেবনে, রত প্রাণপণ করি রে । (এ জনমের মত)

সে প্রেম অনল সম প্রাণে যদি লাগে রে ;

তবে কুবাসনা চয় হয় ভস্মময়, খীষ্ট ভাতি জাগে রে । (হৃদয় আলো করি)

১৬৮

থাঙ্গাজ—একতালা ।

প্রাণ ভরিয়ে তুষা হরিয়ে

মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ ।

• তব ভুবনে তব ভবনে

মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান ।

আরো আলো আরো আলো

এই নয়নে প্রভু ঢালো ;

সুরে সুরে বাঁশি পূরে

তুমি আরো আরো আরো দাও তান ।

আরো বেদনা আরো বেদনা

দাও মোরে আরো চেতনা ;

হার ছুটায় বাঁধা টুটায়

মোরে কর ত্রাণ মোরে কর ত্রাণ ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে ;
সুধা ধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো কর দান ।

১৬৯

ভৈরবী—একতালা ।

সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ
তখনো হে নাথ প্রণমি তোমায়, গাহি ব'সে তব গান ।
অন্তরযামী, ক্ষম সে আমার শূন্য মনের বুখা উপহার,
পুষ্পবিহীন পূজা আয়োজন, ভক্তিবিহীন তান ।
ডাকি তব নাম শুধু কর্তে, আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেমে আসে মনে ;
সহসা একদা আপনা হইতে ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
এই ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান ।

১৭০

ঝিঁঝিট (কীর্তন)—একতালা ।

সাধ মনে যৌশু ধনে নয়নে নয়নে রাখি,
করি নাম গান প্রেম সুধাপান চরণামৃত অঙ্গে মাখি ।
(যীশুর চরণামৃত)
ভজি তাঁর পদ, দিয়ে প্রাণ মন, প্রেমানন্দ রসে হইয়ে মগন,
তঁাহারি কথায় তঁাহারি সেবায় দিবানিশি মজে থাকি ।
হৃদে ল'য়ে তাঁরে বাহিরিব পথে, কণ্টক মুকুট পরিব মাথে,
জীবন ভরিয়া হলাহল পিয়া মরণেরে দিব ফাঁকি ।

১৭১

কীর্তন—খয়রা ।

হৃদয় আসনে বসায় যতনে হেরিব হে তব মুখ ।

(বড় সাধ আছে নাথ, বহুদিন হ'তে মনে বড় সাধ আছে হে,
ঐ রূপ নিরখি হে ;

অতি সংগোপনে হৃদয় মাঝে নিরখি হে)

হেরি ক্রুশবিক্রূপ পরাণ গলিবে উপজিবে কত দুঃখ ।*

(তোমার রূপ হেরি)

যে রূপ ধোয়ানে বিষয় বন্ধনে ছেদিল সাধকগণ ; (এ জনমের মত তারা

বাঁধন কেটেছেন হে ; বাঁধন ছিন্ন করে ডুবেছেন রূপসাগরে)

আমি সে রূপ-অনলে দেহ, প্রাণ, মন করিব হে বিসর্জন ।

(চিরদিনের মত, অনলে পতঙ্গ প্রায়)

বড় আশা মনে প্রেম নয়নে নিরখিব ঐ রূপ ; ১ ঐ রূপ নিরখিব হে,

অতি সংগোপনে হৃদয় মাঝে নিরখিব হে ;

. সেথা তুমি র'বে আর আমি রব হে)

আবার ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে ও পদ কমলে হ'য়ে রব হে মধুপ । .

(ঐ প্রেক বিদ্ধ পদে)

নয়নাশ্রুজলে ও পদ পাখালি, বসাইব হৃদাসনে ;

(মগ্ধলিনীর মত, চক্ষের জল দিয়ে ঐ অভয় পদ ধুয়াইব ;

চক্ষের জল বিনা পাপীর আর কি ধন আছে হে)

আবার প্রেম চন্দনে করিয়ে চর্চিত পূজিব আনন্দ মনে ।

(ভক্তি কুসুম দিয়ে)

শ্রীষ্ট-সঙ্গীত

১৭২

কীৰ্ত্তনান্দ—একতালা ।

আমি সংসারে মন দিয়েছিলাম, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ,
আমি সুখ ব'লে দুঃখ চেয়েছিলাম, তুমি দুঃখ ব'লে সুখ দিয়েছ !

('দয়া ক'রে) (দুঃখ দিলে আমায় দয়া ক'রে)

হৃদয় যাহার শত খানে ছিল শত স্বার্থের সাধনে,
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে ।

(কুড়ায়ে এনে) (শত খান হ'তে কুড়ায়ে এনে)

সুখ সুখ ক'রে দ্বারে দ্বারে মোরে কত দিকে কত খোঁজালে,
তুমি যে আমার কত আপনার এবার সে কথা বুঝালে ।

(বুঝিয়ে দিলে) (হৃদয়ে আসি' বুঝিয়ে দিলে)

করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে,
সহসা দেখিলাম নয়ন মেলিয়ে, এনেছ তোমার দুয়ারে !

(কোথা দিয়ে আমায় এনেছ. আমি না জানিতে)

১৭৩

নায়েকী কানেড়া—একতালা ।

জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি দিবসরাত
সবার মাঝারে আজিকে তোমারে স্মরিব জীবন-নাথ ।
যে দিন তোমার জগত নিরখি' হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি'
সে দিন আমার নয়নে ভ'য়েছে তোমারি নয়নপাত ।
বারে বারে তুমি আপনার হাতে স্বাদে সৌরভে গানে,
বাহির হইতে প্রশ্ন ক'রেছ অন্তর মাঝখানে ;
পিতা মাতা ভ্রাতা, সব পরিবার, মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে প্রবেশি' হৃদয়ে তুমি আছ মোর সাথ ।

১৭৪

কীর্তনঙ্গ—একতালা ।

(আহা) ধন্য সেই জন তোমার হাতে প্রাণ করিয়াছে যেই দান,

(তুমি) চিরদিন তরে প্রভু হে তাহারে ক'রেছ অভয় দান ।

(চিরদিন তরে)

(আহা) পাপে কলঙ্কিত, মোহে অভিভূত, মৃতপ্রায় যে জীবন,

ওহে প্রাণাধার পরশে তোমার পায় সে নবজীবন ।

(চিরদিন তরে)

(তোমায়) লৌহময় প্রাণ করিলে অর্পণ, সোণার প্রাণ কর দান,

আমি সব জেনে শুনে তোমার চরণে সঁপি না এ ছাঁর প্রাণ !

(অন্ধের দশা দেখ)

(আমার) ঐহিকের সুখ হবে না ব'লে দিলাম না প্রাণ তোমায়,

আমার এ সংসারের সুখ তাও তো হ'ল না, দুকূল হারালেম হায় !

(অন্ধের দশা দেখ)

(আমার) ঘৃণাও এ দুর্ঘটি, দাও শুভমতি, দাও জলন্ত বিশ্বাস,

আমি দেহ মন প্রাণ তোমায় ক'রে দান হইব হে তব দাস ।

(চিরদিন তরে)

১৭৫

ভীমপলশ্রী—একতালা ।

আমি চাহি নাকো প্রভু বড় হ'তে আর, জগতের যশঃ লভিতে,

আপনা ভুলায়ে চাহি নাকো আর মিথ্যার বোঝা বহিতে ।

আমার সকল গর্ব দূর ক'রে দাও করহে আমায় নত,

ভেঙ্গে চূর্ণপ্রভু ক'রে লও মোরে তোমারি মনের মত ।

তোমারি চরণে রেখো চিরদিন ভকতি অচঞ্চল,

এ জীবন যেন তোমারি সেবায় রহে চির উজ্জল ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

১৭৬

মিশ্র বারোয়—একতাল।

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে—হবে গো এই বাব,

আমার এই মলিন অহঙ্কার।

দিনের কাজে ধূল লাগি' অনেক দাগে হ'ল দাগী,

এমনি তপ্ত হ'য়ে আছে সহ করা ভার—

আমার এই মলিন অহঙ্কার।

এখন ত কাজ সাজ হ'ল দিনের অবসান,

হ'ল রে তাঁর আসার সময়, আশা এল প্রাণে;

জ্ঞান ক'রে আয় এখন তবে, প্রেমের বসন প'রতে হবে,

সন্ধ্যা বনে কুশুম তুলে গাঁথতে হবে হাব—

ওরে আয়, সময় নেই যে আর।

১৭৭

জয়জয়ন্তী—একতাল।

জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এস,

সকল মাধুরী নুকারে যায়, গীত সুধারসে এস।

কন্দ্র যখন প্রবল আকার গরজি উঠিয়া চাকে চারিধার,

হৃদয় প্রান্তে হে নীরব নাথ শান্ত চরণে এস।

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ কোণে প'ড়ে থাকে দীনহীন জন,

হৃদয় খুলিয়া হে উদার নাথ রাজ-সমারোহে এস।

বাসনা যখন বিপুল ধূলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়,

ওহে পবিত্র ওহে অনিচ্ছ রুদ্ধ আলোকে এস।

১৭৮

মিশ্র জয়জয়ন্তী—বাঁপতাল।

প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! প্রাণারাম !
 কি যেন লুকানো নামে তাই মিষ্ট এত তুব নাম !
 নাম-রসে ডুবে থাকি, ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর দেখি,
 বিশ্বে বহে প্রেম-নদী—সুধার ধারা অবিরাম !
 নামে ভুলায়েছে যারে সে কি যেতে পারে দূরে ?
 নাম-রসে যে ডুবেছে—সে বুঝেছে কি আরাম !
 আমাদের ভুলায়ে রাখ, হৃদি আলো ক’রে থাক ;
 জীবনে মরণে মম—তুমি চির সুখধাম !

১৭৯

ভৈরবী—একতালা।

যীশু কর হে মোরে গ্রহণ—

অধম দুর্বল নাহিক সম্বল, কৃপা পাব ব’লে ল’য়েছি শরণ।
 পাপে কলঙ্কিত, প্রেম-ভক্তি-হীন, মোহপাশবদ্ধ, নহি ত স্বাধীন,
 শত অপরাধী অন্ধ অজ্ঞান—কর প্রভু মোরে কর কৃপাদান !
 সংসার বাসনা কর হে বিনাশ, সর্বস্ব লইয়া কর তব দাস,
 মাটিতে রাখ হে তুণের সমান, নাশ তুচ্ছ ধন জীবনের অভিমান।
 যেমন ক’রে রাখ কোন ক্ষতি নাই, শুধু পদপ্রান্তে পাই যেন ঠাই,
 চরম ভরসা শ্রীচরণ তব পাই যেন বক্ষে করিতে ধারণ !

১৮০

কাফি সিদ্ধ—একতালা।

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু এবার এ জীবনে
 তবে তোমায় আমি পাইনি যেন এ কথা রই মনে,
 যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

এ সংসারের হাটে আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই হু' হাত ভরে ওঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ।
যদি আলস ভরে আমি বসি পথের 'পরে,
যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে সে কথা রয় মনে,
যেন ফুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ।
যতই উঠে হাসি, ঘরে যতই বাজে বাঁশি,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ।

১৮১

কীর্তনাদ—একতালা ।

যীশু তুমি জীবন-সম্বল, তুমি পাতকী-বান্ধব;
তুমি প্রেমের নিদান, সত্য সনাতন, অতুল মহিমা তব,
আমি জীবন মন চরণে দিয়া প্রাণের আশা মিটাব ।
আমি অপরাধ কত করিয়াছি পদে, নাহিক তাহার সীমা,
সে সকলি তুমি ক্ষম হে ক্ষম করুণা গুণে তব ।
এই সংসার-পথ সঙ্কট অতি, কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে ল'য়ে প্রেম মুরতি তব ।
আমি মুখ দুঃখ তব তুচ্ছ করিমু তব লাগিয়ে হে,
তুমি নিজ হাতে বাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব ।
প্রভু জীবন অস্ত্রে চরণ প্রান্ত্রে স্থান দিও এই অধীনে,
আমি বিজয় তানে হোশান্না গানে, প্রাণের আশা পূরাব ।

১৮২

মিশ্র খাষাজ—কাওয়ালী !

কেন বঞ্চিত হব চরণে ? আমি কত আশা ক’রে ব’সে আছি
পাব জীবনে না হয় মরণে । আহা তাই যদি নাহি হবে গো,
পাতকী-তারণ-তরীতে তাপিত আত্মরে তুলে না ল’বে গো,
হ’য়ে পথের ধূলায় অন্ধ এসে দেখিব কি থেয়া বন্ধ ?
তবে পারে ব’সে “পার কর” ব’লে পাপী কেন ডাকে দীন শরণে ?
আমি শুনেছি হে তুষাহারী ! তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত
তৃষিত যে চাহে বারি ; তুমি আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই তুমি আছ তার—একি সব মিছে কথা ?

ভাবিতে যে ব্যথা বড় বাজে প্রভু মরমে !

১৮৩

রামকেলী—তেওরা ।

মোরে ডাকি’ ল’য়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে,
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে !
উদয় গিরি হ’তে উচ্ছে কহ মোরে—‘তিমির লয় হ’ল দীপ্তি সাগরে ;
স্বার্থ হ’তে জাগ, দৈন্য হ’তে জাগ, সব জড়তা হ’তে জাগ জাগরে,
সতেজ উন্নত শোভাতে’ ।

বাহির কর তব পথের মাঝে, বরণ কর যোঝে তোমার কাজে,
নিবিড় আবরণ কর বিমোচন, মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত কর মম মুগ্ধ লোচন তোমার উজ্জ্বল শুভ্রলোচন
নবীন নিখিল বিভাতে ।

১৮৪

মিশ্র বিভাস—একতালা ।

আজি প্রণমি তোমাতে চলিব নাথ সংসার কাজে,
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তর মাঝে ।
হৃদয়-দেবতা র'য়েছ প্রাণে, মন যেন তাহা নিয়ত জানে,
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি, দুঃসহ লাজে ।
সব কণরবে সারা দিনমান শুনি অনাদি সঙ্গীত গান,
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে ;
নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে সকল কর্ষে সকল মননে
সকল হৃদয় তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে ।

১৮৫

আলোয়া—একতালা ।

এবার সেই ভাবে দিতে হবে দরশন,
যে দর্শনে মৃতপ্রাণে, নাথ, সঞ্চারে নবজীবন !
যে ভাবে ভক্ত-হৃদয়ে প্রেমালোক প্রকাশিয়ে
ভুলাইয়ে রাখ চির জীবনের মতন ;
বহে প্রেম অজস্রধারে, ভাসে প্রাণ সুখ-সাগরে,
স্বরূপ-মাধুর্য্য হেরে বিমোহিত হয় মন ।
ঘুটিবে সব সংশয়, দূরে যাবে পাপ-ভয়,
নির্মল হবে হৃদয়, জুড়াবে নয়ন ;
লজ্জা ভয় ত্যজিয়ে, আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে
ব'ল্বো সবে চক্ষু কর্ণের হ'য়েছে বিবাদ-ভঞ্জন ;

১৮৬

কীর্তনাজ—ঠুংরি ।

ঐ আসন তলের মাটির 'পরে লুটিরে রব,
তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধুসর হব ।
কেন আমার মান দিয়ে আর দূরে রাখো ?'
চির জনম এমন ক'রে ভুলিও নাকো,
অসম্মানে আন টেনে পায়ে তব—
তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধুসর হব ।
আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে,
স্থান দিওহে আমার তুমি সবার নীচে ;
প্রসাদ লাগি' কতই লোকে আসে ধ্যেয়ে,
আমি কিছু চাইব না ত রইব চেয়ে,
সবার শেষে যা' বাকি রয় তাহাই লব—
তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধুসর হব !

১৮৭

খাশাজ—একতালা ।

ওহে দয়াময় তোমার সেবায় যেন ঘাম মম এ পাপ-জীবন,
সর্বস্ব আমার যেন প্রাণাধার তোমারে করিতে পারি সমর্পণ !
মন যেন করে তব রূপ ধ্যান, মুখ যেন করে তব গুণ গান,
হস্তদ্বয় মম করে হে সাধন তব প্রিয়কার্য্য যেন অনুক্ষণ !
যখন যে দিকে ফিরিবে নয়ন, করে যেন তব মহিমা দর্শন,
যেন সদা তব নামানুকীর্তন শুনিতে উৎসুক রহে এ শ্রবণ ।
তোমার আদেশ করিতে পালন দিবানিশি যেন ছুটে ছ'চরণ,
যেন তব পায় সতত লুটায় মস্তক আমার করিতে বন্দন ।
অঞ্জলি ঢালিতে যেন তব পায়, প্রেম-ফুল মম হৃদয় ফুটায়,
রিপুগণ সবে সেবকের প্রায়, করে যেন তব পূজার আয়োজন ।
যতদিন আমি জীবিত রহিব, তোমার সেবায় সব নিয়োজিব,
মৃত্যুভয়ে কভু ভীত নাহি হব, মৃত্যু তব সাথে ঘটাবে মিলন ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

১৮৮'

হাসীর—তেওরা ।

কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাই,
দূরকে ত্যজিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই ।

পুরাণে আবাস ছেড়ে চলি যবে,

মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,

নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন সে কথা যে ভুলে যাই ।

জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে যখনি যেখানে লবে,

চিরজনমের পরিচিত ওহে তুমিই চিনাবে সবে ;

তোমারে চিনিলে নাহি কেহ পর,

নাহি কিছু মানা, নাহি কোন ডর

সবারে মিলায়ে জাগিতেছ তুমি, দেখা যেন সরা পাই ।

১৮৯

দেশ মল্লার—কাওয়ালী ।

আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহ-দীপখানি আলো হে,

সব দুঃখ শোক সার্থক হোক লভিয়া তোমারি আলো হে ।

কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার মিলাবে ধন্ত হ'য়ে,

তোমারি পুণ্য আলোকে বসিয়া সবারে বাসিব ভালো হে ।

পরশমণির প্রদীপ তোমার, অচপল তার জ্যোতিঃ,

সোণা ক'রে লবে পলকে আমার সকল কলঙ্ক কালো ;

আমি যত দীপ জালিয়াছি, তাহে শুধু জালা শুধু কালী,

আমার ঘরের ছায়ায় শিয়রে তোমারি কিরণ ঢালো হে ।

১৯০

স্মরণ মল্লার—একতালা ।

কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার !

(কবে) হ'য়ে পূর্ণকাম ব'ল্ব যীশু নাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার ।

কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন, কবে যাব আমি প্রেম-নিকেতন,

সংসার বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাজ্ঞানে যাবে লোচন আঁধার !

কবে পরশমণি করি' পরশন, লৌহময় চিত হইবে ক্লান্ধন,

যীশুময় বিশ্ব করিব দর্শন—লুটাইব ভক্তি পথে অনিবার ।

কবে যাবে অসার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,

কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম পরিহরি অভিমান লোকাচার !

মাথি' সর্ব অঙ্গে ভক্ত পদধূলি, তুলে ল'য়ে কাঁধে বৈরাগ্যের ঝুলি,

বাহিরিব পথে ছই বাহু তুলি', যীশু নাম দেশে করিব প্রচার ।

পর-সেবা তরে পরাণ সঁপিব, প্রেম সাগরে নিমগ্ন রহিব,

আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, যীশু পদে নিত্য করিব বিহার ।

১৯১

মিশ্র বেলাওল—ঝাঁপতাল ।

শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন,

এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন ।

কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁথি যেন মুছে যায়,

যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন ।

কত শত আছে দীন, অভাগা আলয়হীন,

শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন ;

পাপে যারা ডুবিয়াছে যাবে তারা কার কাছে,

কোথা আর পথ আছে, দাঁও তারে দরশন ।

১৯২

পাহাড়ী—আড়াঠেকা !

কবে এ হৃদয় নাথ একেবারে তোমার হবে,
তব ইচ্ছায় মম ইচ্ছা সমভাবে মিলে যাবে ?
অবাধ্যতা অবিশ্বাস নিঃশেষে হবে বিনাশ,
ঘৃচিবে ভবের ত্রাস, পাপ-ভৃষ্ণা দূরে যাবে ।
ক্লেশরূপ সর্বক্ষণ করিব হে নিরীক্ষণ,
ভুলে এ পোড়া নয়ন পাপ-মূর্তি না হেরিবে ।
শুনিবে তব বচন নিরন্তর এ শ্রবণ,
তব পদ আগিঙ্গন ক’রে প্রাণ সুখী হবে ।
সুখী কিংবা দুঃখী হই তাতে মম ক্ষতি নাই,
তব ইচ্ছা পূর্ণ চাই আমাতে সম্পূর্ণ ভাবে ।
তোমাতে মম অন্তর দয়া করি’ পূর্ণ কর,
স্বার্থভাব দূর কর, নাশ পাপ ইচ্ছা সবে ।

১৯৩

জয়জয়ন্তী—বাঁপতাল ।

কে আর আছে নাথ আমার তোমা বই ?
স্বর্গ কি ধরায় প্রাণ কারে চায় ?
আমার হৃদয়ের সুখ দুঃখ তোমা বই আর কারে কই ?
আমি কি সম্পদে কি বিপদে ভাবি বল কার পদে,
জাগে কার রূপরাশি এ হৃদে ?
পাতকী জীবন ! মানব তারণ !
আমি কার ক্লেশ পানে চেয়ে এ পোড়া আঁখি জুড়াই ?

নাথ যারে সবে ঘৃণা করে হেন অধম পাতকীরে
 কে বল গো রাখে সদা অন্তরে ?
 আমার কারণ কাঁদে কার মন ?
 আমি কার কোলে মাথা রেখে কৈদে সদা স্মৃতি হই ?
 আমার হৃদয় জ্বলিলে পরে ডাকি কার নাম ধরে
 কে তোষে গো মধুর রবে আমারে ?
 বিপদ সময় উদ্ধারে আমায় ?
 আমি কার বরে অনিবার রণ মাঝে জয়ী হই,?

১৯৪

বাউলের সুর — দাদরা ।

তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ লহ !
 এবার তুমি ফির না হে হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহ ।
 যে দিন গেছে তোমা বিনা তারে আর ফিরে চাহিনা,
 যা'ক সে ধুলাতে ;
 এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে যেন জাগি অহরহ ।
 কি আবেশে কিসের কথায় ফিরেছি হে যথায় তথায়—
 পথে প্রান্তরে ;
 এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে তোমার আপন বাণী কহ ।
 কত কপুষ কত ফাঁকি এখনো যে আছে বাকি
 মনের গোপনে ;
 আমায় তার লাগি' আর কিন্নরো না, তারে আগুন দিয়ে দহ

শ্রীষ্ট-সঙ্গীত

১৯৫

থাঙ্গাজ—একতারা ।

তোমাতে ছাড়িয়ে প্রসাদ তোমার লভিতে নাথ হে চাহি না,
তোমা ছাড়া যদি থাকে সুখ আর, নাহি তাহে মোর বাসনা ।
ভুলিব না আর শুধু খেলনায়, আশিস্ নিমিষে ফুরাইয়া যায়,
নাহি যদি দিবে নাথ হে তোমায়, আর কিছু তবে দিও না ।
চাহিনা বাকব্ চাহিনা বিভব, চাহিনা স্বরগ চাহিনা গৌরব,
নাহি যদি পাই হৃদয়ে তোমায়, প্রাণের পিপাসা যাবে না !

১৯৬

থাঙ্গাজ—একতারা ।

সকল বাসনা নাশ হে মম, একই বাসনা কেবল রাখিও,
তুমি দিবস যামিনী আলোকে আধারে হৃদয় জুড়িয়া থাকিও ।
সকল উপায় কর নাশ, শুধু তোমাতেই মম আশ,
সকল আশ্রয় ভেঙ্গে যাক নাথ, তুমি শুধু মোর রহিও ।
সকল ছয়ার করি' রোধ একই ছয়ার খুলে দেও,
রাখ সে ছয়ার খোলা তব পানে, তুমি শুধু তাহে পশিও ।
সকল পথ থাক রোধিয়া, একই পথ রাখ খুলিয়া,
যাব-বিপদে আপদে তোমারি কাছে, তব আশ্রয়ে ঢাকিও ।

১৯৭

ভৈরবী—একতারা ।

তোমাতে না পেলে মিটিবে না মোর প্রাণের গভীর তৃষা,
যাবে না বাতনা হৃদয় বেদনা, পূরিবে না নাথ প্রাণের আশা ।
দাও অপসারি মোহ আবরণ, খুলে দাও নাথ ঝঙ্খি,
প্রেমের নয়নে তোমার মাধুরী প্রাণ ভ'রে আমি দেখি ;
তুমি হে বাহারে দাও দরশন তার সকল জনম সকল জীবন,
লভিয়া তোমার প্রেম আলিঙ্গন মিটে তার সব প্রাণের পিদ্বাসা ।

১৯৮

কীর্তনাম—একতালা ।

তোমায় ভুলিতে পারি না অথচ বরি না—
 একি প্রভু নিরানন্দ !
 তোমায় ছাড়িতে চাহি না, রাখিতে পুরি না—
 সদসতে একি বন্দ !
 আমার এ হীন বিরাগ দূর ক'রে দাও—
 অহুরাগে কর পূর্ণ !
 মম কুণ্ঠিত চিত নুণ্ঠিত কর—
 এ দ্বিধা কর হে চূর্ণ !
 কঠিন হৃদয় ভেঙ্গে ফেলে তুমি
 পশ এ হৃদয়ে মম—
 আমি পরাণ ভরিয়া তোমায়ে সেবিয়া
 করি এ জীবন ধন্য !

১৯৯

ইমন কল্যাণ—তেওরা ।

আকুল আবেগে প্রাণ তোমারি পানেতে ধায়,
 তোমারি অনন্ত প্রেমে মিশিতে ছুটিয়া যায় ।
 ভবের ভাবনা ভুলে, আপনা হারায়ে ফেলে,
 তোমারি চরণ তলে পড়িয়া থাকিতে চায় ।
 কে আমি কোথায় ছিলাম, তুমি তো আনিলে ধ'রে,
 তুমি তো আদর ক'রে ডাকিলে আমার ;
 তুমি তো মুছালে মোর কলুষ কালিমা ঘোর,
 শিথালে ভকতি ভরে লুটাতে তোমারি পায় ।
 উঠিল উজ্জল ভাতি—পূত আশায় জ্যোতিঃ—
 আঁধার হৃদয়ে মোর, হে দীন তারণ ।
 ছুটিল মোহের ঘোর, টুটিল বাসনা ডোর,
 চিনিমু তোমায়ে প্রভু তোমারি মহা কৃপায় ।

২০০

বিভাস—একতালা ।

দুঃখে অনাহারে, বিপদ আঁধারে, ফেল যদি মোরে, হে দীন-শরণ !
 বিপদভঞ্জন মুরতি তখন হৃদয় মাঝারে দিও দরশন ।
 নিজে দুঃখী হ'য়ে পরমুখ লাগি' থাকি যেন আমি সদা অমুরাগী,
 আপনি কাঁদিয়ে, দয়ার্দ্রি হৃদয়ে, পরদুঃখ-অশ্রু করিব মোচন ।
 দুঃখ দাবানলে পুড়ে যদি প্রাণ, দুঃখে দুঃখে দিন হয় অবসান,
 তাহে যেন নাহি হই অধোগামী, কঠোর-হৃদয় কখন ;
 দুঃখের ভিতরে হেরি' তব মুখ পাসরিব সব আপনার দুঃখ,
 কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া বলিব, তব শুভ ইচ্ছা হউক পূরণ ।

২০১

মিশ্র ইমন কল্যাণ—ঝাম্পক ।

দুঃখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে—
 যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করি' ধরিব হে ।
 আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী,
 তোমারে তবু চিনিব আমি,
 মরণ রূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি' মরিব হে—
 যেমন করে দাওনা দেখা, তোমারে নাহি ডরিব হে ।
 নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে,
 বাজিছে বুকে, বাজুক তব কঠিন বাহু বাঁধনে হে ।
 ' তুমি যে আছ বক্ষে ধ'রে
 বেদনা তাহা জানাক্ মোরে,
 চাবনা কিছু, কবনা কথা, চাহিয়া রব বদনে হে—
 নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে ।

২০২

বাগেত্রী—তেওরা ।

নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে ওগো অন্তরযামি,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমাতে হেরিব আমি,

ও গো অন্তরযামি !

জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে, তোমার চরণে নমিয়া পূলকে,
মনে ভেবে রাখি দিনের কৰ্ম্ম তোমাতে সঁপিব স্বপ্নমি,

ও গো অন্তরযামি !

দিনের কৰ্ম্ম সাধিতে সাধিতে ভেবে রাখি মনে মনে,
কৰ্ম্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলায় বসিব তোমারি সনে;
দিন অবসানে ভাবি ব'সে ঘরে—তোমার নিশীথ বিরাম-সাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা নীরবে যাইবে নামি,

ও গো অন্তরযামি !

২০৩

ঝিঁঝিট—একতুলা ।

পাদ প্রান্তে রাখ সেবকে

শান্তি-সদন সাধন-ধন দেব-দেব হে

সর্বলোক পরমশরণ, সকল মোহ কলুষহরণ,

দুঃখতাপবিঘ্নতারণ, শোক-শান্ত-মিথু চরণ,

সত্যরূপ প্রেমরূপ হে, দেব-মহুজ-বন্দিত-পদ বিশ্বভূপ হে !

হৃদয়ানন্দ পূর্ণ হৃন্দু, তুমি অপার প্রেমসিদ্ধ,

যাচে তুষিত অমিয় বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু,

প্রেমেন্দ্রে চাহ সেবকে, বিকশিতদল-চিহ্নকমল হৃদয়-দেব হে !

পুণ্যজ্যোতিঃ পূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন;

সুধাগন্ধ মদিত পবন, ধ্বনিতগীত হৃদয় ভবন,

এস এস শূন্ত জীবনে, মিটাও আশ সব তিয়ায অশ্রুত প্লাবনে !

দেহ জ্ঞান. প্রেম দেহ, শুদ্ধচিত্তে বরিষ স্নেহ,

ধন্ত হোক হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক সকল গেহ ।

২০৪

কেদারা—একতালা ।

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে,
চির পথের সঙ্গী আমার, চিরজীবন হে ।
তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার, বন্ধন ডোর,
দুঃখ সুখের চরম আমার, জীবন মরণ হে ।
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে ;
ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হ'তে চিন্তে বিহার,
অস্ত-বিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে ।

২০৫

ইমন কল্যাণ—একতালা ।

এই ক'রেছ ভালো, নিষ্ঠুর, এই ক'রেছ ভালো !
এমনি করি হৃদয়ে মোর তীব্র দাহন জ্বালো ।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো ।
যখন থাকে অচেতনে এ চিন্তা আমার,
আঘাত সে যে পরশ তব, সেই ত পুরস্কার ;
অন্ধকারে মোহে লাজে চক্ষু তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন ক'রে আমার বত কালো ।

২০৬

কীর্তন ।

প্রভু এস হে হৃদি মন্দিরে—

তোমায় দীন হীন সন্তানে ডাকে পিতঃ । (পাপে কাতর হ'য়ে)

(ওহে দয়াল পিতা)

এসে তাপিত হৃদয় শীতল কর, (ওহে শান্তি দাতা)

একবার দেখে জীবন সফল করি । (অপরূপ রূপ)

এস পাপীরে পবিত্র কর ।

আমার বড় সাধ আছে মনে তোমায় হেরিব প্রেম নয়নে ।

একবার হৃদয় মাঝে উদয় হও, হ'য়ে দীন হীনের পূজা লও ।

তোমায় পাবার আশে আমরা ডাকি সবে,

দাসের বাসনা পূরাতে হবে । (বাঞ্ছা পূর্ণকারী)

২০৭

আলেক্সা খাযাজ—ঠুংরি ।

প্রসন্ন বদনে, প্রিয় সম্বোধনে, ডাকিছ পতিত মানব সন্তানে ।

শুনিলে তোমার মধুর বচন, হেরিলে তোমার ও প্রেম আনন,

দুঃখ যায় দূরে, হৃদি সরোবরে উঠে প্রেম তরঙ্গ আশা-পবনে ।

আহা কি স্নেহের কোমল প্রকৃতি, বিতরিছ কত সুখ শান্তি প্রীতি ;

দাও দাও ঢালিয়ে তাপিত হৃদয়ে, করি হে মিনতি, প্রণতি চরণে ।

২০৮

ছায়ানট—একতালা ।

হে সখা মম হৃদয়ে রহ ।

সংসারের সব কাজে, ধ্যানে জানে, হৃদয়ে রহ ।

নাথ, তুমি এস ধীরে, সুখ দুঃখ হাসি নয়ন নীরে,

লহ আমার জীবন ঘিরে ;

সংসারের সব কাজে, ধ্যানে জানে, হৃদয়ে রহ ।

শ্রীষ্ট-সঙ্গীত

২০৯

ইমন ভূপালী—একতালা ।

ভুবনেশ্বর হে

মোচন কর বন্ধন সব মোচন কর হে ;
(প্রভু) মোচন কর ভয়, সব দৈন্য করহ লয়,
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত কর নিঃসংশয় ;
তিমির-রাত্রি, অন্ধ যাত্রী,
সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে ।

ভুবনেশ্বর হে

মোচন কর জড় বিষাদ মোচন কর হে ;
(প্রভু) তব প্রসন্ন মুখ সব দুঃখ করুক স্থখ,
ধূলি-পতিত দুর্বল চিত করহ জাগরুক ;
তিমির-রাত্রি, অন্ধ যাত্রী,
সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে ।

ভুবনেশ্বর হে

মোচন কর স্বার্থপাশ মোচন কর হে ;
(প্রভু) বিরস বিকল প্রাণ, কর প্রেম-সলিল দান,
ক্ষতি-পীড়িত শক্তি চিত কর সম্পদবান ;
তিমির-রাত্রি, অন্ধ যাত্রী,
সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে ।

২১০

সাহানা—কাঁপতাল ।

ভয় করিলে যারে না রহে জগতে ভয়,
সতত স্মরণ কর রে মম চিত তাঁহায় ।
যিনি বিশ্ব-অধিপতি, অনন্ত যার শক্তি,
রাখ তাঁর শ্রীপদে মতি, ভুলনা যেন তাঁহায়,
শোক দুঃখ বিপদেতে তিনি রে তব সহায় ।
গালীল-বারিধি-নীরে রঞ্জন যিনি পিতরে,
অর তাঁর অভয় স্বরে, পাপ তাপ হবে লয়,
শান্তিতে পুরিবে চিত, পলাবে মরণ-ভয় ।

২১১

পাহাড়ী—আড়াঠেকা ।

মম আশা ওহে নাথ চিরদিন কি মনেই রবে,
তুমি না পুরালে আশা বল আর কে পূর্যবে ?
মরিষ্ম সম তব পদতলে প'ড়ে রব,
তোমার মধুর রব হৃদি শীতল করিবে ।
রাখি শিরঃ তব বৃকে বোহনের মত স্নেহে,
নিরখিয়া তব মুখে আঁখি আশ মিটাইবে ।
বলিব মনের কথা, হৃদয়ের যত ব্যথা,
শুনে সে সব বারতা তুমি সাশ্বনা করিবে ।

২১২

সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল ।

রাখ হে অধীনে নাথ, প্রতি পদে প্রতি ক্ষণে,
দুর্বল অজ্ঞান আমি, দেখিতে নারি নয়নে ।
তোমার প্রশস্ত করে ধর মম ক্ষীণ করে,
চালাও আমারে ধ'রে অমর-ভবন পানে ।
তুমি জান মম বল, ওহে দুর্বলের বল,
তুমি হও আমারি বল, পূর্ণ কর দিব্য জ্ঞানে ।
এখন আমি চল্ব নাথ ধরিয়া তোমার হাত,
তুমি থাক্লে আমার সাথে ভীত না হইব মনে ;
যে করে প্রকাণ্ড বিক্ষে চালাইছ বিনা ক্লেশে,
সে কর প্রতি নিমিষে অবশ্য রক্ষিবে দীনে ।

২১৩

সিন্ধু ভৈরবী—ঝাঁপতাল ।

যদি এ আমার হৃদয়-ছয়ার বন্ধ রহে গো কভু,
 দ্বার ভেঙ্গে তুমি এস মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু !
 যদি কোন দিন এ বীণার তারে তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে,
 দয়া ক'রে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ।
 যদি কেনো দিন তব আঁহানে স্তম্ভি আমার চেতনা না মানে,
 বজ্র বেদনে জাগায়ো আমারে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ।
 যদি কেনো দিন তোমার আসনে আর কাহারেও বসাই যতনে,
 চিরদিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ।

২১৪

ভৈরবী—একতাল ।

যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,
 তব শাসন বাক্য মাথায় করিয়া রাখি,
 কে যেন সে দিন আঁখি-তারকায় মোহন-তুলিকা বুলাইয়া যায় ;
 সুন্দর ভব, সুন্দর সব, যে দিকে ফিরাই আঁখি ।
 ফুটতর ঐ নভো নীলিমায়, উজ্জলতর শশধর ভায়,
 স্তম্ভুরতর পঞ্চমে গায় কুঞ্জভবনে পাখী ।
 হৃদয়ে পাই নব বল, দূরে যায় যত ক্ষুদ্রতা ছল,
 কে যেন বিশ্ব-প্রেম সরল প্রাণে দিয়ে যায় মাখি' ।
 যেন তোমার পুণ্য পরশ ক'রে তোলে এই চিত্ত সরস,
 উথলিয়া উঠে বক্ষে হরষ, বিবশ হইয়া থাকি ।

২১৫

কীর্তনাজ—একতালা ।

যীশু করুণা কর কিঞ্চিত—আমায় কোবোনা রূপাবস্থিত,
কত আশা কোরে এসেছি নাথ (রূপা পাবো বোড়াল) (তব চরণতলে)
বড় আশা কোরে এসেছি নাথ ।

আমি পিপাসিত চাতকের মত—আমি দীনহীন কান্ধালের মত
আছি চেয়ে তব আশাপথ (দয়া পাবার আশে) (ভিত্তিময় বেষে)
আছি চেয়ে তব আশাপথ ।

আমার মন-আশা তুমি না পূরালে—আমার মনোমুগ্ধ প্রভু না মিটালে
তোমায় ছাড়বো নাকো কোনও কালে (তোমার চরণ-কমল আমি)
(তোমার পদযুগল) আমি ছাড়বো নাকো প্রাণও গেলে ।

আমায় দাও হে শরণ ও চরণ তলে—আমায় তাকো না পাতকী বোলে,
অধম যাবে ত'রে চরণ পেলে (ওগো অধমচারণ) (ওগো কান্ধাল শরণ)
কান্ধাল যাবে ত'রে চরণ পেলে ।

২১৬

আলোয়া—একতালা ।

যীশু দেও হে চরণ,
পাতিয়া রেখেছি দেখ হৃদয় আসন ।
অধর্মের রাশি পুরেছিল মনে, দূর ক'রে যীশু আপনার গুণে,
ধুইলে রুধিরে এই পাতকীরে, তাই পরিকৃত এখন ।
তুলেছি বিমল প্রেমরূপ প্রস্থন, মাথিয়াছি দিয়া ভকতি-চন্দন,
পূজিব যতনে, এস হৃদাসনে, জুড়াইব এ জীবন ।
জানি নাথ আছে কত পাপ আমার, তা হ'তে তো দয়া অধিক তোমার,
কেন তা না হ'লে ক্রুশেতে সহিলে যাতনা পাপীর কারণ ।
ভয় চূর্ণ মন তুমি ভালবাস, তাই বলি নাথ এ হৃদয়ে এস,
কর অধিকার হৃদয় আমার, হৃদে থাক অমুক্ষণ ।

২১৭

ভৈরবী—একতালা ।

বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শক্তি,
সকল হৃদয় লুটায় তোমারে করিতে প্রণতি ।
সরল স্বপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব দমিতে, খর্ব করিতে কুমতি ।
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে, জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে চিত্তের চিরবসতি ।
তব কাজ শিরে বহিতে, সংসার-তাপ সহিতে,
ভব-কোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি ।
তোমার বিশ্ব ছবিতে তব প্রেমরূপ লভিতে,
এহ তারা শশী রবিতে হেরিতে তোমার আরতি ।
বচন মনের অতীতে ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে শুনিতে তোমার ভারতী

২১৮

আলিয়া—একতালা ।

সদা তুমি আছ কাছে এ বিশ্বাস দেহ দাসে,
কি আলোকে কি আধারে কি রজনী কি দিবসে ।
পাপ-চিন্তা এলে মনে যেন প্রভু সেইক্ষণে
তোমায় উপস্থিত জেনে হৃদয়েরে রাখি বশে ।
পাপাত্মা যখন মোরে ফেলিবারে চাহে ফেরে,
যেন তোমা পানে ফিরে রাখি দৃষ্টি তব ক্রুশে ।
একা হ'লেও একা নহি, এ বিশ্বাস আমি চাহি,
থাক ওহে ক্রুশবাহী এ পাণীর হৃদয়াকাশে ।

২১৯

আলোয়া—একতালা ।

স্মরিলে তোমাতে হৃদি ভাসে প্রেম সলিলে,
 প্রেমের হিল্লোল বহে স্বর্গের অনিলে ।
 পাপ তাপ অহঙ্কার, নিরাশার অন্ধকার,
 অসার প্রাণের ভার ডুবে যায় অতলে,
 হৃদি মাঝে শান্তিরাজে একমনে পূজিলে ।
 সংসারে বিদায় ল'য়ে, তোমাতে সংযত হ'য়ে,
 মুক্ত প্রাণে হির ধ্যানে তোমা পানে চাহিলে,
 হৃদয় প্লাবিত করি' সুধাসিন্ধু উথলে ।
 ওহে যীশু তব সম ভক্তের প্রিয়তম,
 বিশ্বমাঝে নিরুপম, কোথা পাই খুঁজিলে ?
 শান্তির অমৃত বরে তব নাম স্মরিলে ।

২২০

বসন্ত—একতালা ।

তোমারি প্রেম সতত জাগে ভক্ত হৃদয়ে স্বামি !
 শ্রবণে তার সদাই বাজে তোমারি অভয় বাণী ।
 আশ্রয় তার চরণে তব, ক্রুশ তার সম্বল সব,
 তোমারি ধ্যানে রহে সে প্রভু মগন দিবা যামিনী ।
 স্বজন সখা যদিও তারে একেলা ফেলি' চলিয়া যায়,-
 বিশ্বস্থষ্টি চরণ তলে যদি বা তারে দলিতে চায়,
 সে সব দুঃখ ভাবনা মিলে তাহারে তত টানিবে তুলে
 তোমারি শান্তি-আগার পানে—ভক্ত-আনন্দ-ভূমি ।

২২১

সিদ্ধ—তেওরা ।

হৃদয় বেদনা বহিয়া প্রভু এসেছি তব দ্বাবে ।
 তুমি অন্তর্গামী হৃদয়-স্বামী সকলি জানিছ হে,
 যত হৃৎ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট আর জানাইব কারে ।
 অপরাধ কত ক'রেছি নাথ মোহ-পাশে প'ড়ে,
 তুমি ছাড়া প্রভু মার্জনা কেহ করিবে না সংসারে ।
 সব বাসনা দিব বিসর্জন তোমার প্রেম পাথারে,
 সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব তব মিলন-অমৃত ধারে ।
 আর আপন ভাবনা পারিনা ভাবিতে, তুমি লহ মোর ভার,
 পরিশ্রান্ত জনে প্রভু ল'য়ে যাও সংসার সাগর পারে ।

২২২

আশা-ভৈরবী—ঠুংরী ।

বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি ;
 শুষ্ক হৃদয় ল'য়ে আছে দাঁড়াইয়ে উর্দ্ধমুখে নরনারী ।
 না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ, না থাকে শোক পরিতাপ,
 হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, বিষ দাও অপসারি ।
 কেন এ হিংসা ঘেব, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান অভিমান ?
 বিতর বিতর প্রেম পাষণ হৃদয়ে, জয় জয় হোক তোমারি ।

আত্মোৎসর্গ ও নির্ভর

— :: —

২২৩

বিভাস—একতালা ।

কেন রে ভাবনা ? কিসের ভাবনা ? পিতা সর্বাধিপ তাহা কি জান না ?
ভ্রাতা তাঁর দক্ষিণে তোমার কারণে করিছেন মিনতি, নাহি রে ভাবনা !
তিনি যে সঙ্কটে অতিশয় নিকটে আসি' করেন দূর সকল যন্ত্রণা,
বিশেষ প্রত্যাষে, দুঃখ রাত্রি শেষে আসি' নিজ দাসে করেন সাস্থনা ।
পৃথিবী স্বর্গের শক্তি অপার হ'য়েছে অর্পিত যাহার উপর,
স্বজন-কারণ ঈশ্বরনন্দন সঙ্গে সেই যীশু, নাহি রে ভাবনা !

২২৪

মিশ্র ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

কেমনে ভুলিব তাঁরে যে জন কভু ভুলে না,
কি সম্পদে কি বিপদে আমারে করে সাস্থনা ।
অনিবার যার নয়ন আমারে করে দরশন,
এক বার ভুলে কখন মুদিত কভু হয় না ।
দুঃখপোষ্য বালকেরে জননী ভুলিতে পারে,
তথাপি যীশু আমারে বিশ্বস্ত হ'তে পারেন না ।
মম তরে অনুক্ষণ জাগে রে তাঁহারি মন,
প্রহরী জাগে যেমন, সদাই চকিতমনা ।
যীশু, তুমি মম ভ্রাতা, বন্ধু রাজা পালক ভ্রাতা,
তব সম পাব কোথা, তোমায় ভুলিতে পারি না ।

ঐষ্ট সঙ্গীত

২২৫

পাহাড়ী—একতালা !

চির তব অনুগামী হব ওহে ত্রাণেশ্বর !
যথা রবে, আমি সেথা হব তব অনুচর ।
তোমা ছাড়ি' কোথা যাব ? কোথা হেন বন্ধু পাব ?
তব সম কেবা আর তুমিবে দুঃখিতান্তর ?
সংসার যাতনা ভয়ে রহি যবে মগ্ন হ'য়ে
তোমার সান্নিধ্য বাণী শান্তি বর্ষে নিরন্তর ।
শুনিলে তোমার রব যাতনা বেদনা সব
উপশম হয় কিবা ওহে শোক-দুঃখ-হর !
এ হেন বান্ধব জনে ছাড়িব না এ জীবনে ;
চিরদিন হও, নাথ, অনাথের ত্রাণেশ্বর ।

২২৬

খট্ট ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

জগৎ যত পার দাও যাতনা,

দিলাম বুক পেতে যাতনা সহিতে, তবু ত্রাণনাথে কভু ছাড়িব না !
আমি যে আর জগৎ ! নহি আপনার, বিক্রীত হ'য়েছি চরণে তাঁহার,
আমার যত দাম কেবল ঐষ্টনাম, সে নামে নিবারে আমার বেদনা ।
যীশুই আমার হৃদয়ের ঈশ্বর, যীশুই আমার কর্ণের পুষ্পহার,
যীশু মম ধন, যীশুই জীবন, কেমনে তাঁহারে ভুলি বল না !
তঁার সম ভাল কে বাসিবে মোরে, সহিবে যাতনা কেবা ক্রুশোপরে,
কেবা নিজ প্রাণ করিবে অর্পণ, তঁার সম কার আছে করুণা !
ঐষ্ট যীশু তরে সকলি সহিব, প্রাণ চাহ যদি তাহাও দিব,
তঁরবারি-ধার, অগ্নি পারাবার সে নাম ভুলাতে কভু পারিবে না ।

২২৭

পিলু—ঝাঁপতাল।

যায় যদি যাক্ প্রাণ তোমারি সেবার তরে,
সঁপিয়াছি এ জীবন চিরতরে তব করে।
বিষয়-ভোগ-বাসনা, জাগতিক সুখ নানা,
চাহি না চাহি না নাথ, থাক তুমি এ অন্তরে।
তব প্রেম প্রলোভনে, তোমারি স্নেহ-বন্ধনে,
ভুলাইয়া রাখ মোরে, রাখ নাথ চিরতরে।
ভয় ভাবনা যত নাশ জনমের মত,
থাক তুমি মম পাশে, যেও না যেও না দূরে।
মম জীবন-কাণ্ডারী হও প্রভু রূপা করি',
চালাও জীবন-তরী দুস্তর ভব-সাগরে।

২২৮

খটু ভৈরবী—একতালা।

আমার এই যাত্রা হল সুরূ এখন ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক ফিরবো নাকো আর,
তোমারে করি নমস্কার।
আমি দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাঁধা নাহি গণি
ওগো কর্ণধার
এখন মার্ত্তে: বলি ভাসাই তরী, দাওগো করি পার,
তোমারে করি নমস্কার।

* * * *

ঐষ্ট-সঙ্গীত

আমি নিয়েছি দাঁড় তুলেছি পাল, তুমি এখন ধর গো হাল
ওগো কর্ণধার
আমার মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন ভাবনা কিবা তার,
তোমাতে করি নমস্কার ।
আমি সহায় খুঁজে পরের দ্বারে ফিরব না আর বারে বারে
ওগো কর্ণধার
কেবল তুমিই আছ আমি আছি এই জেনেছি সার,
তোমাতে করি নমস্কার ।

২২৯

আলোয়া—একতারা ।

আমার যে সব দিতে হবে সে ত আমি জানি,
আমার যত বিত্ত, প্রভু, আমার যত বাণী ।
সব দিতে হবে ।
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কাণের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা ।
সব দিতে হবে ।
আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা হৃদয় পত্র পুটে .
গোপন থেকে তোমার পানে উঠবে ফুটে ফুটে,
এখন সে যে আমার বীণা, হ'তেছে তার বাঁধা,
বাজবে যখন তোমার হবে, তোমার সুরে সাধা ।
সব দিতে হবে ।
তোমারি আনন্দ আমার হৃৎথে সুরে ভ'রে
আমার ক'রে নিয়ে তবে নাও যে তোমার ক'রে ;
আমার ব'লে যা' পেয়েছি শুভক্লেশে যবে,
তোমার করে দেব তখন তারা আমার হবে ।
সব দিতে হবে ।

২৩০

খাম্বাজ—একতারা ।

আমারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কর হে তোমার তরী
 যাতে হয় মনোমত তেমনি করে লওহে গড়ি' ।
 এ তরুতে নাই ফুলফল, শাখাগুলি বাড়ছে কেবল,
 ক'রে আঘাত ভীবনমূলে লও আমারে ছিন্ন করি' ।
 শক্ত তারে ক'রবে ব'লে ফেলে রাখ রৌদ্রজলে,
 পুড়িয়ে তাকে বাঁকা করো যখন তুমি গড়বে তরী ।
 যাদের ধন আছে তাদের সোনার নায়ে কর'হে পার,
 আমার বুকে ক'রোহে পার যাদের নাইকো পারের কড়ি ।
 তোমার ঐ মাঝ গাঙ্গে এ তরীটি যদি ভাঙ্গে,
 তবে ঐ অতল হ'তে কুড়িয়ে নিয়ো দয়া করি' ।

২৩১

কাফি—ঝাঁপতাল ।

তুমি হে ভরসা মম অকুল পাথারে !
 আর কেহ নাহি যে বিপদভয় বারে,
 আঁধারে যে তারে ।

এক তুমি অভয়পদ জগৎ সংসারে,
 কেমনে বল দীনজন ছাড়ে তোমায়ে ।
 করিয়ে দুঃখ অন্ত শ্রবসন্ত হৃদে জাগে,
 যখনই মন আঁধি তব জ্যোতিঃ নেহারে ;
 জীবন সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা,
 তুষিত মনপ্রাণ মম ডাকে তোমায়ে ।

শ্রীষ্ট-সঙ্গীত

২৩২

আলোয়া—একতালা ।

নাথ ! তুমি সর্বস্ব আমার !

প্রাণাধার সারাৎসার, নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে আপনার বলিবার ।

তুমি সুখশান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য জ্ঞান বুদ্ধি বল,

তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার ।

তুমি ইহকাল তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল তুমি স্বর্গধাম,

তুমি শাস্ত্রবিধি গুরু কল্লতরু, অনন্ত সুখের আধার ।

তুমি হে উপায় তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি অষ্টা পাতা তুমি হে উপাশ্র,

দণ্ডদাতা পিতা স্নেহময়ী মাতা, ভবান্নবে কর্ণধার ।

২৩৩

বিভাস—একতালা ।

বড় সাধ মনে, ভক্তবৃন্দ সনে পশিব যীশুর হৃদয় কন্দরে,

আপনা ভুলিয়া মন প্রাণ দিয়া রহিব মজিয়া সে প্রেম সাগরে ।

সে চিত্ত হুয়ার মুক্ত অনিবার, কাতর বচনে ডাকে বারম্বার,

এস পরিশ্রান্ত, পাপভারাক্রান্ত, জুড়াবে পরাণ স্নানীতল নীরে ।

সে চিত্ত মাঝারে র'য়েছে সঞ্চিত নিখিলের তরে জীবন-অমৃত,

মানবের স্বর্গ সেথায় রচিত, উথলিছে প্রীতি হৃদি পারাবারে ।

মানব প্ৰস্তাপে দহিছে সে হৃদি, বহিছে বিশ্বের পাপতাপব্যাধি,

কলুষ কালিমা হরে নিরবধি, শোণিত সিঞ্জে জীবন সঞ্চারে ।

বিদীর্ণ সে হৃদে বিহার করিব, প্রেমসুধারসে বিগলিত হব,

দেহ প্রাণ মন তাঁরে সমর্পিব, মরিয়া বাঁচিব সে হৃদি মাঝারে ।

২৩৪

সাহানা—ঝাঁপতাল।

সকলই ত্যজিয়ে আমি গ্রহিণী ক্রুশ তোমার,
নিদ্দিত তাঁড়িত হ'তে নাহি ভাবি কিছু আর ।
জগত যদি আমারে স্নানভরে পরিহরে,
যদিও বন্ধু বান্ধবে কেহ নাহি হেরে,
তোমার সহায় আস্ত রহিল আমার ।
মানবে যত ষাতনা, দুঃখ অপবাদ নানা
দিবে, দিতে পারে, তাহে নাহি করি মানা,
বুক পাতি' লব নাথ কারণে তোমার ।
তুমি হে সব আমার, ধন মান জীবন সার,
আশা-লতা তব পদে রাখিছু এবার ;
নাথ তুমি চিরকাল রহিলে আমার ।

২৩৫

লুম ঝাঁঝিট—একতালা ।

সঁপিছু সকলি যীশু চরণে তব সাদরে,
তোমার ধন তোমায় দিয়া নিশ্চিন্ত রব অন্তরে ।
লহ মম অভিমান, লহ মম প্রিয় মান,
লহ মম বিজ্ঞা জ্ঞান, তোমারি সেবার তরে ।
লহ মম উচ্চপদ, লহ মম জ্ঞাতি-মুদ,
লহ মম হস্ত পদ, তোমারি সেবার তরে ।
লহ মম ধন জন, লহ মম পরিজন,
লহ মম প্রাণ ধন, তোমারি সেবার তরে ।
লহ মম ভালবাসা, লহ মম উচ্চ আশা,
লহ স্নেহের লালসা, তোমারি সেবার তরে ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

২৩৬

বাহার পঞ্চম—একতালা ।

কাঁহারে সাঁপিব মন ? তুমি জীবের জীবন !
তোমারি নিকটে আছে অনন্ত জীবন ধন ।
তুমি জগতের পতি, তুমি অগতির গতি,
তুমি হে স্বর্গের দ্বার, তুমি হে নরতারণ ।
তুমি অমর অক্ষয়, তুমি প্রভু মৃত্যুঞ্জয়,
তুমি হে বিশ্বপালক, তুমি হে সৃষ্টি কারণ ।
তুমি ঈশ্বর নন্দন, তুমি কলুষখণ্ডন,
তুমি পতিতপাবন, পাপতাপবিনাশন ।

২৩৭

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

যীশু কি দিয়ে শোধিব ধার, কি আছে আমার,
ধন জন মন প্রাণ সকলি তোমার ।
আমার ত্রাণের তরে প্রাণ দিলে ক্রুশোপরে,
সহিলে সহস্র কষ্ট কারণে আমার,
শত্রু হুঁচকারী জনে করিলে উদ্ধার,
কত যে করুণা তব এক মুখে কত ক'ব,
তুমি হে করুণাময় প্রেমের পাথার !
কে বুঝিবে তব কৃপা অনন্ত অপার ?
তব ক্রীতদাস ক'রে রাখহে সদা আমারে,
এ জীবন কৃপা ক'রে কর অধিকার,
সর্বস্ব গ্রহণ কর—আমি যে তোমার ।

২৩৮

ঝিঁঝিট—একতাল।

যায় যেন মোর সকল ভালবাসা
 প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে !
 যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
 প্রভু, তোমার কানে তোমার কানে, তোমার কানে ।
 চিন্তা মম যখন যেথায় থাকে, সাড়া যেন দেয়' সে তোমার ডাকে,
 যত বাঁধা সব টুটে যায় যেন
 প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে ।
 বাহিরের এই ভিক্ষাভরা থালি এবার যেন নিঃশেষে হয় থালি,
 অন্তর মোর গোপনে যায় ভ'রে
 প্রভু, তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে ।
 হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর, এ জীবনে যা কিছু সুন্দর,
 সকলি আজ বেজে উঠুক সুরে,
 প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে ।

সাক্ষ্য

—:~:—

২৩৯

আলোয়া—একতাল।

এমন ~~কুসংস্কার~~ ত্রাতায় কদাচ না ভুলিব,
 বিপদে সম্পদে প্রভুর সঙ্গ নাহি ছাড়িব ।
 যিনি মম ত্রাণ লাগি' ঈর্ষ্যহ যাতনাভাগী,
 রোগ শোক তাপে আমি তাঁর সেবা করিব ।
 যে জন আমার তরে প্রাণ দিলেন ক্রুশোপরে,
 আমি সে জীবনেশ্বরে অপ্রেমে কি ত্যজিব ?
 ক্রুশ ল'য়ে স্বকোপরে, মুক্ত কর্তে উচ্চৈঃস্বরে,
 প্রেমানন্দে প্রেমমগ্নের প্রেমগুণ গাহিব ।

২৪০

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

কি আশ্চর্য্য প্রেম, প্রভো, আমার প্রতি প্রকাশিলে,
ভুলবো না ভুলবো না কভু আমার এ প্রাণও গেলে !
অন্ধ, মূলা, খঞ্জ হ'য়ে ছিলাম মৃত্যুচ্ছায়ায় শুয়ে,
তুমি নিজ রূপা বলে মরণ হ'তে আনলে তুলে ।
তোমায় আমি ছিলাম ভুলে, তুমি কভু না ভুলিলে,
নয়নের তাঁরা ব'লে সতত মোরে রক্ষিলে ।
আমি নিরুপায় ব'লে বিনামূল্যে মুক্তি দিলে,
আপন'প্রাণ মূল্য দিলে, পাপ-প্লবণ শোধ করিলে ।
সেই অমর সিয়োনাচলে তুমি প্রাণের সখা হ'লে,
জয় যীশু, জয় যীশু ব'লে তোমার সঙ্গে যাব চ'লে ।

২৪১

বিভাস—কাওয়ালী ।

ভুলিতে কি পারি তাঁরে,
যিনি নিজ প্রাণ দিয়া তারিলেন অভাগারে ?
সেই নাথ মহীয়ান মম চিন্তা মম ধ্যান,
জীবন থাকিতে আমি ভুলিতে কি পারি তাঁরে ?
অপূর্ব্ব করুণা তাঁর, নাহিক তুলনা খার,
খুঁজিলে এমন প্রেম কোথা পাব এ সংসারে ?
নাহি চাহি কোন ধন, পেয়েছি যে প্রিয়জন,
কণ্ঠহার করি' আমি রাখিব নিয়ত তাঁরে ।

২৪২

বিভাস—আড়াঠেকা ।

সব হুঃখ যীশুর কাছে বল যে হৃদয় খুলে,
তাঁর সম স্নহদ তব কে আছে অবনীতলে ?

হৃদয় বেদনা যত নহে তাঁর অবিদিত,
 তিনি হুঃখপরিচিত হুঃখ ভুগেছেন ব'লে ।
 পাপভারে হ'য়ে ভারী ডুববে কি আশা তরী ?
 তিনি হবেন কাণ্ডারী, তারিবেন অকূলে ;
 পরীক্ষা ভয় চতুর্ভিত দেখে যদি হও ভীত,
 তাঁর বলবান হাত বাঁচাইবে অবহেলে ।
 মানব হৃদয় মাঝে যত শোক হুঃখ আছে,
 বলিলে তাঁহার কাছে মন প্রাণ খুলে,
 প্রণয়পূর্ণ বচনে সাস্থনা করেন মনে,
 তাঁর মধুস্বর শুনে হৃদে আনন্দ উথলে ।

২৪৩

মিশ্র ভৈরবী—একতালা ।

আঁধার ঘন কুহেলাবৃত দীন হৃদয় মাঝে
 কনক কিরণ ছড়ায়ে আজি খ্রীষ্ট তপন রাজে ।
 বিজ্ঞান পথে হারিয়ে পথ ভ্রমিতেছিহু একেলা আমি
 নিরাশ প্রাণে মলিন মুখে সারাটি দিন সারাটি রাত্রী—
 এহেন কালে প্রভুগো তুমি বক্ষে তুলিয়া লইলে,
 আদরে আঁখি মুছালে ।
 নিমেষে গেল পলায়ে দূরে প্রাণের ঘোর বেদনা সব
 টুটিল মোর ভ্রমণ-ভীতি মুখের পানে চাহিয়া তব,
 পুলক-ভরা হৃদয়ে শত তকতি-উৎস ফুটিল,
 আশায় প্রাণ পুস্কিল ।
 ধ'রেছ যদি রাখিও ধ'রে, যেন না দূরে ভ্রমিতে পারি,
 শক্তি দেহ চলিতে মোরে তোমারি পদ-চিহ্ন ধরি' ;
 জীবন ব্যাপী সময়ে মহা করিও বিজয়ী দীনে,
 মিনতি প্রভু চরণে ।

২৪৪

মিশ্র কিংকিট—একতারা ।

পেলেম জীবন বীণুর করুণায়,
আমি মরণে কি আর করি ভয় !
আমি যতদিন থাকিব ভবে,
আমার এ জীবনে প্রভু বীণুর গৌরব হবে,
গেলে পরলোকে মন স্মৃতে হেরিব সেই দয়াময় ।
আমি জানিয়াছি পাপের যাতনা,
পাপ কার্যোতে সদা দুঃখ, মনে শাস্তি থাকে না,
আমি পাপকে ছেড়ে, খ্রীষ্ট ধরে পেয়েছি নূতন হৃদয় ।

২৪৫

আলোয়া—কিংকিট—ঠুংরি ।

আমি দুঃখে স্মৃতে সদা তাঁরি মুখ চেয়ে রই,
এ সংসারে কেবা আমার প্রিয় বীণু বই ।
দুঃখের সময় হ'লে, তাঁরি কাছে যাই চলে,
চক্ষু দুটি মুছে দিলে সবই ভুলে রই ।
হ'য়ে সুখী সুখকালে ডাকি তাঁরে বীণু ব'লে,
মন কথা তাঁরে ব'লে আরও সুখী হই ।
বীণু আমার স্মৃতে সুখী, বীণু আমার দুঃখে দুঃখী,
বীণুর কাছে যত থাকি তত সুখ পাই ।

২৪৬

মিশ্র—একতালা।

জীবন্ত ঈশ্বর এই ত বর্তমান—

এ যে দেখিবার ধন অমূল্য রতন,

তৃপ্ত কি হয় মন করি' অহুমান' ? •

এই ত সর্বগত সকলের আশ্রয়, জাগ্রত প্রহরী পূর্ণ জ্ঞানময়,

এই ত পাপীর বন্ধু দীন-দয়াময়, পূর্ণকর্ণা পুরুষ প্রধান ! •

এই ত চিন্তামণি চিরন্তন ধন, এই ত দয়াল প্রভু হৃদয় রতন,

প্রাণের ঈশ্বর প্রাণের ভিতর, কোথা যাব আর করিতে সন্ধান ?

এই শত নিত্য সত্য পথ জীবন, মধুর প্রকৃতি প্রেমের গঠন, •

কিবা পুণ্যপ্রভা অপরূপ শোভা, শান্তিরসে ভরা প্রসন্ন বদন !

স্থানেতে এখানে, কালেতে এখন, প্রাণসখা আমার প্রিয় দরশন,

দেখিলে জুড়ায় তাপিত জীবন, হারালে হৃদয় হয় হে আশান ।

২৪৭

মিশ্র—একতালা।

হৃদয় মাঝে আসি' যীশু আধার ক'রেছ দূর—

আমার তাই এত সুখ, শান্তি আমার তাই এত মধুর !

জাগে প্রাণে কত আশা, বর্ণিবারে নাহি ভাষা,

উজল তোমার সত্যের প্রভায় দ্বিধা হ'য়েছে দূর—

আমার তাই এত সুখ, শান্তি আমার তাই এত মধুর !

আপদে আমায় রেখেছ ধ'রে, দিয়েছ নব শক্তি,

মুক্ত-বিপদ-চিন্তা প্লাবি' উঠে অমল ভক্তি,

তোমার কৃপার নাই ত শেষ, নাইকো তব ক্লান্তির লেশ,

শাসন তোমার ব্রাহ্ম পথে সুন্দর মধুর—

আমার তাই এত সুখ, শান্তি আমার তাই এত মধুর !

શ્રીષ્ટ-સર્જીત

२४६

বেহাগ—একতান।

আমি অকৃতী অধম ব'লেও তো কিছু কম ক'রে মোরে দাও নি !

যা দিয়েছ তারি, অন্যোয়া ভাবিয়ে কেড়েও তো কিছু নাও নি ;

তব আশিস-কুসুম ধরি নাই শিরে, পায়ে দ'লে গেছি, চাহি নাই ফিরে,

তবু দয়া ব'রে কেবলি দিয়েছ, প্রতিদান কিছু চাও নি।

আমি ছুটিয়া বেড়াই জানি না কি আশে, সুখা পান ক'রে মরি গো

তবু বাহা চাই সকলি পেয়েছি, তুমি তো কিছুই পাও নি ;

আমায় রাখিতে চাও গো বাঁধনে আঁটিয়া, শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া,

ভাবি ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি এক পাও ছেড়ে যাও নি।

পবিত্র বাপ্তিস্ম

—: (*):—

२४७

সুরট মল্লার—বাঁপতাল।

এনেছি শিশুরে যীশু, রাখ মোর স্নেহ-ধনে

রাখ তব স্নেহের বুকে, রাখ রাখ সযতনে ।

* * *

আলীক্বাদ কর এরে বুলাইয়া কর শিরে,

তোমার বাহুতে ধ'রে রক্ষা এরে নিশিদিনে ;

নিরাপদে রবে ব'লে দিতেছি তোমার কোলে,

লহ ধীশ কোলে তুলে মম এ অমূল্য ধনে ।

২৫০

ভৈরবী—ঠুংরি ।

তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শক্তি,
তোমার সেবার মহান হুঃখ সহিবারে দাও ভক্তি ।
আমি চাই তাই ভরিয়া পরাণ হুঃখের সাথে হুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহিনা মুক্তি ;
হুঃখ হবে মম মাথার ভূষণ, সাথে যদি দাও ভক্তি ।
যত দিতে চাও কাজ দিও, যদি তোমারে না দাও ভুলিতে,
অস্তর যদি জড়াতে না দাও জাল জঞ্জালগুলিতে ;
বাঁধিও আমারে যত খুঁসি ডোরে, মুক্ত রাখিও তোমা পানে মোরে,
ধুলায় রাখিও পবিত্র ক'রে তোমার চরণ ধুলিতে ;
ভুলায়ে রাখিও সংসার তলে, তোমারে দিও না ভুলিতে ।

* * *

২৫১

বেহাগ—চোতাল ।

ভয় হ'তে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দাও হে ।
দীনতা হ'তে অক্ষয় ধনে, সংশয় হ'তে সত্য সদনে,
জড়তা হ'তে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে ।
আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু তোমার ইচ্ছা মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে প্রভু তব মঙ্গল কাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে, সুখ হুঃখ হ'তে শান্তি জোড়ে,
আমা হাতে নাথ তোমাতে মোরে নূতন জনম দাও হে ।

২৫২

গারা ভৈরবী—ঝাঁপতাল ।

তাপিত হৃদয়ে আজি জল-সংস্কার লও,
পালিত পবিত্র বিধি অবনত শিরঃ হও ।
অনুতাপ শোক করি', পাপ ইচ্ছা পরিহরি,
ঐশ্ব-পুণ্যবস্ত্র পরি' হৃষ্ট মনে স্তুতি গাও ।
ঐশ্ব'ঈশ্বর তনয়, সবারে শোণিতে ক্রয়
করেছেন প্রেমময়, তাঁহারে হৃদয় দাও ।
সর্বতনে গুণনিধি রেখো মনে নিরবধি,
তাঁহার সরল বিধি পালিতে তৎপর হও ।

২৫৩

সাহানা—ঝাঁপতাল ।

আজি এ শিশুর তুমি দিলে নাম, তোমার করুণা ধন্ত !
জীবন-কুসুম ফুটিয়া উঠুক তোমারি পূজার জন্য ।
করুণা করিয়া ক্রুরে আপনার লহ লহ তুমি এ শিশুর ভার,
তোমার মতন কে আছে আপন এ ধরায় আর অন্য ।
করুণা করিয়া করিও শিশুর মধুর হৃদয় সরল মধুর,
যেন সর্বকালে হয় তব প্রিয় সন্তান বলিয়া গণ্য ।

পুণ্য সহভাগ

—:~:—

২৫৪

বাহার—বাঁপতাল ।

এতদিনে এ জীবনে মম আশা পূরিবে,
অস্তরের হুঃখ রাশি এত দিনে ঘুচিবে।
এই পুণ্য নিকেতনে আসিয়াছি নিমন্ত্রণে,
সুধাপানে আজি মোর মনোবাঞ্ছা মিটিবে ।
কিবা দিব্য আয়োজন ! হেরি' পুলকিত মন,
স্বর্গীয় মামায় হৃদি পরিতৃপ্ত করিবে ।
ত্রাণেশ্বর-কলেবর, পুণ্য রক্ত পাণহর,
কুটী দ্রাক্ষাবৃক্ষে আজি এ নয়ন হেরিবে ।
জীবন সফল হবে ভোজন করিব যবে,
হৃদয় নাথেরে পেয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশিবে ।

২৫৫

বাঁকিট—একতালা ।

তুমি হে স্বর্গীয় মামা, ভক্তের জীবন,
ক্ষুধিত তৃষিত জনে করাও ভোজন ।
জীবনদায়ী খাদ্য সত্য গ্রহণ করি নিত্য নিত্য,
তুমি হে পাপীর পথ্য, তোমাতে মম জীবন ।
সত্য দ্রাক্ষালতা তুমি, তব রক্তে সতেজ আমি,
দুর্বল সেবক, আমি, ল'য়েছি তব শরণ ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

ক্রুশপ্রতি দৃষ্টি করি' সর্বপাপ পরিহরি,
তুমি হে পাতকহারী, তার পাপী তাপী জন ।
তব প্রেমে সঞ্জীবিত কর সকলের চিত,
হবে তাঁহে পুলকিত তব অনুগত জন ।

২৫৬

ঝিঁঝিটমিশ্র—থেমটা ।

সবারে তারিতে যীশু ক্রুশে সঁপিলেন প্রাণ ।
পিতঃ অক্ষয় পবিত্র জীবন্ত সে বলিদান,
স্বর্গে সাধু সনে যীশু যাহা করেন প্রদান,
প্রভুগো মোরাও দিতেছি তাহা তোমার চরণে ।
এ পবিত্র বলিগুণে মোদের দেও প্রসাদ তোমার,
বজ্রবান্ধব, পীড়িত, মুমূর্ষু সবারে,
দেহ শান্তি দেহ' আলো মৃত বিশ্বাসী জনে ।

২৫৭

আশা-ভৈরবী—ঠুংরি ।

মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেমসুধা চলরে ঘরে ল'য়ে যাই,
সেথা যে কত লোক পেয়েছে কত শোক, তৃষিত আছে কত ভাই ।
ডাকরে তাঁর নামে সবারে নিজধামে, সকলে তাঁর গুণ গাই,
হৃৎখী কাতর জনে রেখোরে রেখো মনে, হৃদয়ে সবে দেহ ঠাই ।
সতত 'চাহি' তাঁরে ভোলরে আপনারে, সবারে কররে আপন,
শান্তি আহরণে, শান্তি বিতরণে, জীবন কররে বাপন ।
এত যে সুখ আছে কে তাহা গুনিরাছে, চলরে সবারে গুনাই—
বলরে ডেকে বল 'পিতার ঘরে চল, হেথায় শোক তাপ নাই' ।

২৫৮

বাহার—তিওট ।

যীশুর শোণিত-স্রোতঃ বহিছে অবিরত
তারিতে আমার মত পাপীয়ে ।
আমি শুনিলাম যীশুর স্বর—হও পাপি পরিষ্কার,
ডুব ডুব রে আমার ক্রুশ কুধিরে ।
আমি সে মধুর স্বর শুনে, ডুবিলাম ততক্ষণে
যীশুর সর্ব পাপহারী স্রোতঃ মাঝারে ।
মরি একিরে চমৎকার ! পাপী হয় পরিষ্কার,
এল স্বর্গ-সুখ নরক সম অন্তরে ।
গাবে অপূর্ব ক্রুশ-গান সর্বদা মম প্রাণ,
আমি জপিব যীশুর ক্রুশ অন্তরে ।

২৫৯

বেহাগ—রাঁপতাল ।

ফিরে যেও না যেও না এসে কাছে তাঁর,
অমৃত সদন ছাড়ি' কোথা যাবে আর ?
দেখনা চাহিয়ে নয়ন মেলিয়ে আশিস্ লইয়া প্রভু
নিকটে-তোমার ।
মধুর আহ্বান শুনিয়া তাঁহার কেমনে যাইবে দূরে আবার ?
জন-মন-হারী সেরূপ তাঁহারি নয়ন ভরিয়া দেখ দেখ একবার ।
তাঁর সম আর কে আছে আপন, তাঁর প্রেমপরশ
শীতল পরাণ,
তাঁর কাছে এলে জগত যাবে ভুলে, জীবন সার্থক হবে
প্রসাদে তাঁহার ।
শাস্ত্র বিত্তব সম্মুখে তোমার, পশ্চাতে নখর জগত অসার,
সে সুখ অপার করি' পরিহার চেও না চেও না ফিরে
পশ্চাতে আবার ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

২৬০

স্মরণ মল্লার—একতালা ।

থুলে গেল স্বর্গধামের ছয়ার, পাপী তাপী সবে আয়রে আয়,
বিষাদ কালিমা জড়ায়ে কেনরে, শুভক্ষণ দেখে বহিয়ে যায় ।
দেখ চেয়ে ঐ দিব্য বেদী'পরে খ্রীষ্ট সঁপিছেন প্রেমে আপনারে,
দিতে পরিত্রাণ সর্বমানবেরে, জগতের অশ্রু মুছাতে হয় ।
লহ লহ একে ভকতি তরে, অমৃতাপ-সুদৃঢ় হৃদয়-পুরে,
খ্রীষ্ট দেহ রক্ত বিশ্বাস ক'রে, সঁপে দেও প্রাণ তাঁহারি সেবায় ;
করি হে প্রার্থনা তব শ্রীচরণে—হে পিতা বীণুর সিদ্ধ বলিগুণে
দয়া কর সবে জীবন মরণে, রাখ স্মরণ চরণ ছায়ায় ।

২৬১

বাহার—একতালা ।

পিতার ছয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান,
এস ভাই এস প্রাণে প্রাণে আজি রেখে না রে ব্যবধান ।
সংসারের ধূলা ধুয়ে ফেলে এস, মুখে লয়ে এস হাসি !
হৃদয়ের থালে ল'য়ে এস ভাই প্রেম-ফুল রাশি রাশি ।
নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে রহিলে তাঁহারে ভুলে,
অনাথ জনের মুখ পানে আহা চাহিলে না মুখ তুলে ;
কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলো কত, ব্যথিলে পরের প্রাণ,
তুচ্ছ কথা নিষে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হ'ল অবসান ।
তঁরি কাছে এসে তবুও কি আজি আপনারে ভুলিবে না,
হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে হৃদয় কি খুলিবে না ?
লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমের অমৃত তাঁরি,
পিতার অসীম ধন রতনের সকলেই অধিকারী ।

২৬২

স্মরণ মল্লার—একতালা ।

এই লভিহু সঙ্গ তব স্মরণ হে স্মরণ,
 ধন্য হ'ল অঙ্গ মম পুণ্য হ'ল অন্তর ।
 আলোকে মোর চক্ষু ছুটি মুগ্ধ হ'য়ে উঠল ফুটি'
 হৃদগগনে পবন হ'ল সৌরভেতে মস্থর ।
 এই তোমারি পরশ রাগে চিত্ত হ'ল রঞ্জিত,
 এই তোমারি মিলনসুখা রইল প্রাণে সঞ্চিত ;
 তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি' লওহে মোরে,
 এই জীবনে ঘটালে মোর জন্ম জনমান্তর ।

২৬৩

বেহাগ খাম্বাজ—তেওরা ।

ওহে পতিত পাবন, একি করুণা তব !
 একি অসীম স্নেহ ! একি বিধান নব !
 কুণ্ঠীরে বাধিলে তুমি প্রেম-আলিঙ্গনে,
 পাপীর চরণ ধূলি লইতে যতনে,
 স'পিলে দেহ প্রাণ-ক্রুশের মরণে,
 শোণিত সিঞ্জে তব পুত মানব সব ।
 যে বলি হইল সিদ্ধ ক্রুশ-বেদী 'পরে
 অর্পিছ তা' পিতৃপদে পাপী ত্রাণ তরে,
 নামে সেই দেহ রক্ত স্বর্গধাম হ'তে,
 মৃত সঞ্জীবনী-সুখা, পাপীরে তরা'তে ;
 এস হে দয়াল মোর অশ্রু-ধৌত চিতে
 জীর্ণ মন্দিরে আজ হবে মহোৎসব ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

২৬৪

ভৈরবী—একতালা ।

খ্রীষ্ট থাক মম সাথে, থাক সম্মুখে পশ্চাতে,
বাহিরে চিত্ত নিভতে, খ্রীষ্ট রহ সর্বক্ষেপে ।
থাক দেহে মনে মম, খ্রীষ্ট সখা প্রিয়তম,
শত্রু মিত্র সর্বজনে খ্রীষ্ট রক্ষ দিনে দিনে !
বাঁধি আজি ত্রিভু নাম হৃদি' পরে বর্ষ সম,
যেন রঞ্জিত ত্রিভু প্রেম সর্ব অঙ্গে মনে প্রাণে ;
বহি' ত্রিভু নাম বলে শোক তাপ অবহেলে,
জিনিব সম্মুখ রণে সর্ব পাপ প্রলোভনে ।

২৬৫

ঝিঁঝিট—একতালা ।

দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু রূপাবিন্দু বিতর (দীনে)
আমার হৃদি-নিকেতনে কমল-চরণে দিবা নিশি প্রভু বিহর ।
পাপীর তরে ওহে জগৎপতি, সহিলে ক্ষুশে দারুণ-দুর্গতি,
দেহ রক্ত দানে, অগতির গতি, পাতক সস্তাপ হর ।
নয়নে তোমারে নাই বা হেরি, আছ হে জানি হৃদি আলো করি',
শ্লোণিত-প্রবাহে পবিত্র ক'রেছ, শীতল ক'রেছ অন্তর ।
এই কোরে প্রভু দীন দয়াময়, তোমায় আমায় যেন বিচ্ছেদ না হয়,
হৃদয় মাঝারে হওহে উদয় কুশলরূপে চিরসুন্দর ।

২৬৬

বিভাস—একতালা ।

পিতা! দেখ চাহি, যত দীনজন পদতলে তব মিলেছে এখন
লয়ে খ্রীষ্ট-বলি সিদ্ধ সনাতন মানব সস্তাপ কলুষ হরণ ।
পাপীত্রাণ তরে দেহ ভয় ধীর, তাঁরি বলিষ্ঠে হর পাপভার,
ইহ পরলোকে সকল জনার, তব খ্রীচরণে করি নিবেদন ।

২৬৭

লুম কিংকিট—একতালা ।

যে হাতে লইলু এবে দিবা খ্রীষ্ট দেহ রক্ত,
সেই হস্তে রয়ে যেন নিত্য পরসেবারত ।
যে কর্ণে পশিল এবে তব পুণ্য প্রেমকথা
তাঁহে নাহি পশে যেন হিংসা কলহ বারতা ।
যে-রসনা উচ্চারিল 'পবিত্র' গীতি বন্দনা,
তাহা যেন নাহি রচে কপট মিথ্যা ছলনা ।

পবিত্র বিবাহ

• —:~:— •

২৬৮

সিদ্ধু ভৈরবী—একতালা ।

হুজনে যেথায় মিলিছে, সেথায় তুমি থাক, প্রভু, তুমি থাক !
হুজনে যাহারা চলিছে, তাদের তুমি রাখ, প্রভু, সাথে রাখ !
যেথা হুজনের মিলিছে দৃষ্টি, সেথা হোক ভব সুধার বৃষ্টি,
দৌহে যারা ডাকে দৌহারে তাদের তুমি ডাক, প্রভু তুমি ডাক ।
হুজনে মিলিয়া গৃহের প্রদীপে জ্বলাইছে যে আলোক,
'তাহাতে হে নাথ, হে বিশ্বনাথ, তোমারি আরাতি হোক !
মধুর মিলনে মিলি' ছুটি হিয়া প্রেমের বৃক্ষে উঠে বিকশিয়া,
সকল অন্তত হইতে তাহারে তুমি ঢাক, প্রভু, তুমি ঢাক !

শ্রীষ্ট-সঙ্গীত

২৬৯

ভূপালী—কাণ্ডালী ।

যে তরলীখানি ভাসালে দুজনে আজি হে নবীন সংসারী,
কাণ্ডারী ক'রো তাঁহারে তাহার যিনি এ ভবের কাণ্ডারী ।
কাল পারাযার যিনি চিরদিন করিছেন পার বিরাম বিহীন,
শুভ যাত্রায় আজি তিনি দিন প্রসাদ পবন সঞ্চারি ।
নিয়ো'নিয়ো' চির জীবন-পাথেয়, ভরি' নিয়ো তরী কল্যাণে,
সুখে হুখে শোকে, আঁধারে আলোকে, যেও অমৃতের সন্ধানে ;
বাঁধা নাহি থেকে আলসে আবেশে, বড়ে বাক্য চল যেও হেঁচকি
তোনাদের প্রেম দিয়ে দেশে দেশে, বিশ্বের মাঝে বিস্তারি' ।

২৭০

বেহাগ ধামাজ—তেওরা ।

ওহে জগত-কারণ একি নিয়ম তব ! একি মহোৎসব ! একি মিলন নব !
গ্রহ ডাকিয়া গ্রহে মিলন মাগে, অণু অণুরে ডাকে চির অমুরাগে ;
হৃদয় হৃদয়ে ডাকে প্রেম সোহাগে, অখিল নিখিল ভরা একি আহ্বান রব ;
যে নিয়মে জীবগণ সুখ দুঃখ অন্ধ, প্রেম-পারিজাতে প্রভো, একি মকরন্দ !
হুইটী অন্তর তাই দূরাস্তর হ'তে করিছে শপথ আজ মিলি এক সাথে,
প্রেম হইবে রথী জীবনের রথে, তুচ্ছ দৈত্য, অতি তুচ্ছ বিভব ।

২৭১

নায়েকী কানেড়া—একতালা ।

হুইটী হৃদয়ে একটা আসন পাতিয়া বোসো হে হৃদয়নাথ ।
কল্যাণকরে মঙ্গল-ডোরে বঁধিয়া রাখহে দৌহার হাত ।
প্রাণেশ, তোমার প্রেম অনন্ত জাগাক্ হৃদয়ে চির বসন্ত,
যুগল প্রাণের মধুর মিলনে কর হে করুণা-নয়ন-পাত ।

সংসার-পথ দীর্ঘ দারুণ, বাহিরিবে ছুটি পাশ্চ তরুণ,
আজিকে তোমার প্রসাদ-অরুণ, করুক প্রকাশ নব প্রভাত ;
তব মঙ্গল তব মহত্ত্ব, তোমারি মাধুরী তোমারি সত্ত্ব,
দৌহার চিতে রহুক নিত্য নব নব রূপে দিগ্‌স স্নাত ।

২৭২

খাশ্বাজ—একতারা ।

সুখে থেকে আঁর সুখী ক'রো সবে, তোমাদের প্রেম ধন্য হোক ভবে,
সুখের পথে থেকে নিরন্তর, মহত্বের পরে রাখিও নির্ভর,
ঋণজ্যোতিঃ তাঁরে ঋণতারা কর, সংশয়-তিমিরে, সংসার অর্ণবে ।
চির শোভাময় প্রেমের মিলন মধুর করিয়া রাখুক জীবন,
হুঁজনার বলে সবল হুঁজন জীবনের কাজ সাধিও নীববে ।
কত দুঃখ আছে, কত অশ্রুজল, প্রেম-বলে তবু রহিও অটল,
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল সম্পদে বিপদে শোকে উৎসবে ।

পরলোক

— * —

২৭৩

বেহাগ—কাওয়ালী ।

তোমার অসীম প্রাণ মন ল'য়ে যত দূরে আমি যাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই ।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় সে দুঃখের কূপ,
তোমা হ'তে যবে হইবে বিমুখ আপনার পানে চাই ।
হে পূর্ণ তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি, নিশি দিন কাঁদি তাই ।
অন্তরঙ্গানি সংসার-ভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই ।

২৭৪

ভৈরবী—রাগপতাল ।

জানিহে যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা তরলী
লইবে মোরে ভব-সাগর কিনারে । (হে প্রভু)
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁড়াব আসি' তব অমৃত দুয়ারে । (হে প্রভু)
জানি হে তুমি যুগে যুগে, তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে ;
জন্ম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হইতে আলোকে,
জীবন হ'তে নিয়েছ নব জীবনে । (হে প্রভু)
জানি হে নাথ, পুণ্য পাপে হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়ন সমুখে ; (হে প্রভু)
আমার হাতে তোমার হাত র'য়েছে দিন রজনী
সকল পথে বিপথে, সুখে অসুখে । (হে প্রভু)
জানি হে জ্ঞানি, জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি' বিনাশ-ভয়-পাথারে ;
এমন দিন আসিবে, যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মত তুলিয়া লবে তাহারে । (হে প্রভু)

২৭৫

মিশ্র কেদারা—একতালা ।

ঐ যে দেখা যায় সিয়োনপুরী—

অনিন্দ্যাসুন্দর, ভব-বর্দ্ধন পারে তেজোময় ।
দীপ্ত রবীন্দ্র কোটি চন্দ্র ভাতি সুবর্ণ মণ্ডিত তোরণে,
রত্নরাজি সদা উজলিছে তারা-খচিত পথোপরি ।
নত পবিত্র কিরূব সিরাক, আলোক বসনে ভূষিত,
পক্ষ সাজে রূপরাশি ঢাকি বন্দে আনন্দে পাগহারী ;
স্বর্গ্য রশ্মি ফলিত সিংহাসনে রাজেন্দ্র সুখজ্যোতিঃ সুখ,
মেঘশিশু জয়ধ্বজা তুলি' নৃত্য করিছে নয় নারী ।

২৭৬

ঝাঁঝিট—একতালা ।

বিরাজে অদূরে স্বরগ মাঝারে ভবন তোমার তরে—
 যীশু স্বরধিরে, নয়নের নীরে, যতনে রচিলা তারে !
 প্রিয়জন যত হ'য়েছে বিগত, বর-বাহিত বাস-পরিহিত,
 রাখি শিরঃ স্নেহে আশ্রয় বৃকে চুষিছে চরণ করে ।
 রোগ শোক তাপ পশে না সেখানে, হানে না প্রাণ বিচ্ছেদের বাণে,
 বীণা ধরি' করে, ঘেরি' আশ্রয়ের ঝঞ্ঝারে মধুর স্বরে ।
 অক্ষয় কিরীটে শিরঃ স্নোভিত, শুভ্র বসন অঙ্গে পরিহিত,
 প্রভাতীয় তারা কিবা মনোহরা শোভিছে তাদের শিরে ।

শিশুদের গীত

—:~:—

২৭৭

ঝাঁঝিট—একতালা ।

শিশু-প্রেমী যীশু প্রাণ প্রিয়তম, মিলি সবে মোরা যত শিশুজন
 হরষিত চিতে ভকতি প্রেমেতে করিহে বন্দনা তব শ্রীচরণ ।
 স্বর্গ ছিল তব সিংহাসন, দূতগণ জয়ধ্বনি করি'
 গাহিত তব মহিমা-গীতি তুলিয়া স্তব্ধ লহরী ।
 তাজি' তাহা পাপীর কারণ নর বংশে ~~অজ্ঞান~~ জনম,
 নর সাথে করিলে বসতি, প্রেম তব অতি অনুপম ।
 অন্ধজনে তুমি দিলে নেত্র, থগ্গজনে চরণের গতি,
 বধির জন পাইল শ্রবণ, মুকে দিলে বচন শক্তি ।
 মৃতজনে তুমি দিলে প্রাণ, দুঃখীজনে হৃদে সাস্থনা,
 অপরাধ প্রেম দেখাইয়া ঘুচাইলে ভবের যন্ত্রণা ।
 ক্রুশে দিলে আপনারে বলি প্রায়শ্চিত্ত করিতে সাধন,
 মৃত্যু জিনি' করিয়া উত্থান দিলে নরে অনন্ত জীবন ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

২৭৮

থাইজ—একতারা ।

ছোট শিশু মোরা তোমার করুণা হৃদয়ে মাগিয়া লব,
জগতের কাজে, জগতের মাঝে, আপনা ভুলিয়া রব ।
ছোট তারহাসে আকাশের গায়, ছোট ফুল ফুটে গাছে,
ছোট বটে তবু তোমার জগতে আমাদেরো কাজ আছে ।
দাও তবে প্রভু হেন শুভ মতি, প্রাণে দাও নব আশা,
জগৎ মাঝারে যেন সবাকারে দিতে পারি ভালবাসা ।
সুখে দুঃখে শোকে অপরের লাগি' যেন এ জীবন ধরি,
অশ্রু মুছায়ে বেদনা বুচায়ে মোরা জীবন সফল করি ।

২৭৯

মিশ্র ভীমপলশ্রী—রাংপতাল ।

জীবন আমার কর আলোকের মত স্নান করি' নির্মল,
যেখানে যখন র'ব সে স্থান নিয়ত করিব উজ্জল ।
ওগো দয়াময় তুমি থাক সাথে সাথে আলো করি' আমার জীবন,
সুদিন দুর্দিন কিছা অন্ধকার রাতে চিরজ্যোতিঃ থাক অম্লক্ষণ ।
জীবন আমার কর ফুলের মতন শোভার আধার,
পবিত্র স্নগন্ধে যেন সবাকার মন তুষি অনিবার ;
ওগো দয়াময় তুমি থাক সাথে সাথে শোভা করি' আমার জীবন,
শরত হেমন্ত গ্রীষ্ম বসন্ত বর্ষাতে হে স্নান করি' থাক অম্লক্ষণ ।
অন্ধের ষষ্টির মত কর গো আমারে হুঃখীর নির্ভর,
প্রাণপণে আমি যেন হুঃখী অনাথারে সেবি নিরন্তর ;
ওগো দয়াময় তুমি থাক সাথে সাথে, প্রাণে বল করহ বিধান,
আমার এ জীবনের সঙ্কায় প্রভাতে কাছে থাক সর্বশক্তিমান ।

২৮০

খাষাজ—একতালা ।

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমিই ধন্য ধন্য হে ।
 আমার প্রাণ তোমারি দান, তুমিই ধন্য ধন্য হে ।
 পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননী-কোড়ে,
 বেঁধেছ সখার প্রণয়-ডোরে তুমিই ধন্য ধন্য হে ।
 তোমার বিশাল বিপুল ভুবন ক'রেছ আমার নয়ন লোভন,
 নদী গিরি বন সরস শোভন, তুমিই ধন্য ধন্য হে ।
 হৃদয়ে বাহিরে স্বদেশে বিদেশে, যুগ যুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
 জনমে মরণে শোকে আনন্দে, তুমিই ধন্য ধন্য হে ।

২৮১

মিশ্র—

কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন শত শত আশার কিরণ ;
 নিরাশার অন্ধকারে ল'য়ে যেন যেতে পারে
 নব শক্তি, নবোৎসাহ, উজ্জ্বল নূতন—আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন ।
 কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন স্নেহ ভরা আনন্দ ভবন ;
 দীন অসহায় যারা, স্থান যেন পায় তারা,
 মুছাইতে পারে যেন সজল নয়ন—আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন ।
 কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন স্বরগের নন্দন-কানন ;
 ন্যায়, সত্য, পবিত্রতা বিকশিত হোক তথা,
 স্মৃধার সৌরভে পূর্ণ করুক ভুবন—আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

২৮২

লক্ষ্মী—ঠুংরি ।

হৃদয়ে দাও প্রীতি, প্রাণে দাও স্মৃতি,
তোমার জয় গীতি গাই হে ।
কর হে সরল, সুন্দর কোমল,
চরিত নিরমল, এই ভিক্ষা চাই হে ।
আমাদের হাতে ধ'রে বাঁধ তব মেহ-ডোরে,
তোমার প্রেমের ঘরে কত সুখ পাই হে ;
আজি এই শুভদিনে, শুভ এই সম্মিলনে,
আশীর্বাদ ল'য়ে প্রাণে গৃহে ফিরে যাই হে ।

প্রশংসা—উপাসনা শেষে

-:~:-

২৮৩

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল ।

আজি, আজি বিভূরে প্রশংস সর্বজন—
পূর্ণ হবে সবার মনোবাসনা ।
প্রশংস পিতা পরমে ! প্রশংস ঈশ-নন্দনে !
প্রশংস পরমাত্মনে—তিনে এক একে তিনে !
দূতগণ করে যার বন্দনা !
(কায়মনোবাক্য করি যোজনা)

দ্বিতীয় খণ্ড

(ইংরেজী সূর)

বিষয় সূচী

স্বাতঃফাল	...	২৮৪
সায়ংকাল	...	২৮৫—২৮৯
প্রভুর দিন	...	২৯০
আগমনী	...	২৯১—২৯৫
খ্রীষ্টের জন্মোৎসব	...	২৯৬—৩০২
এপিফানী	...	৩০৩
মহোপবাস ও অনুতাপ	...	৩০৪—৩১৪
পাল্মা রবিবার	...	৩১৫—৩১৬
খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু	...	৩১৭—৩২৭
খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ	...	৩২৮—৩৩৮
পবিত্র আত্মা	...	৩৩৯—৩৪৩
পবিত্র ত্রিত্ব	...	৩৪৪—৩৪৭
ত্রিবিংশনাম	...	৩৪৮—৩৫১
সাধুদিগের পর্ব	...	৩৫২—৩৬৪
শত্ৰোৎসর্গ পর্ব	...	৩৬৫
খ্রীষ্টরাজ্য	...	৩৬৬—৩৬৮
কাথলিক মণ্ডলী	...	৩৬৯—৩৭৩

	গীত সংখ্যা
প্রশংসা ও ধন্যবাদ	৩৭৪—৩৭৮
ধ্যান ও প্রার্থনা	৩৭৯—৩৮৮
আত্মোৎসর্গ ও নির্ভর	৩৮৯—৩৯২
সাক্ষ্য	৩৯৩—৩৯৫
পবিত্র বাপ্তিস্ম	৩৯৬—৩৯৮
হস্তার্পণ	৩৯৯—৪০০
পুণ্য সহভাগ	৪০১—৪১৫
পীড়িত ব্যক্তির জন্ম	৪১৬
মৃত্যু ও সমাধি	৪১৭—৪১৮
স্বর্গ	৪১৯
পুণ্যপদ	৪২০
শিশুদের গীত	৪২১—৪২২

সূচীপত্র

—*—

		গীত সংখ্যা
অধমে তুমি ডেকেছ	৩৮৯
অনন্ত ঈশ্বর তুমি	৪০১
অনাদি পবিত্র পিতা	৩৪৪
আছে এক সবুজ	... There is a green hill ...	৩২৪
আজি কৃতজ্ঞ অন্তরে	... Praise my soul the King	৩৭৫
আজি গুণনিধি	৪০২
আজি মোরা সবে মিলি	... To thee, O Lord ...	৩৬৫
আজি লহ চিত মম	... My God, accept ...	৩৯৯
আমি করেছি মনন	... O Jesu I have promised	৪০০
আশ্রয় গিরি সনাতন	... Rock of ages ...	৩০৫
আহুত খ্রীষ্টের ভোজে	৩৩৩
ঈশ্বর আমার ঈশ্বর	... My God, My God ...	৩০৬
ঈশ্বর পুত্র নরদেহে	... When came in flesh ...	২৯১
উঠ খ্রীষ্ট সৈনিক	... Soldiers of Christ, arise	৩৭০
উর্দ্ধনেত্রে শিষ্যগণ	৩৩৫
এক রাজ্য জানি সুখময়	৪১৯
এ বারতা অবাক করে	... It is a thing most ...	৩৯০
এল নিরূপিত দিন	... See the destined day ...	৩১৭
এস এস কর ত্রাণ	... O come, O come ...	২৯২

এস এস প্রিয় বৎস	৩৯৬
এস দাবিদ তনয়	...	Hail to the Lord's	...	২৯৩
এস ভক্তবৃন্দ	...	O come all ye faithful...		২৯৬
এস স্বর্গপতি	...	O King enthroned	...	৩৪০
এস স্বর্গীয় প্রেম	...	Come down O Love divine		৩৩৯
এস হে পবিত্রাত্মা	...	Come Thou Holy Paraclete		৩৪১
ওগো কোমল হৃদয়	...	Jesu, meek and gentle...		৩৭৯
ওগো জীবনস্বামী	...	Most glorious Lord of life		২৯০
ওগো দিব্যধামবাসী	...	Ye watchers and ye	...	৩৭৪
ওহে ঈশ্বর পিতা	৩১১
ওহে ত্রাণের ঈশ্বর	৩০৭
কপালেতে ক্রুশচিহ্ন	...	In token that thou shalt		৩২৭
কালভেরী শ্মশানে	..	And now O Father	...	৪০৩
কি দোষে হায় যীশু	...	An holy Jesu, how hast		৩১৩
কেবা মৃত্যু জয় করি'	৩৩২
কেবা শিশু গোশালায়	...	Who is He in yonder stall		২৯৯
কেবা শিশু তৃণ' পরে	২৯৪
কে সাজ্জাল শুভ্রবেশে	...	How bright these glorious		৩৫২
কাঁদে মাতা শোকাকুলা	...	At the Cross her station		৩২১
খ্রীষ্ট থাক মম সনে	...	Christ be with me	...	৩৮০
খ্রীষ্ট প্রভু উত্থিত	...	Christ the Lord is risen...		৩৩০
গাই পিতার স্তুতি	৩৪৫
গাহি সে বিজয় গীতি	...	We sing the glorious	...	৩৫৬
গোপন বিহারী জ্ঞাতা	...	Thee we adore	...	৪০৪

গৌরব জ্যোতির পথে	...	From glory to glory	...	৪০৫
যিরি স্বর্গ সিংহাসনে	...	Around the throne of God	...	৩৬৩
চল ক্রতালে	...	Onward Christian soldiers	...	৩৬৯
চল ধীরে হও আগুয়ান	...	Ride on ! ride on	...	৩১৫
চল্লিশ দিন চল্লিশ	...	Forty days and forty nights	...	৩০৪
ছিল না জগত হেথা	...	Of the Father's heart	...	৩০১
জনম গোশালায়	৩০২
জাগ লাগ জাগ আজি	৩৭১
জাহ্নু হবে নত শুনে	...	At the name of Jesus	...	৩৭৬
জীবনদাতা হে	...	Lord of our life, and God	...	৩৭২
জীবন বহিয়ে বায়	...	Lord in this Thy mercy's	...	৩১৪
জীবনের উৎস	...	Jesu son of Mary	...	৪১৮
জ্যোতির্ময় পিতা	...	Hail gladdening Light	...	২৮৬
তব আত্মা বরিষণে	...	Pour out Thy spirit	...	৪২০
তারকার সম তেজে	৩৬০
তুমি ধ্রুব আলো	...	Lead Kindly Light	...	৩৮১
তুমি রাজ সিংহাসন	...	Thou didst leave Thy	...	৩৮২
তুমি হৃদয় মন্দিরে	...	Sun of my soul	...	৩৮৩
তোমার আদেশে আঁধার	...	Thou whose almighty	...	৩৬৬
ত্রাতা উঠছে প্রবেশ	৩৩৬
তোমারি মন্দিবে	...	Hail to the Lord who	...	৩৫৪
থাক মম সাথে	...	Abide with me	...	২৮৫
দূত অমর গাহে আনন্দে	৩৬৪
দাঁড়াও আজি বিশ্ব	...	Let all mortal flesh	...	৪০৬

ধন্য তাঁর আরোহণ	...	Hail the day that sees him	৩৩৭
ধন্য যীশু তুমি	...	Glory be to Jesus	৩২৩
ধন্যবাদ জগদীশ	...	Now thank we all our God	৩৭৭
ধন্য মারীয়া কুমারী	...	Ave Maria, Blessed Maid	৩৫২
ধন্য যীশু-মাতা	...	Hail, O star that pointest	৩৫৩
ধূপের ধূমে সাধুরা	৩৫৮
নমঃ জগৎ জ্যোতিঃ	...	O gladsome light	২৮৭
নরদেহ স্রষ্টা যিনি	...	The royal banners	৩২৯
নাহি ভালবাসি তোমা	...	My God, I love Thee	৩০৮
নিশাকালে রাখালেরা	...	While shepherds watched	২৯৮
নীরবে সমাধিতীরে	...	By Jesus' grave on	৩২৬
নীল নভঃ ছাড়ি	...	There's a friend for	৪২১
নীল নভঃ'পরে	...	Above the clear blue sky	৪২২
পাপে ছুঃখে চাহ যদি	...	All ye who seek	৩১২
পিতঃ করহে গ্রহণ	...	Holy God we offer here	৪০৭
পিতঃ দেখে চেষ্টে	...	Wherefore O Father	৪০৮
পিতঃ ধন্য করুণা	৪০৯
পুণ্য পুণ্য পুণ্য প্রভু	...	Holy, Holy, Holy	৩৪৬
পুত্র ঈশ্বর ক্রুশের	৩১৯
পূর্বদেশ হ'তে আসে	...	From the eastern mountains	৩০৩
প্রভু মোদের অতীত	...	O God our help in ages past	৩২৪
প্রভো আমার এ জীবন...	...	Take my life and let it be	৩২২
প্রাণের প্রিয় যিশু হে	...	Jesus, Lover of my soul	৩৮৪
প্রেম আলো পুণ্য আত্মা...	৩৪৩

প্রেমের রাজা পালক	... The King of Love	... ৩৯৩
ভক্তি প্রীতি বন্দনা	... All Glory laud and honour	৩৯৬
ভজন পূজন মন	... O worship the King	... ৩৭৮
ভব কোলাহল মাঝে	... Jesus calls us	... ৩৫৫
মণ্ডলী এক ধন্য রাজ্য	... The church of God a Kingdom	৩৭৩
মরেন যখন যীশু ৪১৭
মাদ্রাজী পাঞ্জাবীগণ ৩৬৮
মেঘরথে মৃত্যুঞ্জয়ী	... See the Conqueror mounts	৩৬৪
মোর পথ যে তোমার	... The way not mine	... ৩৮৫
যিনি যে ক্রুশোপরে	... Jesus Christ is risen to-day	৩৩১
যীশু পাপ মৃত্যু পরে	... The strife is o'er	... ৩২৮
যীশু প্রভু ত্রাতা মম	... Jesu my Lord, my God	... ৩৮৬
যীশু প্রিয় ত্রাতা	... Jesu gentle Saviour	... ৪১০
যীশু ভোজে আছ ৪১১
যীশু মোরা কোন দিন ৩০৯
যীশু রাজার নিত্য দান	... The eternal gifts of Christ	৩৫৭
যীশু-রাজ্য হবে বিস্তার	... Jesus shall reign	... ৩৬৭
যীশুর আত্মন পুণ্য	... Soul of Jesus make me	... ৩১০
যীশুর শোণিত স্রোতঃ ৩২০
যে ক্রুশে হত রাজরাজ	... When I survey	... ৩২৫
যোদ্ধাবেশে কেবা চলে	... The son of God goes forth	৩৬২
রহিব নিরাপদে	... Safe in the arms of Jesus	... ৩৯৮
রাজ্য জয় করে যারা	... Conquering Kings their	... ৩৫০
সইহু য়হে পুণ্য দান	... Strengthen for service, Lord	৪১৫

লও হে কাছে তব	... Nearer my God to Thee	... ৩৮৭
বল গো মোরে বল	... Tell me the old old story	... ৩৮৮
বিশ্বাসরূপ নয়নে	... My faith looks up to Thee...	৩৯১
বৈৎলেহমের গোয়াল	... Once in royal David's city	৩৯০
শুন স্বর্গদূতের রব	... Hark the herald angels sing	২৯৭
শুনিলাম খীশুর মধুর	... I heard the voice of Jesus	৩৯৫
শুভ পুনরুত্থান দিনে	... O sons and daughters	... ৩২৯
শেষ করি আপনার ৩২৮
শোণিত রঞ্জিত বসনে	... The Story of the Cross	... ৩১৮
শ্রীযীশু নাম কি সুখ	... How sweet the Name	... ৩৪৮
সাধু সেনাপতিগণ	... Captains of the saintly	... ৩৬১
সুন্দর বড় সুন্দর ৩৪৯
সৃজিলে দিবস রাতি	... God that madest earth	... ২৮৮
স্রষ্টা আত্মা এস	... Come O Creator Spirit	... ৩৪২
স্বর্গের রাজা তুমি হে	... Bread of heaven	... ৪১২
ইত যিনি পাপীর তরে	... Lo ! He comes with clouds	২৯৫
হ'য়ে সচেতন রজনী	... Father, we praise Thee	... ২৮৪
হে আরোগ্যদাতা	... Thou Lord hast power	... ৪১৬
হে জীবনদাতা	... Author of life divine	... ৪১৩
হে নিত্য অদৃশ্যদেহ	... Immortal invisible	... ৩৪৭
হে নিত্য পিতা	... O most merciful	... ৪১৪
হে মহাজন জগতস্বামী	... Eternal monarch	... ৩৩৮
হোক্ খীশু নামের	... All hail the power of Jesu's	... ৩৫১
হোথা রক্তরাগে	... The sun is sinking fast	... ২৮৯

শ্রীষ্ট সঙ্গীত

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাতঃকাল

২৮৪

E. H. 165

হয়ে সচেতন রজনী প্রভাতে
গাহি গুণ তব হরষিত চিতে,
সঁপি হে পিতঃ তব চরণেতে
দেহ প্রাণ মন ।

পাতকীর বন্ধু পুণ্য আশ্রা দানে
বিপদ মাঝারে রক্ষ ভূভাজনে ;
ধরি ক্রুশ তব রহি প্রাণপণে
যেন অশুক্ষণ ।

সায়ংকাল

—:—

২৮৫

E. H. 363

থাক মম সাথে, সন্ধ্যা-তমঃ
গাঢ় এবে, হৃদে এস মম ;
রক্ষ তুমি নিরাশ্রয় জনে,
দীননাথ, দয়া কর দীনে ।

বিঘ্ন মাঝে, রক্ষ তুমি মোরে,
তুমি ছাড়া, পাপ অন্ধকারে
কে দিবে আলো, কে নিবে পথে ?
প্রভু, সদা থাক মম সাথে ।

সংসারের মিথ্যা মোহ যত,
সকলি শীঘ্র হইবে গত ;
যাহা দেখি, সকলি অনিত্য,
থাক সাথে, ওহে ঋব, নিত্য ।

তুমি যদি সঙ্গে থাক তবে
নাহি ডরি পাপ-শত্রু সবে ;
সর্ব শোক, হঃখ, পদে দলি',
প্রসাদে তব, যাব হে চলি' ।

ধ'র ক্রুশ কাছে মৃত্যু দিনে,
রাখ যব উজ্জল কিরণে,
চল হৈ নিয়ে স্বরগ-পথে,
জীবনে মরণে থেক সাথে ।

২৮৬

A. M. 18

জ্যোতির্ময় পিতা, পবিত্র, অপার,
পুণ্যময় পূর্ণ বিকাশ তোমার
বীণ খ্রীষ্ট, পূর্ণ দীপ্তির আধার ।

সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হ'য়ে আসে,
ক্লান্ত দিবসের অবসান শেষে
গাই ত্রিছের স্তোত্র, আনন্দ ভাষে ।

হে জীবন উৎস জগত-প্রাণ
বীণ, ঈশ্বর-স্বত, প্রেমনিধান,
গাহি মোরা আজ তব গুণগান,
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া ।

২৮৭

E. H. 269

নমঃ জগৎ-জ্যোতিঃ	দিবা অবসানে
আনন্দ মুরতি,	পুলকিত মনে
বরেণ্য পুণ্যময় হে !	বন্দি ঈশ-নন্দন !
তব রূপ ছটায়	যশো-গাথা গাহি
হেরি বিশ্ব পিতায়,	কৃপা তব চাহি,
নমঃ ত্রাতা ত্রীষ্ট হে !	নমঃ জগৎ-জীবন !

২৮৮

E. H. 268

সৃজিলে দিবস রাত্তি, প্রভো, তুমি,	রক্ত দিবাভাগে, রেখে রজনীতে !
বিশ্রামে, শ্রমেতে সাথী, থেক তুমি ;	প্রভো, মৃত্যু দিনে থেক মম সাথে ;
সুখদ স্ননিদ্রা দেহ,	অস্তিত্বে পাপীরে তুমি
আশিসে 'আবরি' গেহ,	ভুলে না, জীবন-স্বামী,
রজনীতে শান্তি দেহ, প্রভো, তুমি ।	রেখে তব অমুগামী, তব প্রাণে ।

২৮৯

E. H. 280

হোথা রক্তরাগে,
নিভে রবি ;
মোরা সঙ্ক্যা যোগে,
স্মরি তব ছবি ।

ত্রিষ্ট-সঙ্গীত

তুমি পিতৃ পদে, ক্লেশোপরে, দিলে আত্মবলি, মানবের তরে ।	কর যদি পূর্ণ, প্রেমে তব, শোক, দুঃখ দেহ, সকলি সহিব ।
---	--

ইচ্ছা সমপিতে, মম মনে, দেহ, আত্মা মম তব শ্রীচরণে ।	বীণ, থাক সদা মম হৃদে, রক্ষা কর মোরে সকল বিপদে ।
--	--

প্রভু, ইচ্ছা মম, আত্ম ভুলি, ইচ্ছা, আশা তোমা দিব হাতে তুলি ।	হে পবিত্র ত্রিভু, পুণ্য প্রভু, তোমা ছাড়ি' যেন নাহি চলি কভু ।
--	--

প্রভুর দিন

—:~:—

২৯৫

E. H. 283

ওগো জীবনস্বামী এমন দিনে, লভিলে জয় পাপ মরণ 'পরে, বন্ধন-মুক্ত হল বন্দী জনে, স্বর্গদ্বার খুলিলে পাণী তরে ।	মোদের তরে পুণ্য রক্ত তব দিলে অকাতরে, প্রেমময় হে ; হ'য়ে রক্তে তব ধৌত নব, নিত্য থাকি যেন তব গেহে ।
---	---

যতনে প্রেম তব স্মরণ করি'
ভালবাসি তোমা হৃদয় ভরে ;
ঢাল চিত্ত 'পরে প্রেম বারি,
যেন ভালবাসি সর্ব নরে ।

আগমনী

—:~:—

২৯১

E. H. 13

ঈশ্বর পুত্র নর দেহে
এলেন ভবে যবে,
জানিল সে বার্তা শুধু
দীন রাখাল সবে ।

বিচার দিনে ত্রাতা যবে
হবেন প্রকাশিত,
সে আলোকে চমকিবে
ধরাবাসী বত ।
ধন্য হবে ভক্ত জনে
লভি হৃদে তাঁরে—
ধন্য যথা মা মারিয়া
তাঁরে কোলে ধ'রে ।

আগমন জ্যোতিঃ তাঁরি
কে সহিতে পারে ?
পাতকীর বন্ধু বলি'
যে জানে তাঁহারে ।
ধন্য প্রভু, এস হৃদে—
তব আগমনে
পাপ দুঃখ মুক্ত হবে
নরনারিগণে ।

২৯২

E. H. 8

এস, এস, কর আশ
হে ত্রাতা, ভারত প্রাণ,
ঈশ্বরপুত্র বিহনে
স্নান সে পাপ বন্ধনে ;
ভারত ভারত হও আনন্দিত,
আসিছেন ত্রাতা তব ।

গভীর বেদনাহ'তে
এ জাতি উদ্ধার করু,
পাপে জয়ী করিবারে
এস ত্রাতা মানবের ;
ভারত ভারত হও আনন্দিত
আসিছেন ত্রাতা তব ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

এস হে জীবন-দাতা,
বাঁচাও মোদের আত্মা,
অজ্ঞান তাঁহার নাশ,
দূর কর মৃত্যু-ত্রাস ;
ভারত ভারত হও আনন্দিত,
আসিছেন ত্রাতা তব ।

এসহে নেতা আমাদের,
খোল হে ছয়্যার স্বর্গের,
দূর কর সব ক্লেশ,
সব পাপ কর শেষ ;
ভারত ভারত হও আনন্দিত,
আসিছেন ত্রাতা তব ।

এসগো জীবন-দাতা,
তুমি ত সবারি ত্রাতা,
মৃত্যুপথে চলে যারা,
সবে ত্রাণ লভুক্, তারা ;
ভারত ভারত হও আনন্দিত,
আসিছেন ত্রাতা তব ।

২৯৩

E. H. 45

এস দাবিদ-তনয়,
বন্দি হে তোমারে,
বিস্তার পৃথিবীময়,
রাজ্য টাই সম্বরে,
জুড়াতে হুঃখীর প্রাণ,
মুছাতে আঁধি জল,
বন্দীরে করিতে ত্রাণ,
হুর্কলে দিতে বল ।

তোমারি আগমনে
মরু বিকশিবে,
নীরস কঠিন প্রাণে
প্রেম উথলিবে,
বহিবে শান্তি ধারা
যত দেশে দেশে,
টুটিবে অপ্রেম-কারা
তোমারি পরশে ।

২৯৪

.E. H. 198

কেবা শিশু তৃণ'পরে,
শুয়ে পশুদল মাঝে ?
কেবা তুমি ক্লান্ত করে
রত স্তম্ভধর কাজে ?

কেবা রোগী পাপী নরে,
করে স্বাস্থ্য শক্তি দান ?
অবনত শোক-ভারে
ক্রুশে কেবা ত্যজে প্রাণ ।

জানি জানি প্রভো তুমি,
পুণ্য-প্রেম-পারাবার,
নিখিল জগতস্বামী •
নর দেহে অবতার !

তুমি প্রেম, স্রষ্টা, পাতা,
সন্তান মরিছে পাপে,
তাই তুমি নিজে ত্রাতা,
বহি পাপ অভিশাপে ।

এস হে পাতকী ত্রাতা,
পাপ শক্তি কর ক্ষয় ;
এস হে জীবনদাতা,
বিনাশ হে মৃত্যু ভয় ।

তব প্রেম-মুষ্টি এবে
প্রকাশ মোদের দেশে,
অন্ধকার দূরে যাবে,
অন্ধ-উদিকে হেসে ।

২৯৫

E. H. 7

হত যিনি পাপী তরে,
হের তাঁরি আগমন ;
কোটি সাধু ঘিরে তাঁরে,
মেঘে তাঁরি সিংহাসন ।

হাল্লেলুয়া
হের ঐষ্ট আগমন ।

সর্বজনে হের'ধ তাঁরি
তেজোদীপ্ত মুরতি,
গর্ভভরে তুচ্ছ করি'
বিধে যারা ক্রুশেতে ;

হুংখে ভয়ে
হেরবে ঐষ্ট মুরতি ।

শ্রীষ্ট-সঙ্গীত

ক্লেশ-ক্ষত-চিহ্ন যত
দিব্য দেহে প্রকাশে,
হেরি তাহা পুলকিত
ভক্ত জনে হরষে !

হাল্লেলুয়া
গাবে গীতি হরষে !

সর্বজনে তব পদে
দিব্যে পূজা বন্দনা,
লহ রাজ্য প্রভু এবে,
নাশ পাপের ছলনা ;
এস শীঘ্র,
পূরাও তত্ত্ব বাসনা ।

শ্রীষ্টের জন্মোৎসব

—:~:—

২৯৬

E. H. 28

এস ভক্তবৃন্দ
কর জয়ধ্বনি ;
এস, সবে এস বৈতলেহমে ;
এস হেরি তাঁয়
সেই দূত-রাজায় ;

এস পূজি তাঁহারে,
এস পূজি তাঁহারে
এস পূজি তাঁহারে, শ্রীষ্টেরে ।

ঈশ্বর জাত ঈশ্বর,
দীপ্তি জাত দীপ্তি,
জন্ম তাঁরি কুমারি উদরে ;
ঈশ্বর প্রকৃত, জাত, নহে সৃষ্ট ;

গাও সব দূত দল,
কর গান আনন্দে,
গাও হে সর্ব উদ্ধ স্বর্গবাসি,
গৌরব ঈশ্বরের সর্বোপরি স্বর্গে ;

বীণ, প্রণাম তোমায়,
হ'লে ভবে জাত ;
বীণ, চিরদিন হউক তোমার গৌরব
পিতার এ পুত্র
তাঁর অবতার ।

শুন স্বর্গদূতের রব,
নবজাত রাজার স্তব ;
উল্কে প্রভুর মহিমা,
ভূতলে প্রসন্নতা :
উঠে, সর্ব জাতিগণ,
হর্ষে কর আরাধন,
কর জগতে প্রচার,
ঈশ্বর হ'লেন অবতার ।

শুন স্বর্গদূতের রব,
নবজাত রাজার স্তব ।

যিনি স্বর্গে পূজিত,	এস ধন্য শান্তিরাজ,
চিরকাল বিরাজিত,	সিদ্ধ বধূ তব কাজ,
তিনি পূর্ণ সময়ে	তুমি সত্য দিবা কর,
জন্মিলেন এ জগতে,	দূর কর অন্ধকার,
হরিতে পাতক ভার	মহাশক্তি প্রকাশি'
হ'লেন তিনি নরাকার,	পাপ শক্তি দেও নাশি',
ধরাধামে ক্ষুদ্র নর,	নরে স্বর্গ রাজ্যে লও,
খ্রীষ্ট ত্রাণ প্রভাকর !	মৃত্যু নাশি' জীবন দেও ।

১৯৮

A. M. 62

নিশাকালে রাখালেবা,	‘দাবিদ নগরে জাতি
রাথে মেঘপালে,	দাবিদের কূলে,
স্বর্গদূত দরশন	আজি ঐষ্ট ঈশস্বত
দিল হেন কালে ।	দীন পশুশালে ।’
দূত কহে রাখালেরে	অমনি আকাশতলে
‘ভয় পরিহর,	গাহে দূত দলে,
বহি তোমাদেরি তরে	‘ঈশ্বর মহিমা উর্দ্ধে
শুভ সমাচার !’	শান্তি ধরাতলে’ !

২৯৯

E. H. 612

কেবা শিশু গোশালায় ?

রাখালের পূজে তাঁয় ।

ঈশ্বর অনন্ত যিনি,

হের দীন নর তিনি !

এস তাঁরে পূজি হে, পূজি তাঁরে সকলে,

নিত্য প্রভু যিনি তাঁরে পূজি হে ;

জয়, জয়, জয়, জয়,

প্রাণ খুলে গাহি যীশু জয় ।

কেবা কুমারীর কোলে,

জ্ঞানীজন পূজে কাঁরে,

শিশু দীন পশুশালে ?

মূল্যবান উপহারে ?

আকাশে শীতের রাতে,

হোরোদ খুঁজিল কাঁরে,

স্তব কাঁর গাহে দূতে ?

প্রাণে বধ করিবারে ?

৩০০

E. H. 605

বৈৎসেহমের গোয়াল ঘরে
তুণের 'পরে জনম তাঁব ;
মা নারীয়া শিশুর তরে
পেল না যে শয্যা আর ।
গোয়াল ঘরে জনম য়ার,
এস পূজি চরণ তাঁব ।

নরের কান্না হারি বত
জানলেন আপন পরাণে ;
নর-পাশ তপ্ত বোঝার মত
ধ'রলেন শিরে বতনে ।
বহেন যিনি পাঁপের ভার,
এস পূজি চরণ তাঁর ।

রাখালেরা অবাক হ'য়ে
প্রণাম ক'রল শিশুরে ;
পণ্ডিতেবা নত হ'য়ে
দিল সোণা ধূপ তাঁরে ।
গোয়াল ঘরে জনম য়ার,
এস পূজি চরণ তাঁর ।

দীন যিনি গোয়াল ঘরে,
দীন দুঃখী ক্রুশের 'পর,
পুণ্যভোজে মোদের তরে
যিনি দীন অবতার ;
ভক্তিভরে বারম্বার
এস পূজি চরণ তাঁর ।

৩০১

H. H. 613

ছিল না জগত হেথা ;
ছিলেন তিনি তো সদা
পিতার প্রেমে অপার ;
আদি ও অন্ত তিনি,
বা কিছু আছে বা হবে,
মূল তিনি সবাকার ;
চিরকাল ও চিরকাল ।

এ জগৎ আদেশে য়ার,
ইচ্ছায় তাঁর সকল হ'ল,
অসীম আকাশ আর
গভীর সাগর-তল,
চন্দ্র-সূর্য্য-তলে বাহা,
একের রচনা তাহা ;
চিরকাল ও চিরকাল ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

আসিলেন মানবরূপে
দুঃখ মৃদু ভুগিতে,
দগ্ধিত মানব-সন্তানে
দুঃখ হ'তে তরা'তে ;
যেন ভীষণ নরকে
না মরে-মানবগণে,
চিরকাল ও চিরকাল ।

ইনি সে প্রভু স্মরণ,
প্রেমিত ও জ্ঞানিগণ
যাঁর শুভ আগমন
করিত কীর্তন সবে,
সে যীশু এসেছেন তবে,
কর তাঁর নাম গান.
চিরকাল ও চিরকাল ।

যত্ন সে জন্ম স্মরণ,
যত্ন ঈশ-রূপাবল,
পবিত্র আত্মা-প্রভাবে
কুমারী মাতা যবে
প্রসবিল ত্রাণকর্তা,
সে শুভ দিন স্মরি
চিরকাল ও চিরকাল ।

অর্ঘ-দূত পূজ তাঁরে,
কর তাঁর গুণ কীর্তন,
সর্বজাতি নত শিরে,
কর যীশু জয় গান,
কেহ থেক না নীরব,
সবে মিলে গাও তাঁরে,
চিরকাল ও চিরকাল ।

হে খ্রীষ্ট তব বন্দনে,
পরম পিতা চরণে,
পবিত্র আত্মা সদনে
উঠুক যত সঙ্গীত ;
তব গৌরব, জয় তব,
তব রাজ্য, হউক বিস্তার
চিরকাল ও চিরকাল ।

জন্ম গোশালায়,
হে কুমারী তনয়,
শুন মোর গীত,
হ'লে মোর তরে দীন ;
করিয়ে আমারে দীন
লওহে তব পাশে,
হে এমানুয়েল ।

স্বর্গ-দূত চালিত
মেঘপালকদল
আসিত পূজিত
পশু-দল-মাঝে
শায়িত, তোমারে হে ;
লওহে তব পাশে,
হে এমানুয়েল ।

ধন্য যীশু-মাতা,
কত গোরব-যুতা ;
যীশুর পালক,
ধন্য হে যোযেফ ;
মারীয়া-তনয়, প্রভু,
লওহে তব পাশে,
হে এমানুয়েল ।

যত জ্ঞানিজন,
চাহি তারা পানে,
পূর্ব দেশ হ'তে,
উপহার সাথে,
এল দিতে তোমারে ;
লওহে তব পাশে,
হে এমানুয়েল ।

এপিফানী

পূর্ব দেশ হ'তে আসে তিনজনে,
যীশুরে হেরিতে, বৈৎলেহম পানে ।
জন্মে ভক্তি লয়ে, জ্ঞানীজন আসে,
উপহার ব'য়ে মনের হরষে ।

শায়িত একদা গোশালায় তুণে,
এবে তুমি সদা রাজার আসনে ;
যীশু, আত্মা তব ভক্তের অন্তরে,
রচে রাজ্য নব, তব বাস তরে ।

যীশু তব পানে করহে আহ্বান,
পরজাতিগণে, কর আলো দান ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

যে চলে আঁধারে, পতিত যে জন,
পাপ-দুঃখ নীরে ভাসে অনুক্ষণ,
আলোক প্রকাশ তাহার উপরে,
পাপ-তমঃ নাশ, ত্রাণ কর তারে ।

নিশীথ গভীর আঁধার ভীষণ,
শত্রু ভয়ঙ্কর পথে অগণন,
সর্বজাতি প'রে প্রকাশ আলোক,
নিয়ে চল ধীরে যথা স্বর্গ-লোক ।

মহোপবাস ও অনুতাপ

৩০৪

E. H. 73

চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্তি
কাটালে উপবাসে :
হইয়ে প্রলোভিত,
রহিলে শুদ্ধচিত ।

পাপ করিলে আক্রমণ
আমাদের দেহ মন
পাপ জয়ী ওহে মহান
করিও বিজয় দান ।

স্বাপদ সঙ্কুল দেশে
যাপিলে শীতে তাপে,
প্রস্তর উপাধানে
নিদ্রা ভুমি শয়নে ।

দিব্য আনন্দ শান্তি
হবে আত্মার কান্তি,
তব সেবক দূতগণে
রক্ষিবে দীনজনে ।

হব তব ক্লেশ ভাগী,
পার্থিব সুখ ত্যাগী,
তব সাথে সহি' দুঃখ
লভিব পরম সুখ ।

ত্রাতা রাখ রাখ হে
চিরদিন তব সাথে
নিত্য পুনরুত্থানে
দিও স্থান শ্রীচরণে ।

৩০৫

E. H. 477

আশ্রয় গিরি সনাতন !
কর মোরে সঙ্কোপন
দীর্ণ কুক্ষি-গুহাতে ;
কুক্ষিবারি শোণিতে
ধৌত কর পাপ প্রাণ,
শক্তি তব কর দান ।

নাহি কোন শক্তি মোর,	আমি অতি নিঃস্বল,
অন্তরে কলঙ্ক ঘোর,	ক্রুশে শুধু মম বল,
নাহি যে সাধনা বল,	নাহি কোন পুণ্য লেশ,
বৃথা মম আঁখি জল,	পাপজীর্ণ দীন বেশ,
অগতির গতি নাথ	এ হেন অধম জনে
কর রূপা দৃষ্টিপাত ।	তার, প্রভু, নিজ গুণে ।

৩০৬

E. H. 101

ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার,
কেন হায় মোর হেন আচার-?
অবহেলে পাপ করি,
তবু নাহি লাজে মরি ।

কুচিন্তা কুকর্ষ লয়ে	হেন ভাবে দিন কি যাবে ?
রহি সদা মত্ত হয়ে,	তব দুঃখ-ফল কি তবে
গেৎশিমানি দুঃখ স্মরি	ফলিবে না হৃদে মম ?
নয়নে বহে না বারি ।	—পাপে স্থগা, ক্রুশে প্রেম ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

কু-ইচ্ছা জাগিলে মনে—
হেরি যেন গেৎশিমানের
শোকে হুংথে মর্ষ্যাহত,
ঈশ্বর মম ভুলুষ্ঠিত !

শুধু মম পাঁপে যেন
অবসন্ন দেহ মন,
বহেন যিনি ধরিব্রী ভার,
এ পাঁপ যেন হুর্বহ তাঁর ।

৩০৭

E. H. 356

ওহে ভ্রাণের ঈশ্বর,
ওহে কৃপাময়,
তুমি প্রেমের সাগর,
ঘুচাও আমার ভয় ;
চাহিতেছি আমি
এই অসময়,
ওহে হৃদয়-স্বামি,
তব পদাশ্রয় ।

তোমা বিনা আমার
কোন আশা নাই,
আমি কেবল তোমার
কাছে শান্তি পাই ;
কৃপাশুণে ঘুচাও
নহাবিচার-ভয় ;
আশা দিয়া বাঁচাও,
ওহে প্রেমময় ।

যীশু তব পদে, এই নিবেদন,
আপদে বিপদে, শাস্ত কর মন ;
যেন মরণ দিনে, হৃদয় স্থতির রয়,
দিও এই দীনে, সাঙ্গনা অক্ষয় ।

৩০৮

E. H. 369

নাহি ভালবাসি তোমা
স্বর্গলাভ আশে,
দণ্ড ভয়ে প্রভু নাহি
আসি তব পাশে ।

তুমি যীশু ক্রুশোপরে
মোরে আলিঙ্গিলে,
শত্রু যেবা তারি তরে
মরণ সহিলে ।

মহোপবাস ও অনুতাপ

সহিলে আমারি তরে
দুঃখ ব্যথা কত,
রক্তঘর্ষ, মুখে থুথু,
কণ্টক কিরীট ।

হেন প্রেমে দিনে দিনে,
যে চাহে আমারে,
তঁাহারে না ভালবাসি
রহিব কি ক'রে ?

৩০৯

A. M, 182

যীশু, মোরা কোন দিন,
না হই যেন পাপাধীন,
যেন হই কলুষহীন,
তব দয়ায়, যীশু ।
তব তুল্যা, দয়াময়,
হই যেন কোমল হৃদয়,
শুদ্ধ চিত্ত অতিশয়,
দেহ শক্তি যীশু ।
জন্ম তব গোশালায়,
ক্রুশে তব প্রাণ যায়,

যেন পাপী মুক্তি পায়,
মুক্তিদাতা যীশু ।
মনের চিন্তা, দয়াময়,
যেন সদা শুদ্ধ রয়,
বাক্য সত্য কোমল হয়,
ওহে প্রভু যীশু ।
হেন প্রসাদ কর দান,
যেন তব এ সন্তান
হ'তে পারে পুণ্যবান,
তব পুণ্যে, যীশু ।

৩১০

E. H. ১০৪

যীশুর আত্মন পুণ্য,
পবিত্র নির্মল ধন,
পাপে হীন আত্মা মম
করহে তোমার সম ;
অনুতাপে নম্র দীন,
পবিত্র, কলঙ্ক-হীন ;
যীশুর আত্মন পূত,
করহে বিমল চিত ।

যীশুর পবিত্র দেহ,
আত্মার নির্মল গেহ,
পবিত্র শরীর শীর্ণ,
নিষ্ঠুর আঘাতে দীর্ণ,
হস্ত পদ কুঙ্কি আর
বরষিছে রক্তধার ;
ডুবেছি পাপেতে ঘোর,
তুমি শুধু ত্রাতা মোর ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

যীশুর শোণিত পুত,
অনন্ত জীবন স্রোতঃ ;
ক্লেশ রাক্ষা স্রোতে বার,
ভগ্ন-দেহ রক্ত ধার,
এস, এস হৃদে মোর,
তুষা মম কর দূর ;
যীশুর শোণিত সম
কিবা আর আছে মম ।

বর্ষাহত কুক্ষি-তীর,
বরষিল বারিধার ;
তাহে মোরা করি স্থান
লভি পুণ্য, পরিত্রাণ ;
প্রভো হে, অন্তরে মোর
কলুষ-কলঙ্ক ঘোর,
হৃদয়-নির্গত নীরে
সুনির্মল কর মোরে ।

৩১১

E. H. Appendix 2

ওহে ঈশ্বর, পিতা,
পুত্র, পবিত্র আত্মা,
ত্রিভু, শুন প্রার্থনা,
জীবন দেও হে ;

অবিস্বামী পিতর,
তব দৃষ্টি কাতর
কাদাল যে তাহারে ;
শুন হে প্রার্থনা ।

যীশু রাজত্ব ছেড়ে,
আসিলে ভবপুরে,
পাঁচাতে পাতকীরে ;

ক্লেশে আবদ্ধ হ'য়ে,
স্বরগ-আশা দিলে
অনুতপ্ত তরুরে ;

শুন হে প্রার্থনা ।
যীশু পাপীর সনে,
ভূমি, প্রেমভরে যে
করিতে ভোজন হে ;
শুন হে প্রার্থনা ।

শুন হে প্রার্থনা ।
হ'লে অতি স্থগিত,
নিষ্পাপ তথাপি হত-
মানব অপরাধে ;
শুন হে প্রার্থনা ।

মহোপবাস ও অনুতাপ

ক্লেশে মৃত্যু তোমার	তোমারি পবিত্রতায়
খুলি দিল স্বর্গদ্বার,	মোদের যেন পাপ যায়,
হরিল পাতক-ভার :	যেন পাপী মুক্তি পায়,
শুন হে প্রার্থনা ।	যীশু এই মিনতি ।

বিপথে যে জন যায়,	দূর কর মৃত্যু ভ্রাস,
দুঃখীর শান্তিদাতা,	পাপমোহ কর নাশ,
তুমিহে তরাও তায় ;	চিন্তমাঝে কর বাস,
যীশু এই মিনতি ।	যীশু এই মিনতি ।

সংগ্রাম যবে শেষ হবে,
জীবনের অবসানে,
দিও হে চিরশান্তি,
যীশু এই মিনতি ।

৩১২

E. H. 71

পাপে দুঃখে চাহ যদি	ভক্তের আনন্দ যীশু,
শান্তি সূধা বারি,	পাপীজন আশা,
পশ দীর্ঘ যীশু হৃদে	তব স্নেহ নিমন্ত্রণে
সর্ব দুঃখহারী ।	জাগিল ভরসা ।

শুন কিবা মধু বাণী	তব হৃদি-রক্তে মোরে
স্নেহ প্রীতি ভরা ;	শুদ্ধ কর ধূয়ে,
এস শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণী,	নবশক্তি আশা ভক্তি
শান্তি পাবে স্বরা ।	জাগাও হৃদয়ে ।

কি দোষে হায় যীশু, এ দশা তোমার ?
পাপী নরে করে তোমাতে বিচার !
সহিছ অপমান আপন জনার—

কত না, প্রহার ।

কায় দোষে প্রভু সহিছ যাতনা ?
সে যে মোর পাপে তাহা কি জানি না,
দেই ক্রুশে তোমা করিয়া ছলনা,
আমি বারে বার ।

মম তরে তব শরীর ধারণ,
কণ্টক মুকুট বাখা ক্রুশের মরণ,
মেঘ তরে দত্ত পালকের প্রাণ
কিবা চমৎকার ।

কি আছে আমার কিবা দিতে পারি,
পূজিব চরণ হেন কৃপা স্মরি ;
রাখ ধরি মোরে ক্রীতদাস করি,
ছেড়োনাকো আর ।

জীবন বহিয়ে যায়,
পাপীয়ে ত্যজনা হায়,
মিনতি করি হে পায় ।

দেহ প্রভু, আঁখি-জল,
পাপজয়ে দেহ বল,
অন্তর কর নির্মল ।

প্রেমকে বিদ্ধ ছুই হাত
পাপী তরে অশ্রুপাত
সহিলে হে কশাঘাত ।

ব'সে ছুয়ারে তোমার,
পৃষ্ঠে বহি পাপ ভার,
চাহি সাস্থনা আত্মার ।

শ্রীচরণে দেহ স্থান,
শুদ্ধ কর পাপপ্রাণ
প্রেমে কর বলীয়ান ।

পাল্মা রবিবার

•—*—•—

৩১৫

A. M. 99.

চল ধীরে, হও আগুয়ান
দীন বাহনে দীনরাজ,
শত কণ্ঠে হোশান্না গান
তোমাতে ঘিরি' উঠে আজ ।

চল ধীরে, যাত্রা হেরে
সুদূর যত স্বর্গবাসী ;
যুঝি দারুণ ক্রুশরণে
হবে জয়ী মৃত্যু নাশি' ।

• চল ধীরে, অশান পানে—
একি যাত্রা ! হে রাজ-রাজ,
মৃত্যু পরা'বে রাজটীকা !
কে জানে তাহা বল আজ ।

চল ধীরে সমরক্ষেত্রে,
• মরণ আহবে দিবে প্রাণ,
হরিবে ধরার পাতকভার,
লভিবে নিত্য সিংহাসন ।

৩১৬

E. H. 622

ভক্তি প্রীতি বন্দনা
উঠুক তব পানে ;
শিশুরা গায় হোশান্না
তব দরশনে ।

তারি সনে একতানে
গাহে নর নারী ।

‘তুমি ইস্রায়েল-পতি
‘বন্দি হে তোমারে ;
আসিছ প্রভুর নামে
প্রাজ্য অধিকারে ।

ইব্রীয় সন্তান দল
তালবৃত্ত হাতে
ধ্বনিগ আকাশতল
তোমার বিজয় গীতে ।

দিব্যধামে গায় দূতে
বন্দনা তোমারি,

মোরাও বন্দনা গান
নিবেদি চরণে,
যুক্ত কর চিত্ত প্রাণ
শান্তি প্রীতি দানে ।

ঐষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু

—:~:—

৩১৭

E. H. 110

এল নিরুপিত দিন,
হের স্বেচ্ছা বলিদান !
হরিতে মানব পাপ,
যীশু বহেন অভিলাপ ।

শিরে কাঁটা, শেল বৃকে,
বেত্রাঘাত, থুথু মুখে,
তিক্ত পাত্র আশ্বাদন,
ক্রুশে দেহ বিসর্জন ?

তুমি ছাড়া যীশু কার
সাধ্য আছে বহিবার
বিশ্বদুঃখ বেদনা,
ক্রুশে মৃত্যু ষাভনা ?

যীশু কর শক্তিদান,
সঁপি যেন দেহ প্রাণ,
ক্রুশ-বলি বিশ্বাসে,
তব সেবায়, হয়বে ।

৩১৮

E. H. 656

(১) প্রথম (1)

শোণিত রঞ্জিত	ভূতলে পড়িল
বসনে, কে	ক্রুশ ভারে,
চলে ধীরে নত	উঠিতে নারিল
মস্তকে ?	বুঝিবে ।
ক্রুশ কাঁধে লয়ে,	কেবা বল, মোরে,
চলে ধীরে,	ক্রুশ বয়ে
দুঃখ বোঝা ব'য়ে	চলে, দুঃখ ধীরে
কাতরে ।	সহিয়ে !

(২) উত্তর (1)

চাহ ঈশ-নর	ক্রুশে ক্ষণ তরে,
বীণ পানে,	চাহ তবে,
চল সাথে ধীর	যদি তাঁরে ভাল
গমনে ।	বাসিবে ।
গলে না কি তব	ভব স্মৃতি আজি
প্রাণ মন,	ধন-আশা,
হেরি' বীণ-ক্রুশ-	তবে এস তাজি'
বেদন ?	লালসা ।

(৩) ক্রুশ কাহিনী (2)

হে মানব পুত্র,	সিংহাসন তব
ক্রুশোপরে,	ক্রুশ কাঠে ;
অর্দ্ধ তব গাত্র	শোভিছে কণ্টক-
রুধিরে !	কিন্নীটে ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

মস্তক আনত
বক্ষোপরে,
প্রেমের কর পদ
বিদরে ।
তব আর্ন্ত রবে,
দুঃখ-ভরে,
ধরা বুঝি ডুবে
• আধারে ।

দিবালোক ডুবে
অন্ধকারে,
বন্ধু শিষ্য এবে
সুদূরে ।
বল, প্রভো, কেন
দীন হ'লে,
মম তরে প্রাণ
ত্যাঙ্কিলে ?

(৪) ক্রুশ বার্তা

(২)

আমি স্বর্গ ছেড়ে,
ধরা'পরে
হে প্রিয় তরা'তে,
তোমা'রে ।
পাপ-তাগে শীর্ণ
তব প্রাণে,
দিতে প্রেম, পুণ্য,
জীবনে ।

প্রাণ ত্যজি আমি
তব তরে,
যেন মোরে তুমি
চাহরে ।
চল সাথে মম,
শান্তি পাবে.
শক্তি, পুণ্য প্রেম
লভিবে ।

(৫) সঙ্কল্প

(১)

তোমারি পশ্চাতে
পথে তব,
আধারে, আলোতে
চলিব ।

তব মুখ পানে
চেষ্টে র'ব,
যা' দিবে জীবনে,
সহিব ।

ত্রীষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু

জানিব পরাণে
দুঃখ তব,
ক্লেশ হৃষ্টমনে
বহিব ।

হে সখা, প্রভো হে,
চিরতরে,
রেখ তব পথে
পাণীয়ে ।

৩১৯

E. H. 329

পুল্ল ঈশ্বর ক্লেশের উপর
সহেন মৃত্যু যাতনা ;
ত্রিভুবনে সর্বজনে
ক'র্বে তাঁরে বন্দনা ।

৩২০

E. H. 351

যীশুর শোণিত স্রোতঃ বহি দুঃখ ব্যথা প্রাণে,
বহিছে অবিরত,
ধৌত করিতে নিত্য ক্লেশবাহী যীশু সনে ।
বিশ্ব পাপ ব্যাধিত ।

৩২১

E. H. 115

কাঁদে মাতা শোকাকুলা যতনে আদরে য়ারে
হেরি পুল্ল জীবলীলা রাখিলা জীবন ভরে,
ক্লেশোপরে সাক্ষ প্রায় ; রক্তে ভাসে দেহ তাঁর !
কাঁপে দেহ, ঝরে নয়ন,
হেরি যীশু দুঃখ বেদন,
দীর্ঘ হৃদি শেল যায় । কেবা আছে ত্রিভুবনে
চাহি মাতার অশ্রু পানে
গলিবে না চিস্ত যার ?

ঐষ্ট-সঙ্গীত

ঐষ্ট প্রভু, তব হৃৎথে
বাজে যেন শেল এ বৃকে
জাগে প্রাণে হাহাকার ;
ধন্যামাতা সাথে মোরে
ভাসাও শোক অশ্রু নীরে,
পশুক হৃদে খড়া তাঁর ।

যীশু তব ক্রুশ গুণে
স্বস্থ সতেজ কর দীনে,
দেহ শক্তি বহিতে,
যে বেদনা বিধে তব
রচিছে ক্রুশ নিত্য নব
তারি তাপে দহিতে ।

৩২২

E. H. 94

নরদেহ অষ্টা যিনি,
ধরি' নরদেহ তিনি,
পাপদণ্ড বহি' শিরে,
বিক্র তিক্ত ক্রুশোপরে ।
বর্শা-দীর্ঘ কুক্ষি হ'তে
বাহিরিল পুণ্য শ্রোতে,
তাহে স্নান পার্শ্ব করি'
পাপী নরে যাবে তারি' !
পুণ্য রক্তে রাঙ্গা মরি !
ধন্য ক্রুশ বলিহারী !

কি গৌরব লভিল রে,
হেন পুণ্য দেহ ধ'রে ।
ঝুলি ক্রুশ তুলাদণ্ডে
মাপিলা বহিলা দণ্ডে,
উদ্ধারিলা পাতকীরে
শত্রু হ'তে রূপা ক'রে ।
নিত্য-প্রভু একে ত্রিষু,
তব ক্রুশে পাপী মুক্ত ;
তব প্রেম স্বর্গ পানে
ল'য়ে চল সর্বজনে ।

৩২৩

E. H. 99

ধন্য যীশু, তুমি
মানবের তরে
সহিলে অশেষ
ক্লেশ ক্রুশোপরে ।

হৃদয় হইতে
করিলে বর্ষণ
পুণ্য রক্ত তব,
হে পাপহরণ !

অনন্ত জীবন,
শক্তি অশেষ,
তব রক্ত হ'তে
বহে, হে দীনেশ ।

ধৌত হ'লে হৃদি
বীণুর শোণিতে,
মুক্তি লভে পাপী
পাপ-ভয় হ'তে ।

ধন্য চিব তরে
প্রবহ মহান,
পাপ দণ্ড হ'তে
করে পরিত্রাণ ।

দূত, সাধু, নর,
উচ্চে তুলি' তান,
শোণিত-মহিমা
কর সদা গান ।

৩২৪

E. H. 106

আছে এক সবুজ পাহাড়
নগর বাহিরে,
প্রভু যথা ক্রুশ বিদ্ধ
বাঁচাতে মোদেরে ।

মোদের পাপ ক্ষমা তরে,
প্রায়শ্চিত্ত হেতু,
মৃত্যু তাঁর ক্রুশোপরে,
তিনি স্বর্গসেতু ।

তাঁর দুঃখ ব্যথা যত
পারি না বুঝিতে,
তবু জানি তিনি হত
পাতকী তারিতে ।

অসীম সে স্নেহ অরি'
এস অকাতরে,
সঁপি দেহ মন মোরা
তাঁরি সেবা তরে ।

৩২৫

E. H. 107

যে ক্রুশে হত রাজ-রাজ,
সে অপূর্ব ক্রুশ হেরে
সুখ সম্পদ তুচ্ছ গণি,
গর্ক মূর্টার ধূলি 'পরে ।

গরব যেন করি নাকো
ক্রুশে ছাড়া আর কিছুতে,
সঁপি যেন সর্বস্ব ধন
অরি খ্রীষ্ট রক্তপাতে ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

হস্তপদ কুক্ষি বাহি'	বিশ্বভুবন দিলে কি হয়
ঝরিছে কবির ধারা,	এ প্রেমের যোগ্য প্রতিদান ?
প্রেমের ক্ষোভের হেন মিশ্রণ	এ প্রেম চাহে সর্বস্ব মোর—
দেহে যে হই আত্মহার।	সকল বিত্ত চিত্ত পরাণ ।

৩২৬

E. H. 121

নীরবে সমাধি তীরে	যিনি প্রভু ভূনণ্ডে
তমসা নাগিছে ধীরে,	হের তাঁরে—মৃত্যু-কালে
অর্দ্ধ ভূমি আঁখি নীরে ।	শৈল গুহা শয্যাতেলে ।
বৃদ্ধ ব্যথা তিরোহিত,	যারা ফেলে অশ্রুধারা,
পিতৃ করে সমর্পিত,	শোকতপ্ত শাস্তিহারা,
শ্রান্ত দেহ নিদ্রাগত ।	হেথা শাস্তি পাবে তারা ।

৩২৭

E. H. 477

শেষ করি আপনার কাজ	মারীয়া তিনে ধীরে
মৃত্তিকার আবরণ মাক	এল সমাধি তীরে
বিজ্ঞান সমাধি স্থানে	লয়ে গন্ধ-তৈল ভার
পূত শ্বেত বসনে	প্রিয় বীণায় তরে ;
ধীশু আবরি' শরীর	এরা প্রেম ক্রমায় যার
লভিলা বিরাম গভীর ।	ছিল ধন্যা সংসারে ।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ

কাজ তাঁর হ'ল সমাপন,
শেষ আজ সংগ্রাম-বেদন,
পৃথিবীর পাপ হ'রে
মরিলেন ক্রুশোপরে ;
এবে তাঁরা আঁধারে
আসিছে হুঃখ ভরে ।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ

৩২৮

E. H. 625

হাল্লেলুয়া ! হাল্লেলুয়া ! হাল্লেলুয়া !
বীণ, পাপ-মৃত্যু 'পরে,
লভি' জয় চির তরে,
উত্থিত কবর ছেড়ে ।
মৃত্যু তব ক্রুশোপরে ;
এবে জেতা চিরতরে ;
গাহি আনন্দের স্বরে ।

মৃত্যুপাশ হ'ল ছিন্ন,
কবর হইল ভিন্ন ;
ধন্য প্রভু, তুমি ধন্য ।
প্রভু, তব কশা-ক্ষতে
দাস সবে মৃত্যু হ'তে
হৃদয়ে মুক্ত, গাহে গীত ॥

৩২৯

A. H. 135

E. H. 626 Solesmes

হাল্লেলুয়া ! হাল্লেলুয়া ! হাল্লেলুয়া !
শুভ পুনরুত্থান দিনে
মাত এবে তরুজনে
স্বর্গরাজ গুণগানে ।
হাল্লেলুয়া !

ঐষ্ট-সঙ্গীত

পুনরুত্থান প্রাতঃকালে
নারীগণে গেঁলা চলে
যীশুর কবর হেরব বলে ।

দূত বসি শিলাসনে
কহে ভীতা নারীগণে
“প্রভু গেছেন গালীল পানে ।”

প্রেমিতেরা ভীতচিতে
আছেন গৃহে রজনীতে,
এলেন প্রভু দেখা দিতে ।

শুনি বাণী মধুময়,
“শান্তি লভ, নাহি ভয়,”
ঐষ্ট অতি শিষ্যচয় ।

থোমা কিন্তু দুঃখভরে,
শুনি শুভ সমাচারে,
বিশ্বাস কবিতে নারে ।

হের, থোমা সবিশেষ,
হস্ত পদ কুক্ষিদেখ,
তাজ বৃথা দ্বিধা ক্রেশ ।

হস্তপদ কুক্ষি হেরি’
কহে থোমা পদে পড়ি
“প্রভু ঈশ্বর আমারি !”

আজি এ পবিত্র দিনে
মাতরে কৃতজ্ঞ প্রাণে
মৃত্যুঞ্জয় গুণগানে ।

৩৩০

ঐষ্ট ঐলু উখিত,
পাপ-বন্ধন মোচিত,
ঈর্গে গাহে দূতেরা,
পুলকে আত্মহারা হাল্লেলুয়া !
যিনি হত ক্রুশেতে
পাপীজনে বাঁচাতে,
তিনি মোদের পাক্ষ্যমেষ,
নরদেহী পরমেশ ।

E. H. Appendix 12

ক্রুশে যিনি নগ্নবেশ,
অকাতরে সহেন ক্রেশ,
ঈর্গে এবে বলি তাঁর
হরে ধরার পাপ ভার ।
পাক্ষ্য বলি ঐষ্ট হে,
তুষ্ট কর ক্রুশিতে,
কর ক্ষমা শাস্তিদান,
দেহ সবে পরিদ্রাণ ।

৩৩১

A. M. 134

যিনি সে ক্রুশোপরে, করি খ্রীষ্টের স্তুতি গান,
মরিলেন মোদের তরে, তিনি তেঁা করিলেন
আজ তাঁর পুনরুত্থান, পাঁপীর উদ্ধার সাধন,
কিবা পবিত্র দিন ! হাল্লেলুয়া ! ক্রুশে তাজি জীবন ।

তাঁহার পরাণ দান
সেধেছে মোদের ত্রাণ ;
স্বর্গের দূতগণ
করিছে তাঁর স্তুতি গান ।

৩৩২

E. H. 612

কেবা মৃত্যু জয় করি'
উত্থিত কবর ছাড়ি' ?
মরি' যীশু ক্রুশোপরে,
এবে জেতা চিরতরে ।

এস তাঁরে পূজি হে, পূজি তাঁরে সকলে,
নিত্য প্রভু যিনি, তাঁরে পূজি হে ।
জয়, জয়, জয়, জয়, প্রাণ খুলে গাহি যীশু জয় ।
কে উজ্জল—‘দেহ ধরি’,
উঠিল কবর ছাড়ি' ?

মগদলিনী মারীয়ার লভি' কঁার দরশন,
অশ্রু মুছে, বাণী কঁার ? শিষ্য সবে হৃষ্টমন ?

আহত খ্রীষ্টের ভোজে,	হত খ্রীষ্ট মোদের বলি—
শোভিত শ্বেত বসনে,	ঈশ্বরের মেঘ শিশু,
আনন্দে গাহিব মোরা	তঁার মাংস-রূপ শুক রুটী
আজ খ্রীষ্টের বিজয় গান।	হ'ল দত্ত মোদের তরে।
ক্লেশ রূপ বেদী' পরে	তুমি হে পূর্ণ উৎসর্গ,
ম'রে লভেছেন মোদের ত্রাণ ;	নরক আজ পরাজিত,
আনন্দ' তঁাহার রক্ত,	তব লোক বন্ধন মুক্ত,
জীবন হয় ঈশ্বরে স্থিত।	পুনঃ লব জীবন-গৌরব।

হে উখিত, গাই তব নাগ,
মৃত্যু জিনি' হ'লে সবল,
শত্রু আজি পরাজিত,
স্বরগ ছয়ার মুক্ত।

মেঘরথে মৃত্যুঞ্জয়ী	দীন বেশে যিনি ক্রুশে
করেন স্বর্গে আরোহণ !	করেন দেহ বিসর্জন,
বিস্ময়ে পুলকে মুগ্ধ	আমাদের এই দেহ তিনি
স্বর্গবাসী দূতগণ ;	স্বর্গে করেন উত্তোলন ;
হাল্লেলুয়া গাহ এবে	স্বর্গে তিনি ভক্ত তরে
দূত সাথে সর্বজন,	করেন আবাস রচনা,
রাজ্য তিনি শত্রু জিনি'	দূতে গাহে হাল্লেলুয়া
লভেন নিত্য সিংহাসন।	হেরি হেন করুণা।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ

ধন্য পিতা কৃপা তব,
ধন্য পুত্রের মহিমা,
যিনি মৃত স্বর্গারূঢ়,
লব্ধ রাজ্য গরিমা,
ধন্য তুমি পুণ্য আত্মা,
ত্রিষে তুমি এক ঈশ্বর ;
ত্রিভুবনে সর্বজনে
গাবে স্তুতি নিরন্তর ।

৩৩৫

E. H. 612

উদ্ধনেত্রে শিষ্যগণ,
হেরে কঁার আরোহণ ?
ঈশ্বর অনাদি যিনি,
নর চিরতরে তিঁনি ;
এস তাঁরে পূজি হে, পূজি তাঁরে সকলে,
নিত্য প্রভু যিনি, তাঁরে পূজি হে ;
জয় জয় জয় জয় প্রাণ খুলে গাহি যীশু জয় ।
বসি' মেঘাসন প'রে, পিতৃপদে অনিবার,
কেবা আশীর্বাদ করে ? কেবা সঁপে রক্ত তাঁর ?
পরজাতিগণে, কঁার স্বরগের সিংহাসনে,
রাজ্যে লভে অধিকার ? আসীন কে, পিতা সুনৈ ?
কেবা করি' আত্মা দান
ভক্তজনে করে ত্রাণ ?

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

৩৩৬

E. H. 142

ভ্রাতা, উঠহে, প্রবেশ
পুনঃ জীবনে স্বর্গের,
মোদের তরে ছাড়ি' যাহা,
মরিলে সহি' যাতনা ।

তুমি দীপ্ত মেঘোপরে,	সিদ্ধ তব বলি হ'তে,
পদতলে তব ধরা ;	হে প্রভু, মণ্ডলী তব
অমৃত অমৃত লোকে	লভে পবিত্র জীবন,
গাহে তব জয় গান হে ।	লভে কত শত দান ।

শ্রেষ্ঠ যাজক, রক্ষক,	সকল হৃদয় হ'তে,
স্বরগে করি' প্রবেশ,	শুভ আরোহণ-দিনে,
শোণিত করিছ উৎসর্গ	পুত্র পিতা পবিত্রাত্মা,
গা' করেছে ধরা পূত ।	উঠিছে তব বন্দনা ।

৩৩৭

A. M. 143

ধন্য তাঁর আরোহণ দিন, হাঙ্গলুয়া !
ধন্য স্বরগে গমন ;
পাপীদের তরে দস্ত
মেঘরূপে বলি খ্রীষ্ট'।

স্বর্গ অপূর্ব বিজয়
রয়েছে তাঁর অপেক্ষায় ;
মরণ-জয়ী তাঁরে,
লও স্বর্গ বরণ করে ।

প্রবেশ করি' স্বরগে,
ফিরি' নিজ সিংহাসনে,
তবু হেরেন মানবে
চির-প্রেম নয়নে ।

স'পি' পুণ্য রক্ত তাঁর
পিতৃপদে অনিবার,
রচেন ভক্তের তরে,
বাসস্থান স্বগপুরে ।

স্বরগে আসীন তুমি,
অদৃশ্য জীবন-স্বামী'
তাই পুণ্য আত্মা দানে,
লও চিত তোমা পানে ।

৩৩৮

E. E. 141 Grenoble

হে হান জগত-স্বামী
গাই তব যশোগীতি ;
দূর করি' মৃত্যু-ভীতি,
লভেছ বিজয় তুমি ।

কলঙ্কিত মানব বত,
তব প্রসাদে আজ পূত ;
নর-দেহে জয় তব
হেরি' দূতেরা বিস্মিত ।

আরোহি' পিতার আসনে,
সকল রাজ্য লভিলে ;
দুর্বলতা নাহি আর,
সকল শক্তি এবে তোমার ।

সকল হৃদয় হ'তে,
শুভ আরোহণ-দিনে,
পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা,
উঠিছে তব বন্দনা ।

পবিত্র আত্মা

—:~:—

৩৩৯

E. H. 152

এস স্বর্গীয় প্রেম
নেমে এস প্রাণে,
সরস কর তব স্নান
সিঞ্জে ;

হে শক্তি দাতা
বিরাজ অন্তরে,
অনল তব উজল করুক
আজ মোরে ।

ব্রীষ্ট সঙ্গীত

জালাও হৃদয় মন
তব হৃতাশনে,
পুড়ে' হোক্ ছাই মত্ত
বাঁদনাগণে ;
তব দিব্য আলো
প্রাণে আমার জালো
ঘুচায়ে দেও হে আমার
যত কালো ।

পুণ্য প্রেমে যেন
ঘিরে দেহ মন,
দীনতা হয় যেন
অন্তর ভূষণ ;
অনুতপ্ত চিতে,
দাস্ত সেবা ব্রতে,
যতনে পূজিব
হৃদয়-নাথে ।

৩৪০

E. H. 454

এস স্বর্গপতি,
দেহ দিব্য শক্তি ;
সত্য আত্মন, কর আপন
দীন জনে ।

তুমি জীবন কারণ,
তুমি পরশ রতন,
নাশ দ্রুত দ্বন্দ্ব যত
শান্তি দানে ।

হে দিব্য কপোত,
প্রাণে এস নিত্য,
পাপ বন্ধন কর মোচন
প্রেম গুণে ।

৩৪১

E. H. 455

এসহে পবিত্রাত্মা,
তব স্বর্গধাম হ'তে
ঢাল কিরণ-ধারা ;

এস পিতা দরিদ্রের
সকল ধন-দাতা,
হৃদয় করহে আলো ।

পরম শান্তি দাতা,
আত্মার প্রিয় অতিথি,
তুমি শ্রান্তি-হরণ,
বিশ্রাম-কারণ হে ;
তাপিতের চির-শান্তি,
হৃৎখীর তুমি সাস্বনা ।

দেহ স্বাস্থ্য নব বল,
প্রেম দেহ শুষ্ক চিতে ;
কলঙ্ক কর ধৌত,
সুস্থ হর লব ক্ষত :
গলায়ে পাষণ চিতে
ল'য়ে চল সুপথে ।

কুমি হে দিব্য জ্যোতিঃ,
হৃদয় কর আলো,
অন্তর কর পূর্ণ ;
তোমা বিনে সব শূন্য,
বৃথা সকল কর্ম,
সকলই ত অ-পুণ্য ।

সপ্ত প্রসাদ ল'য়ে
হও অবতীর্ণ এবে
ভক্ত হৃদয় 'পরে ;
দেহ পুণ্য পুরস্কার,
দেহ পরিভ্রাণ আর
নিত্য স্বরগানন্দ ।

৩৪২

E. H. 154

শ্রষ্টা আত্মা এস নেমে
এস মোদের চিত্ত ধামে,
তব রূপা বরিষণে
সরস কর শুষ্ক প্রাণে ।

•তুমি শক্তি শান্তি দাতা,
তুমি জীবন বিধাতা,
তুমি প্রেম হতাশন,
পিতৃদত্ত সপ্তদান ।

কর দেহ আলোকিত
পুণ্য প্রেমে পূর চিত,
পাপতৃষা মোহ সব
ভস্ম কর তেজে তব ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

দূর কর অরি যত,
শান্ত শুদ্ধ রাখ চিত ;
যেন তব প্রেম বলে
তাজি স্বার্থ অবহেলে ।

তুমি পিতা পুত্র হ'তে,
আলোকিত কর চিতে,
যেন জানি পিতা পুত্রে,
হেরি বিশ্বে প্রেম নেত্রে ।

৩৪৩

E. H. 638 (3rd part)

প্রেম আলো, পুণ্য-আত্মা,
পুঞ্জিব তোমারে ;
শ্রান্ত হৃদে শান্তিদাতা,
এস হে অন্তরে ।

পুণ্য আত্মা, পিতা পুত্রে,
বাঁধ প্রেম-ডোরে ;
ভক্তগণে প্রেম-সূত্রে
বাঁধ চির তরে ।

স্বর্গে করি' আরোহণ,
তব আত্মা-বলে
পরিত্রাতা অনুরূপ
ভক্ত-হৃদি-তলে ।

ধন্য আত্মা, তব প্রেমে
ভুবন রচিত ;
পুণ্য প্রেমে, এস নেমে,
ছুটি কর চিত ।

তুমি সদা জেগে থাক,
শ্রান্তি নাহি জান ;
সবে স্বর্গপানে ডাক
তুমি অনুরূপ ।

নর-দেহে, পুত্র-ঈশ,
অবতীর্ণ ভবে ;
নর পাপে বহেন ক্লেশ
আত্মার প্রভাবে ।

নাহি শুনি' তব কথা, 'ছুটি'
পাপ পানে
তোমারে দিতেছি বাথা,
ক্ষম, ক্ষম, দীনে ।

হৃদে মম জাল, জাল
প্রেম-বহ্নি তব ;
পাপরাশি দন্ধ করি'
দেহ শক্তি নব ।

সদা সাথে থেকে, মোরে
বাঁধ প্রেম-পাশে ;
পাপ হ'তে আন ফিরে,
শান্ত মুহূর্ত্তাষে ।

পবিত্র ত্রিষ

— : * : —

৩৪৪

E. H. 301

অনাদি পবিত্র পিতা, ত্রাতা যীশু প্রেমময়,
শান্তিদাতা, পুণ্য আত্মা, ধন্য ত্রিষ পুণ্যময় ;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা নীল নভঃ সুবিশাল,
নাহি ছিল যবে ধরা, আছ তুমি চিরকাল ।

হে প্রভো, অনাদি, নিত্য, নাহি তব বৃদ্ধি, লয়,
তুমি এক ঋব সত্য, কভু নাহি তব ক্ষয় ;
ত্রিষ তুমি, একা নহ, তুমি এক নাহি অন্য,
পিতা, পুত্র, আত্মা সহ, ত্রিষ এক, প্রেমে ধন্য ।*

ধন্য পিতা, তব প্রেমে সৃষ্ট বিশ্ব, জীবগণ,
পাল সবে ধরাধামে করি' কৃপা বরিষণ ;
পুত্র, নর-দেহ ধরি' দ্বিতীয় আদমরূপে,
ক্লেশ বিদ্ধ, আহা মরি ! নর-পাপ-অভিশাপে ।

তব প্রেম, শক্তি ল'য়ে, জীবন করিতে দান,
পুণ্য আত্মা আছে চেয়ে পুণী পানে অলুক্ষণ ;
পাপী হীন মোরা অতি, প্রভু ত্রিষ পুণ্যময়,
চূর্ণ কর পাপ-মতি, পূত কর এ হৃদয় ।

৩৪৫

E. H. 169

গাই পিতার স্তুতি গৌরব,	নিত্য তিন ও নিত্য এক,
স্তুতি গৌরব পুন্নের,	তিনই অনাদি এক বস্তু ;
স্তুতি গৌরব পবিত্রাত্মার,	চিরকাল ও চিরকাল ।

৩৪৬

E. H. 162

পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! প্রভু শক্তিমান !
প্রত্যুমে তোমার উদ্দেশে করি গান !
পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! প্রেমময়, রূপাবান,
ঈশ্বর তিন ব্যক্তি, ত্রিষ মহীয়ান ।
পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! যত সাধুগণ,
রাখি' কিরীট পদে, পূজে অল্পক্ষণ ।
কেকবীম সেরাফীম সম্মুখে পতিত,
জানি' তোমায় অনাদি অনন্ত ।
পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! কভু অন্ধকার
পারে না লুকাতে উজল কিরণ তোমার ।
তুমি পবিত্র, বিষ্ণুমান চরাচরে ;
তব তুল্য নাহি হেরি কারে ।
পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! প্রভু শক্তিমান
তোমার সকল সৃষ্টি করে তব নাম গান ;
পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য ! প্রেমময়, রূপাবান,
ঈশ্বর তিন ব্যক্তি, ত্রিষ মহীয়ান ।

৩৪৭

E. H. 407

হে নিত্য, অদৃশ্য, ঈশ্বর মহান,
জ্ঞানময় পিতা, সর্বশক্তিমান,
অগম্য জ্যোতিতে কর অবস্থান ;
পুণ্য ত্রিভু, গাহি তব গুণগান ।
প্রাণময় তুমি, দেহ সবে প্রাণ,
দকলি স্বেচ্ছ, ক্ষুদ্র কি মহান,

তব জ্ঞান-বলে মোরা জ্ঞানবান
তোমা বিনা মোরা অসার অজ্ঞান ।
হে অনন্ত তব, হৃদয় বিদরে,
ক্লেশকাঠে, আহা, কালভেরী পরে !
মুক্তি শক্তি দিতে হীন পাতকীরে ;
কত ভালবাস দীন পাপী নরে !

শ্রীযীশুনাথ

—:~:—

৩৪৮

E. H. 405

শ্রীযীশু নাম কি সুধাময়
বিশ্বাসীর শ্রবণে !

তার হৃৎক, কষ্ট শোক ও ভয়
না থাকে জীবনে ।

সে নামে আত্মা উপশম,
ও হৃদয় শান্তি পায় ;

ক্ষুধার্ত চিত্ত অমুপম
সুখাঙ্গে তৃপ্ত হয় ।

শ্রীযীশু মম বন্ধুবর,
পালরক্ষক গুণময় ;

আচার্য্য, যাজক, রাজ্যেশ্বর,
লোককর্তা দয়াময় ।

শ্রীযীশু মম সর্বস্ব,
মোর প্রভু, জীবনধন ;

পথ, সত্য, চির উদ্দেশ্য,
করি তাঁর সঙ্লিষ্ঠন ।

তাঁর প্রেমের-বার্তা বোঝিব
এ ভবে আজীবন ;

তাঁর সাথে হৃৎক সহিব,
সেবিব শ্রীচরণ ।

৩৪৯

E. H. 72

সুন্দর বড় সুন্দর	তখন যায় অন্তরে
যতনের রতন,	অন্তর যাতনা,
বীণা নাম মনোহর,	ভাসি স্থখ সাগরে
নয়নের অঞ্জন !	পাইয়া সান্ধনা ।
শুনি বারে বারে	
প্রিয় বীণা নাম,	বীণা হে গুণধাম,
পূর্ণ করিবারে	বিপত্তি নাশন !
আমার মনস্কাম ।	ভকতের প্রাণায়াম,
	বিশ্ব-বিনোদন !
জন্ম সার্থক করি,	আজি তব পায়ে
আনন্দ অপার !	এই নিবেদন,
যখন ওষ্ঠে ধরি	দেও নিরুপায়ে
বীণা নাম আমার !	তব প্রেম-ধন ।

৩৫০

E. H. 37

রাজ্য জয় করে যারা	দুঃখে বীণা সঁপি প্রাণ
রাজা নাম লভে তারা ;	সেখেছেন তব ত্রাণ,
বীণা নাম হল দত্ত,	হেলাভরে হেন দান
নরকুল করি' মুক্ত ।	ক'রোনাকো প্রত্যাখ্যান ।
কোথা আছে হেন নাম,	আনন্দে নামের তরে
শক্তিপূর্ণ প্রাণায়াম ;	বহ ক্রুশ প্রেম ভরে ;
পতিভরে করে ত্রাণ	বীণা তরে মৃত্যু যার
মৃত্যু করে প্রাণদান ।	বিজয় কিরীট তার ।

৩৫১

E. H. 364

হোক্ বীণা নামের সমাদর !
দূত করুক প্রণিপাত ;
স্তব কর তাঁহার নিরন্তর,
রাজকিরীট পরাও তাঁয় ।

হে সেবাত্রত দূতগণ,
তাঁর পদে নত হও,
যাঁর স্বেচ্ছা তোমরা সর্বজন,
রাজকিরীট পরাও তাঁয় ।

দেও মুকুট যত সাক্ষ্যমর,
হে স্বর্গের সাধুগণ,
হোক্ দায়ুদস্বতের সমাদর,
রাজকিরীট পরাও তাঁয় ।

হে আদমবংশের মুক্ত নর !
যাঁর রক্তে পুণ্যবান,
সেই ত্রাতার কর সমাদর,
রাজকিরীট পরাও তাঁয় ।

হে প্রত্যেক বংশ, প্রত্যেক জাত,
এই বিশ্বমণ্ডলের ;
তাঁর কাছে কর জাহ্নুপাত,
রাজকিরীট পরাও তাঁয় ।

সাধুদিগের পর্ব

—:~:—

[ধন্যা মারীয়া কুমারী]

৩৫২

E. H. 216

ধন্যা মারীয়া কুমারী,
কিবা প্রেম রূপা মরি !
যতনে আদরে
রচিল হৃদয়ে তব
পবিত্র ভবন নব,
বীণা-আত্মা তরে !

ঘটিল তোমার ভালে,
দূতে যাহা কোন কালে
আশা নাহি করে ;
অনন্ত ঈশ্বর যিনি,
হ্রবল শিশু তিনি,
তব বক্ষ'পরে ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

জন্মে তব উথলিত	কিস্ত হেন পুত্র বীর,
কি আনন্দ প্রেম-স্রোতঃ,	বিপদে কি করে তাঁর,
কে বলিতে পারে,	জন্মান গো, বল ?
নবে আধ আধ স্বরে,	হে যীশু পবিত্র জ্ঞাতা,
শিশু যীশু, 'মা', 'মা' ক'রে	পুণ্যা, শুদ্ধা, তব মাতা
ডাকিত তোমায়ে ?	তোমার প্রসাদে ;
পুত্রের যাতনা হেরে,	অধম পাতকী জনে,
ভানিলে গো আঁখিনীরে,	শুদ্ধ ক'রে দেহে মনে,
বক্ষ বিদরিল ;	রাখ তব পদে ।

৩৫৩

E. H. 213

ধন্যা যীশু-মাতা,
সম্মান আনন্দ
তোমার অপার,
যীশু মহিমায় ।

পাপ-অভিশাপে
পতিত মানবে
করিতে মোচন,
যীশুর আগমন ।

সব দণ্ড সহিতে,
মোদরে তারিতে,
তব দেহ হ'তে
হইলেন দেহী ।

তব স্তন্য দানে
ক্ষুধিত সন্তানে,
সে পুত্র ঈশ্বরে,
দিতে গো সাস্বনা ।

প্রভুর জননি,
কি আনন্দ তোমার
দেহে মনে তুমি
চিরকাল তাঁহার ।

বীণুর জননি,
লহ লহ প্রীতি,
গাহি সন্মান-গীতি
আমরা তোমার ।

হে কুমারী তনয়,
করি পূজা আমি ;
পিতা আত্মা সনে,
নিত্য এক তুমি ।

[ধন্য মারীয়ার শুদ্ধি]

৩৫৪

E. H. 209

তোমারি মন্দিরে
এসেছ অতিথি,
প্রণমি তোমায়ে
ওহে জগজ্জ্যোতিঃ,
দীনা মাতা কোলে
শিশু বেশে এল ।

তুমি সৰ্বাগ্রজ
এসেছ ভূতলে,
হ'য়ে রাজরাজ,
নরদেহী হ'লে,
দাস্ত্র হ'তে নরে
মুক্ত করিবারে ।

ষোষেফ স্মৃতি
অছে তব পাশে ;
শিমিয়োন গাহে
মাতি ভক্তিরসে,
মানব বাঙ্কিতে
বাঁধে বাহুপাশে ।

হে ভুবন-আলো !
আজি এ মন্দিরে
তব দীপ আলো,
নাশ অন্ধকারে,
হেরি পুণ্যভাতি
করিব আরতি !

[সাধু আশ্রয়]

৩৫৫

A. M. 403

ভব কোলাহল মাঝে
ধ্বনিছে বীণুর,বাঁগী—

‘পশ্চাতে মোর এস বৎস,
চল মোর কথা শুনি’ ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

আজি সে বাণী শুনে
গালীল জলধি তীরে,
গৃহ কর্ম আত্মজনে
তাজিলেন অকাতরে ।
ধ্বনিছে সে বাণী আজো,
ডাকিছে সকল জনে—
‘তাজি অনিত্য সংসারে
লভ অমৃত ধনে’ ।

জীবনের স্রুথে হুঃখে,
অশান্তি কোলাহলে
বলেন যীশু, ‘পাবে শান্তি
মম প্রেমে ডুবিলে’ ।
ডাকেন যীশু ; প্রভু, যেন
শুনি তব আহ্বানে,
তব আঙ্কা শিরে ধরি’
সেবি তোমায় যতনে ।

[সাধু পৌল]

৩৫৬

E. H. 489

গাহি সে বিজয় গীতি—
দম্বেশক-দ্বারে
এল যবে খ্রীষ্ট-অরি
পালে নাশিবারে,
কি আলোক চমকিল,
হানিল নয়ন তার,
জলদ গস্তীর বাণী
টুটিল হৃদয় দ্বার ।
ভীষণ শার্দূল এল
পালে গ্রাসিবারে,
পালক বাঁধিল তারে
দৃঢ় প্রেম ভোরে,

হ’ল সে দাসাঙ্গদাস,
দিল অকাতরে
জাতি কুল ধন মান
খ্রীষ্ট সেবা তরে ।
শত্রু যদি চাহে আজ
পালে নাশিবারে,
সংসারের রক্ত ঔষি
আতঙ্ক সঞ্চারে,
জানি প্রভু চিরদিন
তুমি আছ সাথে,
শত্রু হবে তব দাস
বিজয়েরি পথে ।

[প্রেরিতগণ]

৩৫৭

E. H. 175

বীণ রাজার নিত্য দান,
প্রেরিত-গৌরব করি গান,
মোরা কৃতজ্ঞ পরাণে,
তুলি কণ্ঠ তাঁর পানে ।

মণ্ডলীর রাজপুত্র সব,	ভাতিছে তাঁদের আত্মায়
সংগ্রামে বিজয়ী চালক,	পিতার গৌরব, পুত্রের ইচ্ছা,
যোদ্ধা সব স্বরগ রাজ্যের,	উল্লসিছে পবিত্রাত্মা,
ঋণ আলো সকল দেশের ।	হরষিছে স্বর্গবাসী ।

তাঁদের স্থির অচল	করি প্রার্থনা জ্ঞাতা হে,
বিশ্বাস, আশা সবল ;	তাদের সনে, দাসগণে
তাঁরা বীণ-প্রেম-বলে	তুমি দেহ যুক্ত ক'রে,
নাশিল পাপাত্মা দলে ।	অনন্তকালের তরে ।

৩৫৮

ধূপের ধূমে, সাধুরা প্রেমে,
প্রার্থনা করে, মোদের তরে
তাঁদের পুণ্য প্রার্থনা শুন, পিতা গো ধনু ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

৩৫৯

A. M. 438

কে সাজাল শুভবেশে
দীপ্তি আভরণে,
বসাল হেম সিংহাসনে
ভক্ত আঁআগণে ?

হৃৎথের অনলে দহি’
দীপ্ত হল তাঁরা,
ঐষ্টরক্ত-ধোত বাসে
শোভিত সাধুরা

বিজয় পতাকা হাতে
স্বতি-গীত গানে

সেবিছে প্রভুরে সদা
হরষিত মনে ।

ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি এবে,
রোদ্র নাহি দহে
স্বরগ তপন তাপে
বিগলিত মেহে ।

মেঘশিশু পালক তাঁদের
নিয়ে চলেন ধীরে,
তোষেন দিব্য অন্ন দানে
জীবন নদী তীরে ।

৩৬০

E. H. 465

তারকার সম তেজে অনুপম,
দাঁড়িয়ে কাহারো ঈশ্বর সদন ?
চারু দরশন, মানসমোহন,
কাঞ্চন কিরীট শিরে সুশোভন !

শুভ্র বসনে হ’য়ে শোভিত,
আন সমীপে করেন সঙ্গীত ;
অতুল কিরণ বলসে নয়ন !
কাহারো এসব জান কি রে মন ?

যীশুর সেবক ঐ সাধুগণ,
যীশু তরে ভবে করি’ প্রাণপণ,
ভীষণ সংগাম করি’ অবিশ্রাম,
বিজয়-কিরীটে ভূষিত এখন ।

ভবের যত যাতনা অপার,
ব্যথিত করিত প্রাণ অনিবার,
যাতনা অশেষ হয়েছে নিঃশেষ,
নাহি শোক ব্যথা নাহি ক্রন্দন ।

মম ভাগ্যে নাথ হবে কি সে দিন,
যবে সাধু সহ হব আসীন,
তব গুণগান যীশুকৃত জ্ঞান
সহস্র কণ্ঠে করিব কীর্তন ?

৩৬১

E. H. 177

সাধু সেনাপতিগণ	হেরি এ বীরপণা
যীশু নামে করি রণ	মোহিত সৰ্বজনা,
বিনাশিল শত্রুভয়,	উদিল আশার ভাতি,
যোষিল ত্রাতারি জয় ।	পোহাল বিবাদ রাতি ।
যে শত্রুর সহ রণে	ধ্বনিবে সকল দিকে
পরাস্ত মানবগণে,	চিরদিন লোকমুখে
ক্রুশ-লজ্জা করি সার	সাধুর বীরত্ব কথা,
নাশিল তার অহঙ্কার ।	যীশুর মুক্তিব্যবস্থা ।

৩৬২

E. H. 638

(১)

যোদ্ধা বেশে কেবা চলে ?
 প্রভু যীশু ত্রাতা !
 রক্তাক্ত পতাকা তুলে ?
 প্রভু যীশু ত্রাতা !
 কেবা ধীরে প্রেম-ভরে, ৩ কেবা জয় লভে ক্রুশে,
 তিস্ত পেয় পান করে ? বিজয়ী রাজার বেশে ?

(২)

বল কাঁরা সাথে তাঁরি ?
 ধন্য সাধুগণে !
 শুভ্রবেশে, সারি সারি ?
 ধন্য সাধুগণে ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

- | | | | |
|---|--|----|---|
| ৫ | তঁাহারা বহিল ক্রুশে,
যীশু-প্রেমে, হেসে হেসে । | ১০ | কেহ রোগ, হুঃখ ভারী,
সহিল জীবন ভরি' । |
| ৬ | তেয়াগিল হাসিমুখে
সংসারের ভোগসুখে । | ১১ | তেয়াগিল ঘৃণাভরে,
পাপ-মোহ অন্ধকারে । |
| ৭ | অত্যাচারী শত্রুজনে,
ক্ষমিল সরল মনে । | ১২ | নিজ সুখ না চাহিল,
পরহুঃখে প্রাণ দিল । |
| ৮ | পশিল সিংহের গর্ভে,
যীশু-প্রেমে হৃষ্টচিত্তে । | ১৩ | বালক, যুবক কত,
কৃষ, বৃদ্ধ, শত শত । |
| ৯ | বিপদে না হয়ে ভীত,
বিশ্বাসে বাঁধিল চিত । | ১৪ | অবলা কুমারী, নারী,
হুঃখী, দীন, সারি সারি । |

(৩)

১৫ সবে তাঁরা মিলে' গাহে,
জয় প্রভু যীশু জয় ;
শুধু যীশু পানে চাহে ;
জয়, প্রভু যীশু জয় ।

১৬ অশ্রুধারা গেছে মুছি' !
পাপ হুঃখ গেছে ঘুচি' ।

- | | | | |
|----|---|----|---|
| ১৭ | যীশু-প্রেমে মস্ত তাঁরা
প্রেম-গানে আত্মহারা । | ১৯ | রোগ শোক হুঃখানলে
পাপলিপ্সা যাক্ জ'লে । |
| ১৮ | সাদুর জীবন-দাতা,
পাপী-তাপী পরিত্রাতা । | ২০ | সাদু সঙ্গে জীবনান্তে,
স্থান দিও পদপ্রান্তে । |

[সাধু মিথায়েল ও দূতগণ]

৩৬৩

A. M. 335

ঘিরি' স্বৰ্গ-সিংহাসনে,
কোটি কোটি দূতগণে,
ঈশ্বর-গৌরব হেরে,
অবনত প্রেম-ভরে ।

কেহ নামে ধরা 'পরে,
ল'য়ে বার্তা ভক্ত তরে ।
কেহ পাপ-প্রলোভনে,
করে রক্ষা ভক্তজনে ।

গৌরব করীট শিরে,
উজল বসন প'রে
তাঁরা স্তুতি-গীত গাহে,
ঈশ্বর আদেশ বহে ।

পিতা, পুত্র, আত্মা পুণ্য,
মানবে কর হে ধন্ত,
সেবা-প্রেমে শুদ্ধ চিত,
স্বরগ-দূতের মত ।

৩৬৪

E. H. 641

দূত, অমর গাহে আনন্দে,
তোমার মহিমা প্রেম ছন্দে ;
কোটি সাধু তব পদ বিন্দে । হাল্লেলুয়া !

স্মরি তব উজল মূর্তি,
করুণা প্রেমে বিনম্র অতি ;
ধন্য তুমি অগতির গতি ।

তোমাতে সেবিত নহে শ্রাস্ত ;
তোমাতে পূজিতে নহে ক্লাস্ত ;
সদা নমে তব পদ প্রাস্ত ।

ধন্য-পুত্র, স্বজন-কারণ,
ধন্য বীণা, পাতক হরণ,
ধন্য খ্রীষ্ট অধমতারণ ।

আজি মোরা দূতদল সঙ্গে,
তোমার মহিমা গা'ব রঙ্গে,
না ডরি' পাপ তরঙ্গ ভঙ্গে ।

তুমি হে প্রভো পবিত্রতম,
শাস্তি দেহ, নাশি' পাপ-তমঃ ।
তোমারি চরণে নমোনম ।

শম্ভোৎসর্গ পর্ব

— * —

৩৬৫

E. H. 292

আজি মোরা সবে মিলি	এসেছি কৃতজ্ঞ প্রাণে
তুলিষ মধুব তান,	লয়ে প্রীতি অঞ্জলি,
তব তরে অর্থ্য বহি	ওগো ধন জন দাতা
গাহিব বন্দনা গান ;	লহ মোদের সকলি ।
প'রেছে ধরা মৌহন বেশ,	আত্মার ক্ষুধা নাহি মিটে
ফসলে ভ'রেছে দেশ,	শুধু অশন বসনে,
ঘুচিল তায় সর্বজন্য	স্বর্গ মান্না দেহ মোদের,
ক্ষুধা তৃষ্ণা দুঃখ ক্লেশ ।	ভিক্ষা মাগি চরণে ;
তাইত আজি এ মহোৎসব ;	প্রাণে সাহস শক্তি দেহ
সাজাই তব পুরদ্বার,	পাপের সহিত যুঝিতে,
ব'হে আনি ভারে ভারে	জ্ঞানচক্ষু খুলুক যেন
স্বর্ণ শস্য পুষ্প ভার ;	তোমায় পারি হেরিতে ।

খ্রীষ্টরাজ্য

—:(*)—

৩৬৬

E. H. 553

তোমার আদেশে,	এসে ভবধামে,
আঁধার আকাশে হ'ল আলো,	বিতরিলে প্রেমে পূর্ণ আলো
তব বাক্য যথা	করিলে বিনাশ
নাহি জ্ঞানে লোকে,	পাপ দুঃখ-পাশ ;
আজি প্রভু তথা দেহ আলো ।	জগতে প্রকাশ তব আলো ।

হে জীবনদাতা,
প্রেমময় আত্মা, পূর্ণ আলো ;
সর্ব দেশ কালে
করহে আর্ত,
কৃপা-রশ্মিজালে ; দেহ আলো ।

ধন্য পুণ্য ত্রিষু,
তব জ্ঞান, সত্য, দেহ নরে ;
জলধির সম,
তোমার অসীম
প্রেম-আলো, যেন হৃদে ধরে ।

৩৬৭

E. H. 420

যীশু-রাজ্য হবে বিস্তার,
যতদূর সূর্য্যের সঞ্চার ;
দিকে দিকে হবে প্রসার,
নাশিবে পাপ তিমির-ভার ।

যথায় তাঁর রাজত্ব,
বন্দী হয় বন্ধন-মুক্ত ;
শ্রাস্ত পায় চির-বিশ্রাম,
দুঃস্থ জন লভে আশিস্ ।

সব দেশ, সব জাতি
গাবে তাঁর প্রেম গীতি ;
গেয়ে তাঁর নাম গান,
ধন্য হবে শিশুগণ ।

রাজার তরে, সকলে
এস উপহার ল'য়ে,
গাহ গীত সর্ব্বজনে,
স্বর্গ দূতগণ সনে ।

৩৬৮

E. H. 547

মাজাজী, পাঞ্জাবিগণ, বাকালী, মারাঠী,
হিন্দু, শিখ, মুসলমান, সবে এস ছুটি' ;
শুন শুভ সমাচার,—বিশ্বপতি যিনি,
নর-দেহে অবতার, ক্রুশে হত তিনি ।

তব পাপ-দুঃখ হেরে, যীশু-বৃক্ষ ফাটে,
ঈশ্বর, মানব তরে, বিদ্ধ ক্রুশ-কাঠে ;
থেক না নিদ্রিত আর, জাগ জাগ সবে,
পাপ মিথ্যা-অন্ধকার ত্যজি এস তবে ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

যীশু, মোর প্রভু ভ্রাতা, শুনহে প্রার্থনা,—
পাপ তাপে কোটা ভ্রাতা সহিছে যাতনা ;
বরিষ আত্মার দান ভারত অন্তরে,
দেহ স্বাস্থ্য, শক্তি, ত্রাণ, সকল ভ্রাতারে !

আসিবে সে দিন তবে ভারত-মাঝারে,
হিন্দু-মুসলমান যবে পূজিবে তোমায়ে ;
বহিবে স্বদেশে মোর প্রেম-পুণ্য-স্রোতঃ,
পাপ-মিথ্যা হবে দূর, হাসিবে ভারত ।

কাথলিক মণ্ডলী

—:~:—

৩৭৯

E. H. 643

চল দ্রুততালে, খ্রীষ্ট-সেনা সব,
এস, সবে মিলে, তুলি বিজয় রব ;
কর, খ্রীষ্টের নামে গৌরব সংঘোষণ,
দূত, নরে মিলে কর সংকীৰ্ত্তন ।

চল দ্রুততালে খ্রীষ্ট-সেনা সব ;
এস, সবে মিলে, তুলি বিজয় রব ।

প্রবল সেনা তুল্য খ্রীষ্টের মণ্ডলী,	রাজ্য, সম্রাট, কিরীট কত আসে যায়,
সাধুর পদ-চিহ্নে সকলে চলি,	খ্রীষ্টের মণ্ডলী সদা বৃদ্ধি পায় ;
কেহ পৃথক্ নহি, একান্ত সকল,	নরক না পারে পরাজিতে তায়,
একই আশা, সত্য একই প্রেম	খ্রীষ্ট-অঙ্গীকার সফল তাহায় ।
সম্মল ।	

৩৭০

E. H. 469

উঠ গ্রীষ্ট সৈনিক,
পর হে রণ সাজ,
লহ ঈশ্ব-দত্ত শক্তি,
তিনি যে রাজ-রাজ ।

যীশু পরাক্রমে
যুঝে নির্ভয়ে,
পদতলে শত্রু দলি'
চল রাজ্য জয়ে ।

গ্রীষ্ট যীশু নামে
বিনাশ শত্রুরে,
দীপ্ত ক্রুশ-অসি ল'য়ে
নাশ অন্ধকারে ।

সাদ্র হবে যবে
যুদ্ধ মৃত্যু দিনে,
গৌরব কিরীট পাবে
অমৃত সদনে ।

৩৭১

জাগ, জাগ, জাগ আজি,
গ্রীষ্ট-সেনা, নিদ্রা ত্যজি'
'এর উর্দ্ধে ক্রুশ তুলি' ;

ঘোষ ভারত-ভুবনে,
ক্রুশে, অভয়-পরানে,
গ্রীষ্ট যীশু জয় বলি' ।

৩৭২

E. H. 435

জীবনদাতা, হে ত্রাণের ঈশ্বর
সকল জাতির আশা-প্রভাকর,
মণ্ডলীরে দয়া করহে সম্বর ;
শক্তিমান হে ।

মানুষের বাহু হইলে অচল
তরাইতে পার তুমি হে কেবল,
পাপ-পঙ্ক হ'তে মণ্ডলী জ্বল
রক্ষ প্রভু হে ।

তব তরী গ্রাসে তরঙ্গ ভীষণ,
শত্রু দল, বলে করে আক্রমণ,
মণ্ডলীরে তব কে করে রক্ষণ ?
তুমি রাখ হে ।

শত্রুরে ঘৃষিতে দেহ নব বল,
বিকল অন্তর করহে সবল,
ধরা মাঝে শাস্তি বরিষ কেবল,
তব শাস্তি হে ।

শ্রীষ্ট-সঙ্গীত

৩৭৩

E. H. 488

মণ্ডলী এক ধন্য রাজ্য
যেথা শ্রীষ্ট, নিত্য
দূত সাধু সহযোগে
কল্পিছেন রাজত্ব ।
তথা দিব্য বেদী 'পরে
নিষ্কলঙ্ক বলি
হত শ্রীষ্টে পূজা করে
সর্বজাতি মিলি ।
জীবন নদী বহে সেথা
মুহূ কলস্বরে,

আশা প্রেমের পুষ্প ফোটে
শ্রীষ্ট রূপা বরে ।
একই মন্ত্র সবার মুখে
'পুণ্য পুণ্য পুণ্য
স্বর্গ মর্তের অধিপতি
শ্রীষ্ট তুমি ধন্য' ।
ভিক্ষা মাগি তব পদে
শ্রীষ্ট দীনবন্ধু,
দেখাও সবে দয়া ক'রে
তব মুখ ইন্দু ।

প্রশংসা ও ধন্যবাদ

—:~:—

৩৭৪

E. H. 519

ওগো দিব্যধামবাসীগণ,
পুণ্যোজ্জ্বল কিরূপ সরাফগণ,
গাহ গীতি, হাঙ্গেলুয়া !
নিত্য ঈশ্বর সন্নিধানে
গাহ পুলকিত প্রাণে
হাঙ্গেলুয়া, হাঙ্গেলুয়া, হাঙ্গেলুয়া,
হাঙ্গেলুয়া, হাঙ্গেলুয়া ।

ওগো দূতবন্দ্য মাতা,
ওগো অতুল গৌরব যুতা,
গাহ গীতি, হাঙ্গেলুয়া !
অনন্ত বাক্য প্রসূতি,
দূত সাথে গাহ গীতি
হাঙ্গেলুয়া, হাঙ্গেলুয়া, হাঙ্গেলুয়া,
হাঙ্গেলুয়া, হাঙ্গেলুয়া !

বিশ্রাম মগন আত্মাগণ,
গাহ প্রবাচক ভক্তজন
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া !
ধন্য প্রেরিত সাংক্ষী জনা,
অনন্দে গাহ বন্দনা
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া,
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া !

এস মোরা সমন্বরে
গাহি স্তোত্র স্বর্ষভরে
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া !
ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর বাক্য,
পুণ্য আত্মা ত্রিঙ্গে এক,
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া,
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া !

৩৭৫

E. H. 470

আজি কৃতজ্ঞ অন্তরে
কর তাঁর নাম গান
রূপা যার সদা ক্ষরে,
সাধে পাতকীর ত্রাণ ;
গাহ তাঁর প্রেমগীতি,
পদে তাঁর কর নতি ।

ভঃখ বিপদের দিনে
সুদৃঢ় আশ্রয় নিত্য,
দুঃখীরে অভয় দানে

কেবা বল তাঁর মত ?
উঠাও কর্ত্ত তাঁরি পানে,
মাত তাঁরি গুণ গানে ।

পিতা তিনি স্নেহ কোলে
করেন রক্ষা সন্তানে,
শত্রু আক্রমণকালে
রাখেন বাহু বেষ্টনে ;
ত্রিভুবনে সর্বজনে,
বন্দ তাঁর শ্রীচরণে ।

৩৭৬

E. H. 368

জাহ্নু হবে নত, ফুলে যীশু নাম,
সকলে পূজিবে ধীশু গুণধাম ;
নিত্য পুত্র যিনি, প্রভু বলি তাঁর'
পুণ্য বাক্য তিনি, অনাদি অপার ।

সৃষ্টি প্রকাশিল তাঁহার আজ্ঞায়
আলোকের শিশু হ'ল দূতদল ।
আকাশে উজ্জল আলোক নিচয়,
তাঁহারি আজ্ঞায় হইল উদয় ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

পাপের শক্তি নাশ করিবারে,
মানবের পুত্র চিরকাল-তরে ;
মম্বা-স্বভাবে সদা পুণ্যময়,
মরণের পরে তিনি মৃত্যুঞ্জয় ।

ছড়াইয়ে জ্যোতিঃ উত্থানের পরে
গেলা চলি' উর্দ্ধে মহিমার পুরে !
মম্বা-স্বভাবে করিয়া যতন,
উচ্চতম স্থানে করিলা স্থাপন ।

প্রেম-ধ্বনি তুলি' গাহি অবিরাম,
ভক্তি, প্রেম ভরে, গাহি ধীশু নাম,
হৃদে রাখ তাঁরে, যাবে দূরে পাপ
মিথ্যা যাবে চ'লে, সর্ব্ব ছুঁথ তাপ ।

প্রেমে পূজ তাঁরে, যিনি হে আবার
বসি মেঘ 'পরে, করিতে বিচার,
দূত সাধু সঙ্গে আসিবেন ভবে,
লইতে আদরে ভক্তদল সবে ।

৩৭৭

E. H. 533

ধন্যবাদ জগদীশ,
কায়োমনে পূজি হে,
সর্ব্ব সৃষ্টি গাহে
তব গুণ রাজি হে ;
মাতৃকোড় হ'তে
আশিস বর্ষণে
রেখেছ সন্তানে
করুণা বেষ্টনে !

ওহে করুণাময়
নিশিদিন থাক সাথে,
অনন্দ শাস্তিময়
কর জীবন পথে ;

প্রসাদে শান্তিতে
নিয়ে চল ধীরে,
রক্ষি' মন্দ হ'তে
মৃত্যু পর-পারে ।

ধন্যবাদ জগদীশ
পিতা তব চরণে,
পুত্র, পবিত্র আত্মা,
পূজি কৃতজ্ঞ প্রাণে ;
ত্রিভুবনে পূজে
এক নিষ্ঠা ঈশ্বরে,
যিনি সমরূপে
আছেন চিরতরে ।

৩৭৮

E. H. 466

ভজন পূজন মন
কর অনুক্ষণ,
মহিমা রাজার,
কর রে প্রচার ;
অনাদি অনন্ত
গ্রীষ্ট জ্যোতির্ময়,
সর্ব প্রাশংসিত
মোদেরি আশ্রয় ।

আলোক পবনে
প্রেম ছুটিছে,
গিরি গগনে
রূপা ভাতিছে ;
মোরা মূঢ়মতি,
হে নিখিল পতি,
কেমনে বর্ণিব
করণা তব ।

ধ্যান ও প্রার্থনা

৩৭৯

E. H. 415

ওগো কোমল-হৃদয়
বীণ প্রেমময় !
শুন, ঈশ্বর-তনয় !
সন্তানে ডাকে ।

ভব আধার থেকে
দিব্য আলোকে ।

ওগো পথ সম্বল
পথ বল বল—

করণা-সাগর
দ্রোণ ক্ষমা কর,
বাঁধন খুলি মোদের
অর্গে লও বুকে ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

৩৮০

E. H. 212

খ্রীষ্ট, থাক মম সনে,	বাঁধি আজি ত্রিভু নাম,
খ্রীষ্ট, দেহে, হৃদে, মনে ;	হৃদি-পরে বর্ষ্ম সম ;
পশ্চাতে, সম্মুখে মর্ম,	দেহে, মনে, আত্মা মাঝে,
অন্তরে, বাহিরে মম,	ত্রিভু-প্রেম যেন রাজে ;
সম্পদে, বিপদে মম,	না ডরিব শত্রুজনে,
খ্রীষ্ট সখা প্রিয়তম ।	না ডরিব প্রলোভনে,
সকল মানবগণে,	হব জয়ী সর্বকালে,
খ্রীষ্ট রক্ষ দিনে দিনে ।	পুণ্য ত্রিভু নাম বলে ।

৩৮১

E. H. 425

তুমি ধ্রুব আলো, সদা মোরে	ডাকি নাই সদা তোমা পথে
নিয়মে চল ;	নিয়মে যেতে ;
রজনী আঁধারে, গৃহে মোরে	এবে নিয়মে চল তব সাথে,
নিয়মে চল ।	তব পথে !
রক্ষ মোরে, চাহিনা দেখিতে	নিজ ইচ্ছা মত চলি', এবে
দূরে কিবা আছে, থেক সাথে ।	লভি হুঃখ ; ক্ষম পাপ সবে ।
এত আশিস্ দিয়েছ মোরে,	
নিয়মে চল ;	
যত শোকে হুঃখে অন্ধকারে,	
নিয়মে চল ;	
উষা হাসি উদিলে গগনে,	
পাব শাস্তি অনন্ত ভবনে ।	

৩৮২

তুমি রাজ সিংহাসন কিরীট ছেড়ে
জনগিলে ধরা 'পরে,
কিন্তু বৈৎসেহমে না মিলিল
আশ্রয়, প্রভু তব তরে ।

এস যীশু এ অন্তরে,
আছে স্থান তব তরে ।

ঘোষিল দূতে নিশীথ রাতে	মুক্তি বারতা জীবনের কথা
গৌরব তব গগন তলে,	বিতরিলে কত ক্রেশে,
তুমি এলে হায় ধরি' শিশু কায়	তারি পুরস্কার দারুণ প্রহার,
দীন বেশে পশুশালে ।	বধিল তোমারে ক্রুশে ।
পশু পক্ষী পায় তব করুণায়	যুগের শেষে ফিরিয়া তুমি
আশ্রয় বিশ্ব ভুবনে,	আসিবে বিজয়ী বেশে,
তব শয্যা হ্রায় গৃহহারা প্রায়	সেদিন তোমারে জীবন স্বামী
নির্জনে প্রান্তরে বনে ।	ডেকে নিও তব পাশে ।

৩৮৩

তুমি হৃদয় মন্দিরে
থাক যদি সদা, প্রভু,
অন্ধ জনে লভে আলো,
বিপথে চলে নু কভু ।

ওহে যীশু, জ্ঞান তুমি
অন্তর-কালিমা মম ;
এ দীনে শক্তি দেহ,
পাপের শক্তি দম ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

দয়া কর রোগী জনে,
রাখ দাসে তব পদে,
রক্ষা কর দীন হীনে,
তব শান্তি দেহু হৃদে ।

ওহে পুত্র পবিত্রাত্মা
পিতা পবিত্র অনন্ত,
কৃপা করি' এস হেথা,
কর সর্ব পাপ অন্ত ।

৩৮৪

E. H. 414

প্রাণের প্রিয় বীণ হে !
তব ক্রোড়ে দেও আশ্রয়,
যখন তুফান সম্মুখে
হইবে ভীষণ অতিশয়,
লুকাও আমায়, ত্রাতা হে !
যাবৎ না চলে যায়,
তোমা বিনা কেমনে
বাঁচে, বল, অসহায় ?

তুমি খ্রীষ্ট আমার সব
যথা ইষ্ট তোমায় পাই,
তব বলে অসম্ভব
ঘটে কতই সর্বদাই !
পাপে পতিত জনগণ
তম বাক্যে উত্থিত হয়,
মূর্ছাপন্ন যেই জন
মহানন্দে কথা কয় ।

নাহি মম আর আশ্রয়,
দিলাম তোমায় মনঃপ্রাণ,
ছেড়ে না এ হৃৎসময়,
ওহে করুণা-নিধান !
মম ভার সব তোমাতে
করিতেছি সমর্পণ,
তব পক্ষচ্ছায়াতে
কর মোরে সংগোপন ।

রোগী জনে স্বাস্থ্য-দান,
অন্ধে পথ-প্রদর্শন
কর, তুমিই দয়াবান !
তুমি খজ্রে দেও চরণ ;
ছায়া ও পুণ্য তব নাম,
আমি ভ্রান্ত পাপী জন,
তুমি সত্য, কৃপাধাম,
মিথ্যায় পূর্ণ মম মন ।

৩৮৫

মোর পথ যে তোমার নয়,
তাঁহে নাহি দুঃখ ;
ল'য়ে চল প্রভু,
যেথা চাহ নিতে ।

জানি না হে পথ,
চাহি না জানিতে,
কোথা পথ প্রভু,
ব'লে দেও তুমি ।

তব রাজ্যে যেতে,
তব পথ চাহি,
যেন পথ ছাড়ি'
বিপদে না পড়ি ।

সম্পদে, বিপদে,
পরীক্ষা, অভাবে,
স্বাস্থ্যে কিম্বা রোগে,
রাখ যাহে চাহ ।

ভর প্রাণ পাত্র
সুখে বা দুঃখে হে,
যা ইচ্ছা, যা কর
তাহে মম শুভ ।

তব শুভ ইচ্ছা,
প্রভু, কর পূর্ণ,
হে মম সর্বস্ব,
মম জ্ঞান, প্রাণ ।

৩৮৬

যীশু প্রভু ত্রাতা মম;
ঈশ্বর সর্বস্ব মম,

ধরেছি চরণ তরী,
পার কর হে কাণ্ডারী ।

পাপ পঙ্কে মগ্ন আমি,
প্রেম কোথা পাব স্বামী ?
পুণ্যানাম-গুণ তব
কেমনে মুখেতে লব ?

মম মাঝে কি হেরিলে,
মম তরে প্রাণ দিলে !

ধন্য কর দীন হীন
কৃপা-বারি বরিষণে ।

নারকীরে নিয়ে কোলে
কিবা প্রেম প্রকাশিলে !

যীশু তব নাম গানে
র'ব রত মনে প্রাণে ;
তব পদে সকল দিয়ে,
নিত্য র'ব তোমার হ'য়ে ।

৩৮৭

E. H. 444

লও হে কাছে তব
আরো কাছে ;
ক্লুশ দিয়ে যদি
ডাক কাছে,
তবু নাচা গাব—
লও হে কাছে তব,
আরো কাছে ।

যদিও আধারে
ঘিরে মোরে,
একাকী প্রান্তরে:
রহি পড়ে',
স্বপনে তবু যে
যাব তব কাছে,
আরো কাছে ।

স্বপনে হেরিব
স্বর্গসোপান,
প্রীতি ভরা সব
তব দান ;
শুনি দূত রব
যাব কাছে তব,
আরো কাছে ।

৩৮৮

E. H. 583

বল গো মোরে বল পুণ্য বীণ-কথা ;
বল গো ধীরে বল বীণ-প্রেম গাথা ;
নাহিক জ্ঞান মম, নাহি যে শক্তি,
নাহিক পুণ্য মম, শুধু পাপে মতি ।

বল গো মোরে বল°, পুণ্য বীণ-কথা ।
বল গো ধীরে ধীরে, বল পুনঃ পুনঃ,
কেমনে প্রেম-ভরে ঈশ্বর-নন্দন,
পাপীয়ে তারিবারে পাপ-তাপ হ'তে,
এলেন ভবপুরে প্রেম বিলাহিতে ।

আমি যে কত পাপে, মজেছি জীবনে,
পাপের অভিলাষে সহি যে পরাণে ;
ওগো, তাই বারে বারে বল দয়া ক'রে,
শুধু যে মম তরে যীশু ক্রুশোপরে ।

সংসারে সদা টানে এ দীন পাপীরে,
পাপেরি প্রলোভনে ভুলি গো যীশুরে,
ওগো তাই মৃদু ভাসে মোরে বল বল,
যীশু যে মম পাশে জাগি' চিরকাল ।

আত্মোৎসর্গ ও নির্ভর

৩৮৯

E. H. 316

অধমে তুমি ডেকেছ, সোহাগ করি ঝাছে লবে,
মোর তরে প্রাণ সঁপেছ, ক্ষমি' পাপ শাস্তি দিবে,
শুধু তাই আমি এসেছি, বিশ্বাস করে তাই এসেছি ;
পিতার মেঘ-শাবক হে ! পিতার মেঘ-শাবক হে !
নিগূঢ় প্রেম তরঙ্গে,
সকল বাধন দেছ তেঁকে,
তোমারই হ'তে এসেছি ;
পিতার মেঘ-শাবক হে !

৩৯০

E. H. 597

এ বারতা অবাক করে,
বিস্ময়ে শিহরে গাত্র,
বিক্র জ্বলি মম তরে
ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র।
বুঝিব কেমনে হাঁ রে !
এ অপূর্ব প্রেমতত্ত্ব,
যে জনা চাহে না তাঁরে
তারে পেতে বাঞ্ছা এত।
দীনবেশে ভবে এসে,
অকৃতজ্ঞ পাপী তরে

শ্রমে দুঃখে কত ক্লেশে
প্রাণ দিলেন জুশোপরে।
স্বচক্ষে হেরিতাম যদি
দীর্ঘবক্ষ রক্তশ্রোত,
তবু কি বুঝিতাম কভু
প্রেম তব জ্ঞানাতীত।
প্রেমহীন এ মন্দিরে
জাল প্রভো প্রেম দীপ,
যেন পারি হেরিবারে
তব দিব্য প্রেমরূপ।

৩৯১

E. H. 439

বিশ্বাসরূপ নয়নে
চাই উর্দ্ধে যতনে
কালভেরি মেঘ !
‘শুনি’ মোর আকুরব
দূর কর মন্দ সব,
হও তুমি হে বিভব—
নিত্য অশেষ।

কর এ শীর্ণ প্রাণ
স্বরূপায় তেজীমান,
এই ভিক্ষা চাই ;
তুমি যে জ্বলি নাথ
মোর তরে সিদ্ধ হাত ;
করিলে প্রাণপাত,
ত্রাণ যেন পাই !

সে জগত তোমারে
প্রেম করি সাদরে,
হে প্রাণনাথ !
জলন্ত প্রেমানল,
স্বদৃঢ় প্রীতি, বল,
ভকতি সুবিমল
দাও দিবারাত।

আশঙ্কা-তিমিরে,
দুঃখরূপ সাগরে
ঘেরে যখন,
তখন তুমি হে নাথ
থাকিয়া আমার সাংখ
দূর করো সে উৎপাত,
এই নিবেদন।

৩৯২

E. H. 481

প্রভো, আমার এ জীবন
তোমায় করি সমর্পণ ;
দিবানিশি সর্বক্ষণ
ক'রবো তব সঙ্কীর্ণন ।

আমার হস্ত পদদ্বয় •
গ্রহণ কুর দয়াময় ;
তব প্রিয় কার্যো তা
থাক্বে রত সর্বদা ।

লহ মম কণ্ঠ-স্বর,
গা'ব স্তুতি নিরন্তর ;
লহ গুণ, রসনা,
করবো মুক্তি ঘোষণা ।

স্বর্ণ, রৌপ্য নিঃশেষে
সঁপি তোমার উদ্দেশে ;
বল ও বুদ্ধি যা আমার
কর তুমি ব্যবহার ।

লহ আমার ইচ্ছা হে,
মিশুক্ তব ইচ্ছাতে ;
হৃদয় মাঝে সর্বক্ষণ
কর তোমার সিংহাসন ।

প্রীতি ভক্তি সমুদয়
অর্পণ করি তব পায় ;
মম দেহ, আত্মা প্রাণ
গ্রহণ কর দয়াবান্ !

সাক্ষ্য

—:~:—

৩৯৩

E. H. 490

প্রেমের রাজা পালক মম
অকুরন্ত দয়া ধার,
কোন অভাব নাহি মম,
তিনি আমার আশি তাঁর ।

শ্রুত ক'রে নিত্য মোরে
জীবনজলে নিয়ে যান ;
শ্রামল ক্ষেত্রে দয়া ক'রে
দিবা অগ্নে তোষেন প্রাণ ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

পথহার। গেছি চ'লে রহিলে নাথ তুমি সাথে,
তঁারে ছাড়ি' কতবার, নাহি রহে মৃত্যু ভয় ;
খুঁজে মোরে কাঁধে তুলে তব ক্রুশ চালক পথে,
ফিরে আনেন গৃহে তঁার। পাঁচনি সাঙ্ঘনা দেয়।

কিবা অপরূপ মরি
তব ভোজ সুধাময়,
পানপাত্র হ'তে তব
কি অমৃত ধারা বয় !

৩৯৪

E. H. 450

প্রভু মোদের অতীত সহায়,
আশা ভবিষ্যতের ;
হৃদ্যিনে হে মোদের আশ্রয়,
আবাস চির কালের।

তব সিংহাসনের তলে	সহস্র যুগ তব নেত্রে
সিদ্ধগণ নিরাপদ ;	ক্ষণিকের সম ;
অসীম তব বাহু বলে	সংক্ষিপ্ত যেমন রাত্রে
ঘুচে মোদের বিপদ।	সর্বশেষ যাম।
কালশ্রোতে ভেসে যে যায়	প্রভু মোদের অতীত সহায়
মানবের কীর্তি ;	আশা ভবিষ্যতের ;
স্বপনের মত মুছে যায়	বিপদে তুমি হে রক্ষক,
তাদের যত স্মৃতি।	আবাস চির কালের।

৩৯৫

E. H. 574

শুনিলাম যীশুর মধুর রব—
“হে পরিশ্রান্ত জন,
মোর’পরে রাখি তব ভার
বিশ্রান্ত হও এখন !”

তৎক্ষণাৎ বাইয়াঁ সেখানে,
পিয়িলাম জীবন-জল ;
সব তৃষ্ণা নিধারিল তায়
আর পাইলাম ত্রীষ্টে বল ।

যাদৃশ ক্লান্ত, হুঃখময়
দশাতে আছিলাম
ত্রীযীশুর কাছে আসিয়া
সুশান্তি পাইলাম ।

শুনিলাম যীশুর মধুর রব,
যে, “আমি জ্যোতির্ময়,
যে দেখে আঁমায় সর্বদা
তার জীবন উজ্জ্বল হয় ।”

শুনিলাম যীশুর মধুর রব—
“তৃষ্ণার্ত যে বা হও,
আসি’ এ জীবন নদীতে
স্নতৃপ্ত হ’য়ে যাও ।”

এ শুনি চেয়ে দেখিলাম
কি শোভা চমৎকার ;
প্রভাতী তারা, সূর্য্যরূপ
আঃ, তিনি যে আমার ।

পবিত্র বাপ্তিস্ম

—:~:—

৩৯৬

E. H. 390

এস, এস, প্রিয় বৎস,
জীবন-জলে কর স্নান ;
হের মুক্ত পুণ্য-উৎস,
এস, ধৌত কর প্রাণ !

ধৌত কর অন্তঃকরণ,
বহুমূল্য শোণিতে ;
নব জন্ম কর গ্রহণ,
পুণ্য আশ্রয় শক্তিতে !

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

স্বৰ্গ রাজ্য পুণ্যধামে,
এস, এবে লভ স্থান,
কোটি সাধু যথা প্রেমে
গাহে খ্রীষ্ট-গুণ-গান ।

হে ত্রিভু ঈশ্বর, তব
কৰুণা-ভাণ্ডার হ'তে,
দেহ প্রেম, শক্তি নব,
এ দীন দাসের চিতে ।

৩৯৭

E. H. 337

কপালেতে ত্রুশ চিহ্ন
দিহু আজি এঁকে,
ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টে সেবা
ক'রবে এখন থেকে ।

খ্রীষ্টের পতাকা তলে
যোদ্ধা তুমি হ'লে,
খ্রীষ্ট পদ চিহ্ন ধ'রে
যেতে হবে চলে ।

তাঁর লজ্জা গোরবেরই
চিহ্ন ক্রুশে জেনো,
লজ্জা ভয়ে অস্বীকার
করো না কখনো ।

এই ভাবে বিশ্বাসেতে
ধ'রে থেকো ক্রুশে,
যীশু খ্রীষ্টের বিজয় মুকুট
পাবে অবশেষে ।

৩৯৮

E. H. 580

রহিব নিরাপদে
যীশু স্নেহ কোলে,
জুড়াব অশান্ত প্রাণ
প্রেম তরু তলে ;
শুন স্বর্গদূত গান
বহিছে পবনে,
স্বৰ্গ হ'তে সে ধ্বনি
পশিছে শ্রবণে ।

নিরাপদ যীশু কোলে,
না র'বে চিন্তা ভয়,
পাপের লালসা যত
অচিরে হবে লয় ;
না রবে হুঃখ দহন,
সন্দেহ আঁধি জল,
রাখি শির যীশু বুকে
লভিব শান্তি বল ।

হস্তার্পণ

যীশু মম প্রিয়তম
আশ্রয় চিরন্তন,
মোর তরে ক্রুশে হত ;
পাপ তাপ হরণ ;

সহিব তাঁরি তরে
হুঃখ অন্ধকারে,
হাসিবে স্বর্ণ উষা
মৃত্যু পরপারে ।

হস্তার্পণ

—:~:—

৩৯৯

E. E. 341

আজি লহ চিত মম
প্রভো, তব করে,
বিপথে বিপদে যেন :
না ঘুরি আধারে ।

পুণ্য আত্মা শক্তিদাতা,
তব কৃপাশুণে
বরিষ অন্তর মাঝে
সপ্তবিধ দানে ।

ক্রুশতলে নৃতপ্তিতে
ক্ষমা চাহি মোরি,
ক্রুশ বিদ্ধ কর পাপে,
ঢাল পুণ্যধারা ।

তব স্পর্শে যেন প্রাণ,
শক্তি সঞ্চারে ;
পরসেবা পুণ্যকর্মে
রেখো চিরতরে ।

৪০০

E. H. 137

আমি করেছি মনন, সের্বিষ তোমারে,
প্রভু রক্ষ সর্বক্ষণ এ দীন পাপীরে ;
তুমি যদি দেহ বল, থাক যদি সাথে,
কভু নীহি হবে ভুল, র'ব তব পথে ।

ত্রিষ্ট-সঙ্গীত

কাছে পেলে তোমা ধন, হৃদে প্রেম ধরি,
সংসারে হে কদাচন আমি নাহি ডরি ;
চারিদিকে শত্রুগণ, অন্তরে বাহিরে,
সদা করে আক্রমণ ; যীশু রক্ষ মোরে ।

তুমি রক্ষক আমার, শুনি' তব বাণী,
গুলিতে পথে তোমার, দুঃখ নাহি গণি ;
কই স্পষ্টতর ভাবে, তব ইচ্ছা প্রভু,
যেন মিথ্যা সূখ আশে নাহি ফিরি কভু ।

প্রভু, তব অঙ্গীকার—যে চলিবে পথে,
রহিবে সে মহিমার রাজ্যে তব সাথে ;
যীশু, করেছি মনন তোমাতে সেবিত,
দেহ শক্তি অনুগ্ৰহ তব পথে র'ব ।

পুণ্য সহভাগ

—:~:—

৪০১

Cowley 25

অনন্ত ঈশ্বর তুমি,
প্রেম-দাতা, রাজা,
মোরা তোমার প্রজা,
তুমি সবার স্বামী ।

হে প্রাণের ঈশ্বর,
দীন সন্তানের
ক্ষুদ্র এই উপহার
ল'য়ে কর ধন্য হে ।

পাপীজনে দিতে ত্রাণ,
দিলেন যীশু প্রাণ ;
লও মোদের উপহার,
সেই দান সনে তাঁহার ।

প্রভো, কর উপস্থিত •
পুত্রের শরীর শোণিত,
পবিত্রাত্মার বলে,
আজ এ মঙ্গল দিনে ।

৪০২

E. H. 305

আজি গুণনিধি, তোমারে
পূজি মোরা প্রেমভরে ;
তুমি, যীশু, পবিত্র ভোজে,
এসে থাক মোদের মাঝে ।

দেহ শরীর করিতে ভোজন,
তব রক্তে পাপ মোচন ;
খোলা শেষে তব আবরণ
পাই যেন পূর্ণ দরশন ।

৪০৩

A. M. 322

কাণভেরী শাশানে ক্রুশোপরে
অর্পিত যে বলি চিরতরে,
সে অপূর্ব সিদ্ধ নিত্য বলি
নিবেদি আজি সকলে মিলি,
চাহ পিতা খ্রীষ্ট বলি পানে
দেহ পদাশ্রয় সেই বলিগুণে ।

চাহি এই বর, খ্রীষ্ট রক্ত গুণে
দয়া কর আত্ম-বন্ধু জনে,
দীন ছুঃখীরে দেহ সাঙ্গনা,
বিশ্বাসী মূর্তে কর করুণা,
সর্ব-মন্দ হ'তে সর্বক্ষণে
রক্ষ পিতা তুমি সর্বজন ।

চাহ পিতা প্রসন্ন নয়নে
তারি তরে দীন পাপী পানে,
ক্ষম অপরাধ অ বিশ্বাস বত,
শত পাপে কলঙ্কিত চিত,
তব পুত্র প্রায়শ্চিত্ত গুণে
ক্ষম পিতা পাতকী সন্তানে ।

তব চরণে প্রভু দেহ স্থান,
কর নির্মল দেহ মন প্রাণ,
দেহ সে অন্ন পবিত্র ধন
যাহা ক্রুশে হ'লে ভগ্ন চূর্ণ,
লভি অমৃত দূত বাঙ্কিত
হরষে সাধিব সেবাত্রত ।

৪০৪

E. H. 331

গোপনে বিহারী ত্রাতা তোমারে
এবে পূজি মোরা ভক্তি ভরে,
আছ ভোজে না জানি কেমনে,
তব বিশ্বাসে নমি চরণে ।

ক্রুশে ঈশ্বররূপ ছিল গোপনে,
নর-রূপ ও হেথা আবরণে ;
দক্ষ্য যথা মাগিল মার্জনা,
মাগে তেমতি এ অধম জন ।

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

ক্লেশ-ক্ষত নহে নয়ন গোচর,
তবু প্রভু তুমি, তুমি ঈশ্বর ;
বিতর দীনে বিশ্বাস গভীর,
তব প্রেমে চিত্ত কর ভরপুর ।

প্রভু বীণ সুপ্রবিত্র নির্ঝর,
পূত রক্তে তব শুদ্ধ কর,

পারে তরা'তে বিন্দুমাত্র যার
এ ধরার যত পাপ তাপ ভার ।

হে-খ্রীষ্ট, হেথা আছ গোপনে,
মাগি এই বর তব খ্রীচরণে,
যেন সেই দিনে নিরখে নয়ন
তব মূর্তিভাতি, শাস্তি সদন ।

৪০৫

E. H. 503

গৌরব জ্যোতির পথে
মোরা হই আগুয়ান,
কণ্ঠে শুধু, ওহে প্রভু,
তব বন্দনা গান ।

বিহর নাথ নিশিদিন
ভক্ত বৃন্দের হৃদয়ে,
স্বর্গের সেবার যোগ্য কর
মর্ত্যের সেবা দিয়ে ।

চলি, মোরা সিমোন পথে
তব শক্তি গুণে,
উপনীত হব শেষে
ঈশ্বর সম্মিধানে ।

মর্ত্যবাসী মোরা আজি
স্বরগ বাসী সনে
গাহি ধন্যবাদ, স্তুতি,
বন্দনা-গীত, একমনে ।

৪০৬

E. H. 318

দাঁড়াও আজি বিশ্ববাসী, স্তব্ধ কল্পিত বক্ষে,
জগত্ৰাতা খ্রীষ্ট নামেন সবার মাঝে অলক্ষ্যে,
সংসার মদে মত্ত থাকি' যেওনা তাঁর বিপক্ষে ।

স্বর্গের রাজা আসেন আজি পুণ্য গোরবে দীপ্ত,
করিতে তোমায় স্বর্গের দানেতে পরিতৃপ্ত,
তাজ কুবাসনা, আর থেকোনা পাপে লিপ্ত ।

সাদরে এবে বরিয়া লহ ঈশ-নন্দনে,
পূজ তাঁরে সবে আজি ভক্তি পুষ্প চন্দনে,
মাতিয়া উঠিবে জগৎ তাঁরি নাম বন্দনে ।

৪০৭

E. H. 313

পিতঃ, করহে গ্রহণ,
নর-পাতক-হরণ
ক্রুশে যীশুর মরণ,
মোরা করি নিবেদন ;
দেহ যীশুর জীবন,
দেহ যীশু-প্রেম ধর্ম,
তারিবারে পাতকীরে ;
হে পিতঃ ক্ষম, পাতক মম ।

যীশু, জীবনে তোমার,
কর জীবন সঞ্চার ;
দেহ পুণ্য-আত্মা আর
হৃদে ভকত জনার ;
কর, প্রভো, অধিকার
পাপী-হৃদয় অসার,
প্রেম-ডোরে, চিরতরে,
বাধ হে তষে, ভকত সবে !

৪০৮

E. H. 335

পিতঃ দেখ চেয়ে যত দীনজন
পদতলে তব মিলেছে এখন,
ল'য়ে ত্রিষ্ট-বলি সিদ্ধ সনাতন,
পাতক হরণ ।

পাপী ত্রাণ তরে দৈহ ভগ্ন বীর
র্তারি গুণে পিতঃ ক্ষম পাপ ভার,
জীবিত ও মৃত সকল জনার ;
স্তন নিবেদন ।

পিতঃ, ধন্য করুণা ;
 দিলে অধম দাসে
 যেতে যীশুর পাশে ;
 এক ঈশ্বর,
 গাহি প্রশংসা তব,
 ওহে ত্রিভু ।

যীশু, ধন্য তব প্রেম ;
 যাহে ধন্য দাসগণে
 তব সহ মিলনে ;
 এক ঈশ্বর
 গাহি প্রশংসা তব,
 ওহে ত্রিভু ।

ধন্য পবিত্র আত্মা,
 তব প্রসাদ-বলে,
 যীশু আসেন ভোজে ;
 এক ঈশ্বর
 গাহি প্রশংসা তব,
 ওহে ত্রিভু ।

যীশু, প্রিয় ভ্রাতা, শক্তিমান হে,
 করিছ নিবাস মোদের অন্তরে ।

জগত যাহারে অক্ষম ধরিতে,
 বিরাজিত তিনি, শিশুদের চিতে ।

পূর্ণ হে জগত তর প্রভাতে ;
 অক্ষম স্বরগ গৌরব ধরিতে ।

যীশু, আছ এবে মোদের অন্তরে,
 তব প্রসাদ বর্ষণ কর সম্বরে ।

তারা দূরতম, উজ্জলে যথায়,
 প্রভো, তুমি নিত্য বিরাজ তথায় ।

প্রেম, ভক্তি দেহ মোদের হৃদে,
 সদা থাক সাথে সম্পদ-বিপদে ।

৪১১

E. H. 326

যীশু, ভোজে আছ এখানে ;
অধম পাপিগণে
না দেখে তোমায় নয়নে,
জানি তব বচনে,
তুমি রয়েছ এখানে ;
পূজে তোমায় প্রেম-গুণে ।
ইকিন মোরা, ভোজের তরে
কর যোগ্য মোদেরে,
যাইতে বেদির পাশে ;

লভিতে ভোজে তব
শুদ্ধ শোণিত শরীর ;
আন সে শুভদিনে ।
তব দেহ রক্ত গ্রহণে
সুখী যারা এখানে,
তাদের কর তুমি দয়া,
তোমাতে থাকি' সদা
যেন তব দরশনে
হয় ধন্য স্বর্গধামে ।

৪১২

E. H. 304

স্বর্গের রাজা তুমি হে,
তরা'তে মানবগণে
হ'লে ভবে ক্ষুদ্র নর ;
তব শরীর গ্রহণে,
লভি মোরা নথ্য প্রাণ ;
ক্রুশের অমূল্য দান ।

স্বর্গীয় দ্রাক্ষা শোণিত,
বলি সার্থক অক্ষয়,
যীশু, দেহ দাসগণে,
লভি' হবে পাপ ক্ষয় ;
ক্রুশ-ক্ষত হ'তে তব
বহে শান্তি, বল নব ।

৪১৩

A. M. 319

হে জীবন-দাতা,
তব বেদী 'পরে,
কুটী দ্রাক্ষারসে
কিবা গুণ ধরে !
পুণ্য মাংস রক্তদানে,
শক্তি দেহ ভক্তগণে ।

দীনে কর পূর্ণ
তব প্রেম বলে,
কঁর প্রভু ধন্য
তব ভক্তদলে ;
লভি' কৃপা, শক্তি নব,
হেরিব মূর্তি তব ।

৪১৪

E. H. 323

হে নিত্য পিতা,
পুণ্য বিধাতা,
প্রভো, সর্বশক্তিমান,

ত্রাতারি পুণ্যে,
ক্ষম এ দীনে,
শক্তি কর হে দান ।

৪১৫

E. H. 329

লইলু যাহে পুণ্য দান
সবল কর সে হাতে,
পর সেবা পুণ্য কর্মে
নিত্য রত রহিতে ।

যে কর্ণে শুনিহু তব
পবিত্র প্রেমের কথা,
তাহে যেন নাহি পশে
হিংসা দ্বন্দ্ব বারতা ।

উচ্চারিল যে রসনা
'পবিত্র' গীতি বন্দনা,
তাঁহা যেনু নাহি রচে
মিথ্যা অপ্রেম ছলনা ।

পীড়িত ব্যক্তির জন্য

—:~:—

৪১৬

E. H. 349

হে আরোগ্য দাতা,
কল্প আর্ন্ত পানে
অপার কৃপা তব,
জ্ঞানে সর্বজনে ;
হে যাতনা পরিচিত !
জ্ঞান রোগীর ব্যথা যত ।

শায়িত যে জনা,
রোগের পীড়নে,
স্পর্শ কর তারে
নিজ কৃপা শুণে ;
এত ভালবাস যারে,
সুস্থ এবে কর তারে ।

নাহি দৃষ্টি শক্তি,
যুরি অন্ধকারে ;
ওহে দিব্য দীপ্তি !

ডাকি হে কাতরে ;
হে খ্রীষ্ট, পাতকী জনে
দীপ্ত কর আলো দানে ।

মৃত্যু ও সমাধি

—:~:—

৪১৭

A. M. 538

মরেন যখন যীশুর লোক
আমরা কেন করি শোক ?
তাদের মৃত্যু, মৃত্যু নয়,
জীবনের আরম্ভ হয় ।

স্বয়ং যীশু মরিলেন,
যেন চির জীবন দেন ;
কোথায় গেল মৃত্যুর হল ?
কোথায় অধোলোকের বল ?

তাদের যুদ্ধ হইল শেষ,
নাহিক আর দুঃখের লেশ ;
এখন তাঁরা শান্তিপান,
জাতার কোলে নিদ্রা যান ।

যা শু পুনঃ আসিবেন,
তাঁহার লোকও উঠিবেন,
দেহ আত্মা তেম্নীয়ান,
পাইবেন নিত্য বাসস্থান ।

পবিত্র প্রভুর ভোজে

৪১৮

E. H. 356

জীবনের উৎস, মারীয়া তনয়,
চিহ্নেতে অদৃশ্য আছে নিশ্চয় ;
পূজি প্রেমভরে, করি নমস্কার,
প্রাথ কৃপা ক'রে চরণে তোমার ।

ঐষ্ট-সঙ্গীত

পরলোকগত তব ভক্তগণ ;
যুদ্ধ হ'তে মুক্ত, বিশ্রাম মগন ;
হ'য়েছে আহত রণে কতবার,
ভুগেছে বা কত যাতনা অপার ।

তব পদতলে এই নিবেদন,
তব রূপা বলে, মৃত ভক্তগণ
হ'য়ে শুদ্ধ চিত, প্রেম নিমগন,
যেন লভে শেষে তব দরশন ।

স্বর্গ

—:~:—

৪১৯

A. M. 536

এক রাজ্য জানি সুখময়,
তা সাধুর শান্তি-দেশ ;
অনন্ত দীপ্তি, রাত্রি নাই,
আনন্দের নাহি শেষ !
মেখানে অক্ষয় উল্লুই-জল ;
আর জীবনবায়ু বয় ;
অমৃত বৃক্ষের চারুফল,
অল্লান পুষ্প রয় ।
সে রম্য দেশে যেতে চাই !
নাই অশ্রু ইচ্ছা আর ;

ঘোর মৃত্যু-নদী দেখতে পাই,
কিরূপে হব পার ?
হে প্রভু সংশয় কর দূর,
মোর মনের অপ্রত্যয়,
আর দেখাও রম্য সিয়োনপুর
অনন্ত দীপ্তিময় ।
হে প্রভু যখন বিয়োগ হয়
মোর দেহ হ'তে প্রাণ,
তখন সে রাজ্য দীপ্তিময়
হয় যেন বাসস্থান ।

পুণ্যপদ

—:~:—

৪২০

E. H. 167

তব আত্মা বরিষণে
ধন্য কর ভক্ত জনে ;
সাক্ষাৎ প্রভু যাক্ষকগণে
তব ধর্ম আভরণে ।

তব গৃহে তাঁরা যবে
তব বাণী বলে সবে,
হস্তধৃত তারার মত
রেখো তাঁদের শুদ্ধ পুত ।

দেহ জ্ঞান ভক্তি স্নেহ,
শাস্ত দৃঢ় আশা দেহ,

যেন বহে হৃদি 'পরে
তব জ্ঞান প্রেম ভরে ।

রহে যেন অবিরত
প্রার্থনা সেবাতে রত,
যেন তব মেঘগণে
রক্ষে সদা সযতনে ।

যবে ব্রত সাক্ষ করি'
যাবে তারা মৃত্যু তরি'
রেখো তব শ্রীচরণে—
ক্ষমি দীনে নিজগুণে ॥

শিশুদের গীত

—:~:—

৪২১

A. M. 337

নীল নভঃ ছাড়ি দূরে, আলো বন্ধ এক জন,
শিশুদের তরে যিনি সদা করেন চিন্তন ;
জগতের বন্ধু যারা, সব যদি যায় ছেড়ে,
তিনি লন কোলে তুলে, সদা করেন রক্ষণ ।

খ্রীষ্টসঙ্গীত

নীল নভঃ ছাড়ি দূরে, শিশুদের শান্তি-স্থান ;
সেথা গোপ হুঃখ হতে পায় সবে পরিত্রাণ ;
যীশু প্রেমে মত্ত জন, যুদ্ধ করি প্রাণপণ,
সেথা গিয়ে শ্রান্তকায় সাধুগণ শান্তি পান ।

অপরূপ রাজ্য সেথা, অপার আনন্দ তার,
যীশু দেন শিশুগণে তাঁর প্রেম সুধাধার ;
সরলতা মাথা প্রাণ, নাহি শোক, নাহি তাপ,
নাহি কোন মনস্তাপ, দেন শুধু প্রেমভার !

সুন্দর শুভ্র বসন দেন যীশু শিশুদের,
পুণ্যময় স্বর্গপুরে, দেন সুধা আনন্দের ।
প্রভু যীশু, শিশুদের দেহ বল নব বল ;
তব পথে রাখি' স্থির, দেহ দান স্বরগের ॥

৪২২

A. M. 336

নীল নভঃ 'পরে, স্বর্গ নিকেতনে,
ঈশ্বর প্রশংসা গাহে দূতগণে ;
হাজ্লেলুয়া, গাহে গীত, হরষিত ; হাজ্লেলুয়া ।
শিশুগণ হেথা, প্রভু প্রেম-বাণী
গাহে সদা ; মোরা তুলি গীত ধ্বনি ;
হাজ্লেলুয়া রাজা তিনি, তুলি ধ্বনি, হাজ্লেলুয়া ।
প্রভু, তব সত্য দেহ শিশুগণে ;
দেহ শিক্ষা, যেন চলি তোমা সনে ;
হাজ্লেলুয়া, গাহি গীত, পুলকিত, হাজ্লেলুয়া ।
সত্য বাক্য তব, সবে ধরা 'পরে
দেহ প্রভু ; যেন গাহে সব নরে,
হাজ্লেলুয়া, প্রেম ছন্দে ও আনন্দে, হাজ্লেলুয়া ।